চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গানের পটভূমি ঃ পূর্বভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গানের পটভূমি ঃ পূর্বভাগ

।। এক।।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎস সন্ধান করতে গেলে একজন গায়ক বা গায়িকা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের জীবন-ব্যাপী যে সুমহান ভূমিকার পরিচয় আমরা পাই তারই সূত্র ধরে আমরা এগুলো দেখতে পাব তাঁর পরিপার্শ্ব, গান শেখা, গান গাওয়া, যন্ত্রসঙ্গীতের প্রয়োগ এবং সর্বোপরি সমাজ-জীবনের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে নিবিড় নৈকট্য তাঁকে কীভাবে গীতিকার হিসেবে সফল করে তুলতে প্রেরণা যুগিয়েছে। কোন ঘটনা বা দৃশ্য বা স্মৃতি তাঁকে একের পর এক গান লেখার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর শিল্পীসত্তাকে অনুরণিত করেছে শিল্প-সুষমায় প্রকাশিত হতে।

এই প্রেক্ষিতে কবির জীবনের প্রথমযুগ অর্থাৎ শিক্ষানবীশ যুগে ঠাকুর পরিবার ছিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার পীঠস্থান। কাজেই আপন শৈশব রবীন্দ্রনাথ অতিবাহিত করেছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশের মধ্যেই এবং বাল্যজীবনে রচিত গানগুলির অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন প্রাদেশিক, পাশ্চাত্য, হিন্দস্থানী গানের সংগৃহীত সুর প্রভাবিত। তবে মৌলিক রচনা যে একেবারেই ছিল না একথা বলা যায় না। ১৮৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'নয়ন তোমায় পায়না দেখিতে' গানটি রচনা করে রবীন্দ্রনাথ পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে রাজসম্মান স্বরূপ পাঁচশ টাকার চেক পুরস্কার পেয়েছিলেন তাছাড়া মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি বিলাত যাত্রা করেছিলেন। সেখানে অপেরা দেখে সেই অপেরার অনুকরণে প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মিকী প্রতিভা' রচনা করেছিলেন। এই প্রথম তিনি পাশ্চাত্য সুরের অনুকরণে গানও রচনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'কালমৃগয়া'র কথা আমরা সবাই জানি।

পূর্বেই তাঁর সৃষ্টির সূচনা পর্বে আমরা এই তিনটি গীতিনাট্য বিষয়ে আলোচনা করেছি, তবে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব যে কীভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তা সম্যক আলোচনা এখানে করা প্রয়োজন বোধ করি।

বাল্যকাল থেকে অফুরন্ত সাংগীতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্ধিত হবার জন্যে রবীন্দ্রমানসে তার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছাড়াও যাত্রা, থিয়েটার, কীর্তন, পাঁচালী এবং বিভিন্ন সঙ্গীত শিল্পীর নানা সুরে তাঁর মন-প্রাণ পরিপুষ্ট হয়েছিল। সে যুগে সঙ্গীতের পীঠস্থান রূপে পরিগণিত হত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। তাই বহু শিল্পীর কণ্ঠে নানা সুরের গান শোনার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। সঙ্গীতের এই অনাবিল পরিবেশের মধ্যে পরিবর্ধিত হওয়ায় পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। কেবল মাত্র হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নয়, তিনি যেখানে যা কিছু ভাল সুর শুনতেন তাই সংগ্রহ করতেন এবং এই কাজটি ছিল তাঁর সঙ্গীত সাধনার অন্যতম একটি অঙ্গ। এই বিষয়ে তিনি বাড়ির সাহায্য পেয়েছিলেন যথেষ্ট। যখন সেখানে গিয়েছেন উদার মনোভাবের সঙ্গে গান শুনেছেন এবং তারই অনুকরণে গান রচনা করেছেন।

দক্ষিণ ভারতীয় সুরে তিনি বাংলা ভাষায় প্রচুর গান রচনা করেছেন, আবার কর্ণাটকী গানকে বাংলা গানে পরিবর্তিত করেছিলেন।

ভগিনী সরলা দেবী কর্তৃক সংগৃহীত মহীশূরের একটি ভজন গান ভেঙে তিনি গান রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে সরলাদেবী ''জীবনের ঝরাপাতা'' গ্রন্থে বলেছেন–

> ''মহীশূর যখন গেলুম সেখান থেকে এক অভিনব ফুলের সাজি ভরে আনলুম। রবিমামার পায়ের তলায় গানের সাজি খালি না করা পর্যন্ত মনে বিরাম নেই। সাজি থেকে এক একখানি সুর তুলে নিলেন তিনি, সেগুলিকে মুগ্ধচিত্তে নিজের কথা দিয়ে নিজের করে নিলেন– তবে আমার পূর্ণ চরিতার্থতা হল। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'এস হে গৃহদেবতা', 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ', 'চিরবন্ধু চির নির্ভর', প্রভৃতি আমার সুরে বসান গান।''

প্রকৃতপক্ষে নানারকম সুর সংগ্রহ করাই ছিল কবির নেশা।

এভাবেই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, নিজস্ব সৃষ্টি

ছাড়াও বিভিন্ন দেশের গানকে তিনি নানাভাবে সাজিয়ে আপন করে নিয়েছেন। আর তাই একথা আজ নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের এই বহুগ্রাহিতা গুণের জন্যই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে এই ভাণ্ডার অফুরন্ত এবং স্বকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই দেখা যায় যে তাঁর গানে কর্ণাটক, মহীশূর, গুজরাট, পাঞ্জাব, লক্ষ্ণৌ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সুরের সমাবেশ ঘটেছে। নিম্নে রবীন্দ্রনাথের গান এবং পাশাপাশি ভিন্ন প্রদেশের কয়েকটি মূল গানের উদাহরণ দেওয়া হল–

মারাঠী

	রবীন্দ্র সঙ্গীত	–	মূলগান
১)	বিশ্ব-বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে	–	নাদবিদ্যা পরম ব্রহ্মরস

মহীশূর

	রবীন্দ্র সঙ্গীত	–	মূলগান
১)	এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ		
২)	আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে		
৩)	যদি আসে তবে কেন		
৪)	এসো হে গৃহদেবতা		
৫)	চিরবন্ধু চিরনির্ভর		
৬)	চিরসখা ছেড়ো না		

মাদ্রাজী

	রবীন্দ্র সঙ্গীত	–	মূলগান
১)	বাজে করুণ সুরে	–	নিতুচরণ মূলে
২)	নীলাঞ্জন ছায়া	–	বৃন্দাবন লোলা
৩)	বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী	–	মীনাক্ষী মে মুদম
৪)	বেদনা কী ভাষায় রে	–	জ্ঞানমে পরমৈ
৫)	শুভ্র প্রভাতে পূর্বগগনে	–	প্রেম ভাবে জীব গগি য়া

কর্ণাটকী

	রবীন্দ্র সঙ্গীত	–	মূলগান
১)	আজি শুভদিনে	–	পূর্ণ চন্দ্রাননে
২)	বড়ো আশা করে	–	সখি বা বা
৩)	সকাতরে ঐ কাঁদিছে	–	চারি বর্ষা পর্যন্ত

গুজরাটী

	রবীন্দ্র সঙ্গীত	–	মূলগান
১)	একি অন্ধকার এ ভারত		
২)	কোথা আছ প্রভু		
৩)	কখন দিলে পরায়ে স্বপনে	–	কিহ্নে দেখা কানহাইয়া প্যারা।
৪)	নমি নমি, ভারতী		
৫)	যাও রে অনন্তধামে		

পাঞ্জাবী

	রবীন্দ্র সঙ্গীত	–	মূলগান
১)	এ হরি সুন্দর	–	এ হরি সুন্দর
২)	গগনের থালে রবিচন্দ্র	–	গগনোমে থাল রবিচন্দ্র দীপ বনি
৩)	বাজে বাজে রম্যবীণা	–	বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ বাদৈ

লক্ষ্ণৌ

	রবীন্দ্র সঙ্গীত	–	মূলগান
১)	খেলার সাথি বিদায়দ্বার খোল	–	মহারাজা কেবড়িয়া
২)	তুমি কিছু দিয়ে যাও	–	কৈ কছু কহরে

তাছাড়া বাংলা গানের সুরের প্রসঙ্গে রামপ্রসাদী সুরের উল্লেখ না করলে নয়। এই একটিমাত্র সুর-রচনাতেই এমন ঐক্য ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের ছাপ পাওয়া যায় যে, শুনলেই রামপ্রসাদী সুর বলে দেশ সুদ্ধ লোক চিনতে পারে। এ যে রামপ্রসাদ সেনের কত বড়ো কৃতিত্ব তা বোধ হয় আমরা কখনো ভেবে দেখিনি, বলেই তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা দিইনি। এই খাঁটি, সরল, বাংলা সুরে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান বেঁধেছেন। যথা–

– আমি শুধু রইনু বাকি

– আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে

– শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা ইত্যাদি।

নিজের সঙ্গীতের সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন ভারতীয় এবং দেশী সঙ্গীতের অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতকেও তিনি অবহেলা করেননি, অর্থাৎ দেশী সঙ্গীতের সাহায্য যেমন নিয়েছেন তেমনই পাশ্চাত্যের সুরবৈভবে যেখানে তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন তা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি তথা অনুসরণে স্বকীয়তা রক্ষা করে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করতে

প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি উদারপন্থী হার্বার্ট স্পেনসরের লেখা পড়ে য়ূরোপের সাঙ্গীতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণীয় উক্তি –

> ''য়ূরোপের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতের এক জায়গায় মূলতঃ প্রভেদ আছে, সেকথা সত্য। হারমনি বা স্বর-সঙ্গীত ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রধান বস্তু, আর রাগ-রাগিনীই আমাদের মুখ্য অবলম্বন। য়ূরোপের বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন, আমরা একের দিকে।''[১]

রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ইন্দিরা দেবী তাঁর গ্রন্থ 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম' এ লিখেছেন–

> ''কবি নিজে যেখানে যে ভাল সুরটি শুনেছেন, অথবা অন্য লোকে দেশ-বিদেশ থেকে যেসব গান আহরণ করে তাঁকে এনে দিয়েছেন, তার প্রায় সবগুলিই তিনি পূজার বেদীতে নিবেদন করেছেন, এ বললে অত্যুক্তি হয় না।''[২]

কবির সৃষ্ট পাশ্চাত্য গানের অনুসরণে বাংলা গানের সৃষ্টিকাল অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, উক্ত গানগুলি কবির প্রথম জীবনের লেখা। আমরা জানি যে, তিনি প্রথম জীবনে কিছুকাল বিলেতে ছিলেন ফলে ওই সময়ের অর্থাৎ তাঁর প্রথম দিককার লিখিত গানগুলিতে বা গীতিনাট্যে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে গীতিনাট্যের 'কালমৃগয়া'য় ও 'বাল্মিকিপ্রতিভা'য়। যথা, 'কালী কালী বলো রে আজ' ইত্যাদি কালী-বন্দনার সুর একেবারে সশরীরে একটি ইংরেজি গান থেকে তোলা, সে গানটি হচ্ছে Nancy lee, এবং তাতে একজন নাবিক তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর গুণগান করছেন। 'কালমৃগয়া'র বন দেবীদের সমবেত অনেক গানই ইংরেজি বা স্কচ ও আইরিশ গানের সুর ভাঙা। যেমন, Go where glory waits thee সুরটি Thomas Moore -এর Irish Melodies -এর অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী বলেছেন–

> ''কবির জীবনী-পাঠক জানেন, এক সময় তাঁর অল্প বয়সে মূর-এর কবিতার খুব চল ছিল। এই গানটির সুর আমার বড়ো মিষ্টি ও করুণ লাগে। তাঁরও নিশ্চয় তাই লেগেছিল, কারণ বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া দুই নাট্যেই বনদেবীদের করুণভাবাত্মক দুটি গানে এই সুর দিয়েছেন। আর একটি

ধর্মসংগীতে দিয়েছেন– 'ওহে দয়াময়'। এই সুরটি আমার তো মোটেই বিদেশী লাগে না।"[৩]

।। দুই।।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন সঙ্গীতের উৎকর্ষের জন্য অক্লান্তভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গেছেন এবং এর ফলস্বরূপ আমরা বিদেশী সুর প্রভাবিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পেয়েছি। তবে এও ঠিক যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি, তিনি খুব বেশি বিদেশীআনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি, বরাবরই স্বদেশী ভিত্তির উপর মজ্জাগত মৌলিকতা স্থাপন করেছেন। কোনো কোনো গানে তিনি বিলেতি 'কোরাস' বা গানের প্রত্যেক কলির শেষে একটি ধুয়া, সমবেত কণ্ঠে গাইবার পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, যেমন 'জনগণমন' গানের 'জয় হে জয় হে' কিংবা 'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন' গানের 'জয় জয় নরোত্তম' ইত্যাদি। নিম্নে পাশ্চাত্য মূলগান সহ রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উদ্ধৃত করা হলো–

	রবীন্দ্রসঙ্গীত	–	মূলগান
১)	আহা, আজি এ বসন্তে	–	Go where glory waits thee
২)	ও দেখবি রে ভাই	–	The vicar of Bray
৩)	ওহে দয়াময়	–	Go where glory waits thee
৪)	কতবার ভেবেছিনু	–	Drink to me only
৫)	কালী কালী বলো রে	–	Nancy lee
৬)	তুই আয় রে কাছে আয়	–	The British Grenadiers
৭)	পুরানো সেই দিনের কথা	–	Auld Lang Syne
৮)	ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে	–	Ye banks and braes
৯)	মরি, ও কাহার বাছা	–	Go where glory waits thee
১০)	মানা না মানিলি	–	Go where glory waits thee
১১)	সকলি ফুরালো	–	Robin Adair
১২)	গিয়েছে সে দিন	–	Love youne Drame
১৩)	তবে আয় সবে আয়	–	

উপরি-উক্ত তালিকা– বহির্ভূত আরও অজস্র গানে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব কম বেশি

পাওয়া যায়, যেমন– 'তোমার হল শুরু', 'মন হতে প্রেম যেতেছে', 'ধরা দিয়েছি গো', 'তবে আয় সবে আয়', 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' ইত্যাদি। এছাড়া 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' প্রতিটি গীতিনাট্যের একাধিক গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য তথা সঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতের আধ্যাত্মিক মর্মবাণী। তাই রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবি নন, একজন ঋষিও বটে। ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব' এ লিখেছেন–

> ''বহু শতাব্দী পরে বেদের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নতুন করে ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। কবির তপস্যায় যুগান্তে-অন্তর্হিত (বিস্মৃত) বেদ মন্ত্র নব-কায়া পরিগ্রহ করলো। ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী লাভ করে রবীন্দ্রনাথ হলেন ঋষি।''[৪]

মহর্ষির সার্থক উত্তর-সাধক রবীন্দ্রনাথ সত্যদ্রষ্টা– দেশ, কাল সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে। তাই তিনি কেবলমাত্র ভারতের নন, তিনি হলেন বিশ্বের কবি।

> ''উপনিষদের অধ্যাত্ম সংস্কার পিতৃরক্তের সঙ্গে তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত। তার মানস-রাজ্য বৈদিক ঋষির দিব্যজ্ঞানের আলোকে ঐশ্বর্যময়। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যেও তাই বৈদিক ঋষির দিব্য আবির্ভাব। বিজ্ঞান ব্রহ্মের সাধক প্রাচীন ভারতীয় ঋষির নবতর অভ্যুদয় ঋষি– কবি রবীন্দ্রনাথ রূপে''[৫]

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের বৈদিক তথা ঔপনিষদিক চেতনার যে উন্মেষ, 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'তে তাঁর পরিণতি। বেদ উপনিষদের জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার যে কবির কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল, তাঁর সমগ্র জীবন সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল তা তাঁর বিভিন্ন উক্তি ও সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত। তাঁর স্বীকৃতি–

> ''আবাল্য উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।''[৬]

আবার বলেছেন–

> ''আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই যে, আবিরামবীর্য এধি। হে আবি,

তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ। তোমার

রূপই আনন্দ রূপ।"[৭]

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সৃষ্টিকর্মের মতো সঙ্গীতেও বেদের অপরিসীম প্রভাব পড়েছে। সঙ্গীত সৃষ্টিতে কবির হৃদয়-মন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠত। তিনি বলেছেন,

"গান লিখিতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবীগুলোকে মন একধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।"[৮]

রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম একটি সুর হচ্ছে সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধনার পালা। সীমার ও অসীমের এই মিলনতত্ত্ব তাঁর অজস্র গানে পরিব্যাপ্ত। সীমার মাঝে অসীমকে উপলব্ধি করাই মানব জীবনের চরম পরম সার্থকতা এবং এই উপলব্ধিই তাকে করবে অমৃতত্ত্ব দান। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি নয়, জাগতিক কর্ম হতে অব্যাহতি নয়, কারণ "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জাগত্যাংজগৎ।" ঈশ্বরাচ্ছাদিত জগতে ত্যাগের কি প্রয়োজন? শত বৎসর জীবিত থেকে সীমার মাঝে অসীমের আনন্দকে অনুভব করতে হবে। অথর্ববেদে সবিতার কাছে ঋষির প্রার্থনা,–

"পশ্যেম শরদঃ শতম্। জীবেন শরদঃ শতম্।" ইত্যাদি।

হে সবিতা তোমাকে শতবৎসর দেখব, শতবৎসর বাঁচবো। সীমার মাঝে অসীমের সুর কবি অহরহ শুনতে পাচ্ছেন, কবির অন্তরে তার মধুরতম প্রকাশ।–

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর–
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

কবির আকুল জিজ্ঞাসা–

জগৎ জুড়ে যে আনন্দ গান ধ্বনিত হচ্ছে সে গান তাঁর হৃদয় মাঝে কবে বাজবে?–

"জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে।"

কবি মুক্তি অভিলাষী নন। তাই বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তিভিক্ষা করতে তিনি লজ্জিত হন–

"জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,

ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।

মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই,

চাহিতে গেলে মরি লাজে।।"

এই বিশ্বভুবনের আকাশে বাতাসে প্রতিটি ধূলিকণার ঘাসে ঘাসে তিনি মুক্তির স্বাদ অনুভব করেন। আর তাইতো বলেছেন–

"আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,

আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।।"

কবির প্রকৃতিচিন্তার মধ্যেও বেদের প্রভাব অপ্রত্যক্ষ নয়। প্রকৃতিকে কবি নিছক প্রাণহীন পদার্থ হিসাবে দেখেন নি, তাকে দেখেছেন অনন্ত বিশ্বজীবনের একটি অংশ হিসাবে, তাকে অনুভব করেছেন নিজের অন্তরের গভীরে নিবিড়ভাবে। তিনি বলেছেন;

"আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং

নিবিড় যোগ ছিল।"[৯]

বেদ উপনিষদ বলা হয়েছে সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার প্রকাশ, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমেও এই ব্রহ্মানুভূতির স্বতঃপ্রকাশ। বেদে ঋষির গতি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি শুনি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। চরৈবেতি চরৈবেতি। আগে চল, আলে চল। কবির দ্বিধাহীন ঘোষণা–

"যাত্রী আমি ওরে

পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে।"

কবি বলেছেন, "আমার বাল্যকাল হতেই আমি গতির উপাসক।... যে চলতে চায় না, তাকেও মৃত্যু লোক-লোকান্তরে ঠেলে নিয়ে যায়।... আমার রক্তে সেই গতির ডাক আছে।"[১০] তাই কবির আহ্বান–

"চলো যাই চলো, যাই চলো, যাই–

চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে'

চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।।"

চরৈবেতি। শুধুই এগিয়ে চলার ডাক দিচ্ছেন তিনি।

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,

বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।

আগে চল্ আগে চল্ ভাই।।"

বেদে পরমেশ্বরকে আনন্দময় জ্ঞানে বর্ণনা করা হয়েছে। ''আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দের জাতানি, জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"– সকল কিছুই আনন্দ দ্বারা জাত হয়ে আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকছে অন্তিমে আনন্দেই লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। আবার ''আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" যা কিছু উদ্ভব হচ্ছে, সকলই আনন্দ তথা অমৃত স্বরূপ। অথর্ববেদের একটি মন্ত্র –

''শং নো দ্যাবা পৃথিবী পূর্বহুতৌ

শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অন্ত।

শং নো ওষধির্বনিনো ভবন্তু

শং নো রজসম্পতিরস্তু জিষ্ণু।।"

''দ্যুলোকে ও ভুলোক আনন্দময়, দিক আনন্দে পরিমগ্ন হয়। তৃণগুল্ম বৃক্ষলতা আনন্দ বিতরণ করে, কেন না সেই আনন্দময় প্রভু আনন্দের উৎস উন্মুক্ত করিয়া আছেন।"

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও এই সুরেরই প্রতিধ্বনি–

''তাঁহার আনন্দধারা জগতে

যেতেছ বয়ে,

এস সব নর নারী আপন

হৃদয়ে লয়ে।।

সে আনন্দে উপবন

বিকশিত অনুক্ষণ,

সে আনন্দে ধায় নদী

আনন্দ বারতা কয়ে।।"

''বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।।

বাজে অসীম নভমাঝে অনাদি রব,

জাগে অরণ্য রবি চন্দ্র তারা।।

একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে

পরম এক সেই রাজ রাজেন্দ্র বাজে।

বিস্মিত নিমেষ হত বিশ্ব চরণে বিনত;

লক্ষশত ভক্তচিত বাক্যহারা।।"

আনন্দময়ের সদা উপস্থিতি এই বিশ্বে আনন্দের উৎস–

"আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার

তুমি সদা নিকটে আছ বলে।"

আনন্দের বন্যায় ভেসে যাবার জন্য কবি সকলকেই আহ্বান করেছেন–

"আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান।

দাঁড় ধরে আজ বোস্ রে সবাই, টানরে সবাই টান।।"

সত্য শিব সুন্দরের পূজারী কবির চক্ষে এই বিশ্ব জগতের সকল কিছুই আনন্দময় বলে প্রতিভাত হয়েছে। বলা বাহুল্য, উপনিষদের আনন্দবাদই কবির এই চেতনার উৎস।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের ভক্তি সঙ্গীতে ঈশ্বর প্রেমের সীমাহীন আকুতিতে বেদের প্রভাবের আলোচনা করে আমরা এই প্রসঙ্গের যবনিকা টানব।

বেদে ঈশ্বরকে নানারূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কখনও তিনি পিতা, কখনও বন্ধু আবার কখনও বা প্রিয়তম।

"স নঃ পিতা, জনিতা; স উত বন্ধুর্ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা,"

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানে শোনা যায় এই সুরের প্রতিধ্বনি। ঈশ্বরকে 'পিতা' সম্বোধন–

"তুমি আমাদের পিতা;

তোমায় পিতা বলে জানি।"

'বন্ধু' 'প্রিয়তম' সম্বোধন–

"শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,

মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।।"

"হে সখা মম হৃদয়ে রহো

সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো।।”

‘প্রভু’ সম্বোধন–

“প্রভু, বলো বলো কবে

তোমার পথের ধূলার রঙে রঙে আঁচল রঙিন হবে।”

“প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে।

চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।।”

জগতের রাজা আবার তিনি কবির হৃদয়নাথ–

“জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ–

হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণ রূপ।।”

পরমেশ্বরকে মাতৃরূপে আরাধনা–

“জননী; তোমার করুণ চরণখানি

হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণরূপে।....

... তোমার নমি হে সকল ভুবন মাঝে,

তোমারে নমি হে সকল জীবন কাজে।”

রবীন্দ্র-কাব্যে তথা সঙ্গীতে বেদ উপনিষদের প্রভাব রাত্রির আকাশের অগণ্য নক্ষত্ররাজির ন্যায় দীপ্তিমান, কারণ কবি ছিলেন মহর্ষির ঔপনিষদিক চেতনার সার্থক উত্তরাধিকারী। আমাদের উপরিউক্ত আলোচনায় তার সামান্য কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত রচনার মধ্য যুগকে আমরা পরীক্ষার যুগ বলতে পারি। এই যুগের মধ্যে প্রকাশ পায় রাবিন্দ্রীক বৈশিষ্ট্য। এই সময়কার রচনার মধ্যে অধিকাংশই পাওয়া যায় রাগরাগিনীর ভিত্তিতে নিজস্ব রচনা। এই মধ্যযুগেই তিনি লোকসঙ্গীতের অনুকরণে দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন। কবিতার ছন্দ গানে প্রয়োগ করা এবং কবিতার পংক্তি অনুযায়ী গানে তাল প্রয়োগের পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই যুগেই করেছিলেন। ‘ব্যাকুল বকুলের ফুলে’, ‘কাঁপিছে দেহলতা থর থর’ ইত্যাদি এই

যুগেরই রচনা। রবীন্দ্রসৃষ্ট ছয়টি তাল অর্থাৎ (ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, নবপঞ্চ) এই সবগুলো তাল এই যুগেই রচিত হয়েছিল। মধ্য যুগের রচনায় তিনি বিভিন্ন রাগরাগিণীর উপাদান গুলিকে গ্রহণ করেছেন, এবং এই যুগের রচনাতেই কাব্য সুরকে প্রভাবিত করতে শুধু করেছে।

তাঁর এই মধ্য জীবনে সৃষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগভিত্তিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আধারে ধ্রুপদ ও খেয়াল, ভাঙা গান আমরা বেশি করে পাই। আরো দেখি ভাষা ও ভাবকে প্রধান উপজীব্য করে ভারতীয় রাগসঙ্গীতকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মিশ্রণ ঘটিয়ে এক নবরসের সৃষ্টি, যা শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে নতুনের আস্বাদ দেয়। এই সময়ে ঠাকুর পরিবার ছিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চার পীঠস্থান। কাজেই বাল্যকাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অতিবাহিত করেছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশের মধ্যেই এবং বাল্যজীবন রচিত গানগুলি ছিল অধিকাংশই বিভিন্ন প্রাদেশিক, পাশ্চাত্য, হিন্দুস্থানী গান ইত্যাদি সংগৃহীত সুর প্রবাহিত। তবে মৌলিক রচনা যে একেবারেই ছিল না একথা বলা যায় না। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

এই প্রেক্ষিতে চলে আসি তাঁর প্রথম জীবনে সৃষ্টি রবীন্দ্রসঙ্গীত রাগভিত্তিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আধারে ধ্রুপদ ও খেয়াল ভাঙ্গা গান আমরা বেশি করে পাই। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দেখা যায় শুধু সুরেরই প্রাধান্য, কথা যেখানে সুরের দাসী বা অনুসঙ্গী। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই অসচ্ছল ভাব ও সম্পর্কের বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর গান বা সঙ্গীতের মূল কথা হল কথা ও সুরের মধ্যে থাকবে, ভারসাম্য মৈত্রী ও মিলনের দৃষ্টিভঙ্গি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নবসৃষ্টিপথের অভিযাত্রী, দাগাবুলোনোর পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি কোনদিনই। কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে-সঙ্গীতে সকল দিকেই তিনি পেয়েছিলেন নূতন ইঙ্গিতের আহ্বান, অথচ পুরাতনের যা-কিছু সুন্দর সেই সকলকেও গ্রহণ করেছিলেন তিনি অভিনব সৃষ্টির আকুলতা নিয়ে।

এখন দেখা যাক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সৃষ্টির ধারা রূপায়িত হয়েছিল কিভাবে ক্রমবিকাশের পথে। সকল জিনিসেরই আছে রূপায়ণ এবং সেই রূপায়ণ সার্থক হয় কিন্তু ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে ভাঙাগড়ার পথে। মনে হয়, যে রবীন্দ্রনাথের গান প্রধানতঃ পাঁচটি বিকাশের স্তরকে নিয়ে পরিপুষ্ট। সেই পাঁচটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে তাঁর গান-রচনার ক্ষেত্র হয়েছিল প্রসারিত। পাঁচটি স্তরের ক্রমপরিণতি তাঁর রসসিঞ্চিত গান বা সঙ্গীতকে করেছিল ফল-ফুলে-শোভিত

বিশাল মহীরুহে পরিণত।

কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ঐ পাঁচটি স্তর কল্পনা করা হয় কবিগুরুর গান রচনার ধারার বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন সময়কে উপলক্ষ্য করে, নচেৎ রচনা ও নবসৃষ্টির গতিরুচ্ছ্বলতা জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ছিল তাঁর লেখনীতে সচল ও মুখর হ'য়ে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পরিবেশের মধ্যে থেকেই তিনি নবসৃষ্টির প্রেরণায় বাংলা গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বিশেষভাবে। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকেও তিনি ভালবেসেছিলেন অন্তর দিয়ে একথা সকলেই জানেন, কেননা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুরচেতনাই তাঁর জীবনপ্রভাতে এনেছিল সাড়া এবং দিয়েছিল গান-রচনায় অনুপ্রেরণা। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন ঃ

> ''হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আমি সর্বান্তঃকরণে ভালবাসি আজ বলে নয়, বাল্যকাল থেকেই। মনে করি ভালোবাসা উচিত। প্রতি সুন্দর সৃষ্টি পুরানো হলেও রসিকের মনে আনন্দের সাড়া তুলবে এই তো হওয়া উচিত।... সুতরাং শ্রেষ্ঠ শ্রেণির হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যখন সত্যিই সঙ্গীতের একটি মহৎ বিকাশ, তখন সেটা যদি তোমাদের কারও ভালো না-ও লাগে তো সলজ্জেই বোলো– লাগল না, বোলো ও রসের রসিক হবার কোনো সাধনাই করিনি বা করবার সময় পাই নি, নইলে লাগত নিশ্চয়ই।''[১১]

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অরসিকদের প্রতি এই কটাক্ষ তাঁর যথার্থ সমজদারের মতোই কথা এবং ঐ সমালোচনা তিনি করেছেন তাঁর অন্তর দিয়ে। কেননা ভাল যা বা সুন্দর যা, চিরদিনই তা ভাল ও সুন্দর, সুতরাং তার অমর্যাদা হওয়ার অপমানকে তিনি সহ্য করেন নি কোনদিনই। তাই তিনি আবার বলেছেন ঃ

> ''উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আমি ভালোবাসি, বলেছি বহুবারই। কেবল আমি বলি যে, ভালো জিনিসকেও ভালোবাসতে হবে, কিন্তু মোহমুক্ত হয়ে।''[১২]

এই মোহমুক্তি কথাটির মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের উদার নবসৃষ্টির ইঙ্গিত। তিনি বারবারই বলেছেন যে, পুনরাবৃত্তির পথে কোনদিনই হয় না নূতন সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত। তাই সংস্কারমুক্ত মন

নিয়ে পুরাতন সৃষ্টিকেও আমাদের সমাদর দিতে হবে নূতন সৃষ্টির গতিকে বেগবান ও পরিপুষ্ট করার জন্য। এরই জন্য স্বকীয়তার দৃষ্টি থাকবে সকল কিছু অনুশীলনের পিছনে এবং গতানুগতিক দৃষ্টি ও মনোবৃত্তি হবে নিবৃত্ত ও স্তব্ধ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রসঙ্গে এর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন–

> ''তাজমহল আমার ভালো লাগে বলেই যে তাজমহলের স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে প্রতি বসতবাটিতে গম্বুজ ওঠাতে হবে এ' কখনই হতে পারে না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভালো লাগে বলেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ' একটা কথাই নয়। অজন্তার ছবি খুব ভালো কে না মানবে? কিন্তু তাই ব'লে তাঁর উপর দাগা বুলিয়ে আমাদের চিত্রলোকে মুক্তি খুঁজতে হবে বললে সেটা একটা হাসির কথা হয়।''[১৩]

আগেই বলেছি যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও তার আদর্শকে ছোট করার দৃষ্টি নিয়ে তিনি এই পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতানুশীলন থেকে নিবৃত্ত হবার কথা বলেন নি, বলেছেন নবজন্মের সার্থকতাকে সমাদর করার জন্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

> ''তবে প্রশ্ন ওঠে, অজন্তা থেকে, তাজমহল থেকে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকে আমরা কি পাব? না, প্রেরণা– ইনস্পিরেশন। সুন্দরের একটা মস্ত কাজ এই প্রেরণা দেওয়া। কিসের? না নবসৃষ্টির?''[১৪]

এই নবসৃষ্টির রূপায়ণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বদা সচেতন। পুরাতনের পাশে নূতন, আবার নূতন হবে পুরাতন এবং সেই নূতন-পুরাতনের প্রেরণাই আনবে আরো নূতন সৃষ্টির আকুলতা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন–

> ''আমিও এই কথাই ব'লে আসছি বারবার যে, নবসৃষ্টির যত দোষ যত ত্রুটিই থাকুক না কেন– মুক্তি কেবল ঐ কাঁটাপথেই– বাঁধা– শড়ক গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়ে মোড়া হলেও সে পথ আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে শেষটায়ে চোরাগলিতেই। আমরা প্রত্যেকেই মুক্তিপন্থী, আর মুক্তি কেবল নবসৃষ্টির পথেই, গতানুগতিকতার নিষ্কলঙ্ক সাধনার পথে নৈব নৈব চ।''[১৫]

তাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মরমী ও একান্ত অনুরাগী হলেও তিনি বর্তমান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্লাসিক রূপ ও গতিকে বলেছেন সর্বাঙ্গসুন্দরতার পারফেকশন, কিন্তু অচল প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠা সৃষ্টির বুকে আনে না সচলতা, বরং আনে 'স্থিতির অচলায়তন'। হিন্দুস্থানী ভাষায় নবসৃষ্টি আনন্দে কবি বলছেন,

> ''হিন্দুস্থানী বীনাপাণি শবাসন– তাঁর এ' আসনকে চাই টলানো। নইলে কমলাসনারও হবে ঐ নির্জীবন আসনেরই দৃশ্য। সে মরমে বাংলা গানে দেখ, হিন্দুস্থানী সুরই তো পনেরো আনা। কাজেই কেমন ক'রে মানবো যে, বাংলাগানের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দা-কুমড়ো সম্পর্ক। বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সুরের শাশ্বত দীপ্তিই যে নবজন্ম পেয়েছে একথা ভুললে তো চলবে না। আমরা তো বিদ্রোহ করেছি সেই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে, গতানুগতিকার বিরুদ্ধে, তার আনন্দবোধের বিরুদ্ধে নয়-- কেননা আমাদের গানেও তো আমরা হিন্দুস্থানী গানের রাগ-রাগিণীদের প্রেরণাকেই মেনে নিয়েছি।... হিন্দুস্থানী সুরে তাই মিশেল আনতে আমাদের বাধবে কেন?''[১৬]

এরই জন্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একান্ত দরদী হয়েও রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী গানের অনুকরণে ও অনুসরণে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীদের সাহায্য নিয়ে রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন উচ্চাঙ্গ ধরনের বাংলা গান। রচনা করেছিলেন বাংলা ধ্রুবপদ খেয়াল প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে তাঁর আপন অনুভব হলো এ রকম–

> ''আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদগান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদগানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি– একদিকে তার বিপুলতা, গভীরতা আরেক দিকে আত্মদমন, সঙ্গতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।''[১৭]

সত্যই সাধক রবীন্দ্রনাথ কলাবতী-ধ্রুপদগানের মহত্ত্ব ও মাধুর্যকে প্রাণের অর্ঘ দিয়ে পুজো করেছিলেন, কেননা তাঁর গান-রচনার গোড়ার দিকে তিনি ধ্রুপদগানেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি স্বীকারও করেছেন–

''ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি।''[১৮]

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিচিত্র উৎসবের আয়োজন লেগে থাকত অনবরত, সে'সব উৎসব-অনুষ্ঠানে সময়োচিত গান রচনা করা হত এবং বেশীর ভাগ ধ্রুপদ ও ধামার গানই ছিল সে সকল উৎসবানুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। রসবিলাসী রবীন্দ্রনাথ ছোট ছেলেমেয়েদের দলে গলা মিলিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গাইতেন সেই সব উচ্চাঙ্গের গান। মোটকথা ধ্রুপদগান গাওয়া ছিল যেন তখনকার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির একটি স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার ও রীতি। বাংলাদেশের জলবায়ুতে দিল্লী গোয়ালিয়র থেকে আমদানি করা ধ্রুপদগান বেশ একটু বৈশিষ্ট্যের পরিবেশ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল ও পরে তার বিকাশক্ষেত্র বোধহয় বাংলাদেশেরই মর্যাদার গৌরব ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রসারিত হয়েছিল।

যেহেতু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তৎসময়ের ভারত বিখ্যাত শাস্ত্রীয় বিদগ্ধ পণ্ডিতদের জোড়াসাঁকো বাড়িতে আমন্ত্রণ করতেন, ফলে তৎসময়ের বহু গুণী শিল্পীদের খেয়াল গানের অনুসরণে কবিগুরু খেয়ালভাঙা গান সৃষ্টি করেছেন যা তাঁর সুর গভীরতা ও সুর চাতুর্যের নিদর্শন বহন করে। কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতো বিভিন্ন প্রকার তান, বোলতান, স্বর-বিস্তার ইত্যাদি আলঙ্কারিক বিষয়বস্তুগুলি তাঁর গানে প্রযোজ্য হয় না। কারণ কবিগুরুর গান সমৃদ্ধ ভাষা ও সুরালঙ্কারে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কঠোর অনুশাসন এবং বাধ্যবাধকতায় কবি ছিলেন পরাঙ্মুখ। তাই কবির সৃষ্টি রাগভিত্তিক বহু সঙ্গীতে রাগে বিবর্জিত স্বর প্রয়োগ, রাগের মূল ভাবটিকে সামান্যতম ক্ষুণ্ণ না করে তথা শ্রোতাকে সামান্যতম পীড়া না দিয়ে যেন নতুন একটি রসের আস্বাদনে আপ্লুত করেছে। কবির এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে আমরা তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যক্তিগত গভীরতার সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হই। রাগ সঙ্গীতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যে কতটা গভীর ছিল তাঁর নিজের লেখাতেই সুপরিস্ফুট–

''গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেই খানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে

ততই ভালো। হিন্দুস্থানী গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী শুধুমাত্র স্বর রূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে– সেই খানেই সংগীতের উৎকর্ষ।"[১৯]

হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি কবিগুরুর শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা তাঁর সৃষ্ট গান এবং রাগে স্বর প্রয়োগের একান্ত সাক্ষ্য বহন করে–

''জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী সংগীত জানি নে, বুঝিনে। আমার আদি যুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদবিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছে করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যাত করতে পারিনে, সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না।"[২০]

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নানা শাখার মধ্যে ধ্রুপদ গানই যে কবিকে সব থেকে বেশী প্রভাবান্বিত করেছিল এ বিষয়ে তিনি নিজেই উল্লেখ করে গেছেন। ধ্রুপদ গানের বিশেষত্ব তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন–

''অধিকাংশ ধ্রুপদ গানের বাক্যের ঠাস-বুনানির মধ্যে অলংকার বাহুল্য স্থান পায় না, শোভাও পায় না। এই স্বর সংযমে তার গৌরব বাড়িয়াছে ধ্রুপদের এই বিশেষত্ব।"[২১]

তাই তিনি একান্তভাবেই ধ্রুপদ গানের আরও ব্যাপক প্রচার কামনা করেছিলেন–

''এই ধ্রুপদ সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরো বহুকক্ষ বিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তি সীমার মধ্যে বহুচিত্র বৈচিত্র্য ঘটুক, তাহলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে।"

কবি আবার এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, ধ্রুপদ গান থেকে তিনি সঙ্গীত রচনার যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছেন। তাছাড়া ধ্রুপদ গানের আদর্শ রচিত হলে কাব্য সম্পদ পূর্ণ বাংলা গান যে আরও সমৃদ্ধ হবে সে সম্ভাবনার কথাও তিনি বলেছেন। বাংলা গানে কথা ও সুরের মিলনজাত উৎকর্ষের

কথা বলতে গিয়ে তিনি ধ্রুপদ গানের উল্লেখ করে বলেছেন–

> ''... এই মিলন সাধনে ধ্রুপদ পদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে,– আর অনিন্দ্যনীয় কাব্যমহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে।''[২২]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলোই প্রমাণ করে যে ধ্রুপদ গান তাঁকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই কারণেই দেখা যায় যে ধ্রুপদাঙ্গের গান রচনায় তাঁর একটা সহজ স্ফুর্তি ছিল। এই ধরনের অধিকাংশ গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের মতই চারটি তুকের (স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ) ব্যবহার করেছেন। তবে কোন কোন গানে চারটি তুকের পরিবর্তে কেবলমাত্র দুটি তুক অর্থাৎ স্থায়ী ও অন্তরা আছে। তালের দিক থেকেও ধ্রুপদাঙ্গের গানে তিনি প্রচলিত তালগুলিকেই ব্যবহার করেছেন, যেমন চৌতাল, সুরফাকতাল, আড়াচৌতাল, ঝাঁপতাল, তেওড়া ইত্যাদি।

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের সঙ্গে রাবীন্দ্রিক ধ্রুপদের পার্থক্য এই যে তিনি অলংকার বাহুল্য সযতনে পরিহার করেছেন। তাই তাঁর ধ্রুপদাঙ্গের গানে মীড়, গমক ইত্যাদি থাকলেও তার আধিক্য নেই। তাছাড়া হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানে দুগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি প্রকার আর্টের কাজ করা হয়ে থাকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই প্রকার আর্টের কাজ একেবারেই বর্জন করেছেন এই কারণে যে এই জাতীয় ক্রিয়াকৌশল গানের ভাব ও সংহতিকে বিনষ্ট করে। তিনি তাই বলেছেন–

> ''যথার্থ আর্টের সহজ প্রাণ আছে বলেই তার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে, কিন্তু যেহেতু কারুনৈপুণ্যটা অলংকার, যেহেতু তাতে প্রাণের ধর্ম নেই, তাই তাকে প্রবল হতে দিলেই আভরণ হয়ে ওঠে শৃঙ্খল, তখন সে আর্টের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বন্ধ করে দেয়, তার গতি রোধ করে।''[২৩]

গানে আর্টের কাজ অর্থাৎ দুগুণ চৌগুণ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি–

> ''যাঁরা পালোয়ান প্রকৃতির লোক, সংগীতে তারা চৌগুণ বেগ দেখে পুলকিত হয়ে উঠে। কিন্তু, পদ্মবনের অঙ্গদোলায় যারা বীণাপাণির মাধুর্যে মুগ্ধ, ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে তার মোটর রথযাত্রার প্রস্তাবে তাদের মন হায় হায় করতে থাকে।''[২৪]

আবার বলেছেন–

> ''সংগীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে, ভাব প্রকাশের স্থান, যতখানিতে ভাব প্রকাশের সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত, যাহা কিছু কৌশল প্রকাশ করে তাহা সংগীত নহে তাহার অন্য নাম।''[২৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত রচনার আদিপর্বে যে সকল গান রচনা করে গিয়েছেন, সেগুলির অধিকাংশের মধ্যেই হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতপদ্ধতির (বিশেষ করে রাগ-রাগিণী তাল-লয়ের) পূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়কদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁদের প্রভাব ইত্যাদি, ঐতিহাসিক তথ্য ও তার আলোচনা আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিভিন্ন গ্রন্থে।

এই সকল গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিখ্যাত ধ্রুপদ ধামার খেয়াল ঠুংরী ও টপ্পা গান 'ভেঙে' তাঁর বহু গান রচনা করে গিয়েছেন, এবং সেই কারণে ঐ গুলোকে বলা হয় 'হিন্দিভাঙা' রবীন্দ্রসঙ্গীত। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি গানে তিনি মূল গানের সুর তাল লয় হুবহু রক্ষা করে গিয়েছেন। এমনকি তাঁর কোনো কোনো গানে তিনি মূল গানের গোড়ার কথাগুলো পর্যন্ত রক্ষা করেছেন। আবার কোনো কোনো গান শুনলে বেশ বোঝা যায়, মূল গান থেকে তিনি ইচ্ছা করেই বিচ্যুত হয়েছেন– কথা ও সুর উভয় দিক থেকেই।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় গানগুলির গায়নপদ্ধতির আদর্শ সম্পর্কে কতকগুলি ব্যবহারিক দিক দিয়ে আলোচনা করাই বর্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল এই বিশেষ ধরনের রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলো গাইবার সময় কী মূলগানের গায়নপদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করে চলব? এ নিয়ে মতভেদ দেখা যায় বিস্তর।

কেউ কেউ বলেন, এই গানগুলো একটি বিশেষ সঙ্গীত পদ্ধতির অনুসরণে রচিত, সুতরাং সেই পদ্ধতির নির্দেশগুলি যথাসম্ভব পালন করাই কর্তব্য। অর্থাৎ, স্বাধীনভাবে সুরের আলাপ বিস্তার দূণ ত্রিদূন চৌদূন বাঁট তান বোলতান প্রভৃতি যে গানে যা প্রচলিত তা করা উচিত।

বিপরীত দলের মত হল, রবীন্দ্রনাথের গান কাব্যধর্মী সঙ্গীতের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর কাব্যাংশ এতই গভীর ও মর্মস্পর্শী যে সেখানে বাণীর গুরুত্ব বজায় রাখতেই হবে। হোক না 'হিন্দিভাঙা', রবীন্দ্রসঙ্গীত তো বটে। কথার অংশের উচ্চারণের কোনোরকম বিঘ্ন বা সামান্যতম

বিকৃতি ঘটে এমন কোনো জিনিস চলবে না। তাছাড়া, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার তো একটা নিজস্ব স্বতন্ত্রপদ্ধতি বা আদর্শ আছে। সেই আদর্শ বা পদ্ধতি অনুসারে কবির হিন্দিভাঙা গানগুলি গেয়। একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি গ্রহণ করে, ও তার বাহুল্যের দিকটা বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পর্যায়ের গান রচনা করেছেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন–

> "... হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্য, ওস্তাদী করবার জন্য নয়।"[২৬]

এই কথাটা কবি তাঁর 'হিন্দিভাঙা' গান রচনার মধ্য দিয়ে যথার্থই কার্যে পরিণত করে গিয়েছেন।

তাঁর 'হিন্দিভাঙা' গানগুলি স্বাধীনভাবে তান বোলতান বিস্তার সহকারে গাইবার নির্দেশ তিনি কোনোদিন কাউকে দিয়েছিলেন কিনা তা বলা শক্ত; এবং তিনি নিজেও কোনোদিন এইভাবে গানগুলি গেয়েছেন বলেও জানা যায় না।

কবির জীবদ্দশায় তৎকালীন গুটিকয়েক 'ওস্তাদীভাবাপন্ন' গুণীজন তাঁর সামনেই উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর গান গাইবার সময় অল্প-স্বল্প আলাপ বিস্তারের ব্যবহার করতেন। তাতে বাহ্যিক ভাবে হয় তো তিনি কখনো আপত্তি প্রকাশ করতেন না। শোনা যায় হিন্দিভাঙা গান সম্পর্কে গায়কের সুরুচি অনুসারে সংযত ও সংক্ষিপ্ত আলাপ বা বিস্তার তিনি কোনো কোনো সময় অনুমোদনও করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে এইসব বাহাদুরি তিনি কখনোই সমর্থন করেন নি। তিনি ভালোভাবেই অনুভব করতেন যে এতে তাঁর গানগুলির ও তাঁর সঙ্গীতপদ্ধতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হবে। সুতরাং তখনকার দিনে তাঁরই তত্ত্বাবধানে যেসব ছোটখাটো তানকর্তব পরীক্ষামূলকভাবে প্রচলিত ছিল, সেগুলি আজকের দিনে চালু করতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার অপব্যবহার হবার আশঙ্কা থেকে যাবে, এবং তার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়কীর বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে না।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের যে কোনো গান গাইলে তা যেন 'রবীন্দ্রসংগীত' বলে চেনা যায়– এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রেখে তাঁর হিন্দিভাঙা গানগুলো গাওয়া উচিত; এবং তানকর্তবের বাহাদুরি এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এছাড়া আর একটি কথা হল এই যে, রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো পর্যায়ের গান রচনানৈপুণ্যে, কথাসুরের সমন্বয়ে, কাব্যমাধুর্যে ও ভাবগভীরতায় এতই সমৃদ্ধ ও এতই 'সম্পূর্ণ' যে এর মধ্যে আলাপ

বিস্তার ও তানকর্তবের অবতারণা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও নিছক বাহুল্য বলেই মনে হয়।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আমরা গায়ককে বলে 'অমুক রাগে (যথা বেহাগ) খেয়াল শোনান তো।' সেখানে গায়ক কোন গানটি গাইবেন সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় আমরা বলি– 'মহারাজ এ কি সাজে এলে' গানটি গাও তো। একথা বলি না– বেহাগে একটা সাদ্‌রা গাও তো। কারণ রবীন্দ্রসংগীতের বিচারে 'মহারাজ' গানটির সামগ্রিক সঙ্গীতরূপটি বা সত্ত্বাটি 'বেহাগ-সাদ্‌রা' আখ্যার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

।। তিন।।

প্রাচীন হিন্দী-ধ্রুপদ (ধ্রুপদ) ও ধামার গানের অনুকরণ করে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন এবং তাতে করে বাংলাভাষী শ্রোতা ও শিল্পীদের কাছে ধ্রুপদগানের ভাষাগত অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করার পথকে যে শুধু তিনি সুগম ও সচল করেছিলেন তা নয়, বরং বিশুদ্ধ ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগী-রচনায় বা কাব্যলোকে এক অভিনব রসানুভূতির ধারাকে সঞ্জীবিত করেছিলেন। গানের কথার সঙ্গে সুরের পারস্পরিক একটা মিতালী বা হর-পার্বতীর সম্বন্ধ অবশ্যই থাকে, সুতরাং শ্রোতা ও শিল্পী দুজনেরই উচিত সেই সম্বন্ধকে জানা ও বুঝা, তবেই সঙ্গীতের বিকাশ ও রূপায়ণ হয় সার্থক ও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কথা ও সুর এই দুটি সঙ্গীত বিহঙ্গের যেন দুইটি পাখা। পাখা-দুটির সাহায্যেই সঙ্গীতের গতি হয় উচ্ছ্বল, নচেৎ একটির অভাবে অপর খাখা শুধু নয়,– সঙ্গীত-বিহঙ্গই হয় পঙ্গু। হিন্দীগানের বাণী রচনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে দৈন্যের নিদর্শন, রচনা যেন কাব্য-সরস্বতীর দিবা-আশীর্বাদ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে। সৌন্দর্যসেবী রবীন্দ্রনাথ সেখানে নূতন দিকদর্শন। কথার বা রচনার সৈন্যকে করেছেন তিনি ছন্দসম্ভার দিয়ে ঐশ্বর্যময়, তাতে করে বাংলাভাষার মান বা মূল্য ও মহিমা হয়েছে চিরসমুন্নত ও উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ ও ধামারের ঘরোয়ানা (Style) ছিল বিষ্ণুপুরধারার অনুবর্তী। বিষ্ণুপুর-ঘরোয়ানা বা ঘরানায় সঙ্গীতের একটি নিজস্ব ঢঙ্ ও একটি নিজস্ব গতি ছিল এবং এখনও আছে। রাগে ও রাগের বিকাশভঙ্গিতে এ'ধারা একটু পৃথক ও বিশিষ্ট ভাবসম্পন্ন, যদিও তার সৃষ্টির উৎস পশ্চিমী ঘরানার সঙ্গীত। রাগ ও তালের সমাবেশ নিয়ে অসংখ্য গান রূপায়িত হয়েছে বাংলার

বিভিন্ন শিল্পী ও কবির লেখনীতে। এখনও সেই রচনার ধারা ও রীতি রয়েছে অব্যাহত। কিন্তু একই গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে বিচিত্রভাবে প্রকাশ পায়। গানে সুরযোজনায় হয়েছে বিচিত্রতার সৃষ্টি, তালও করেছে সেই বিচিত্রতাকে অনুসরণ। কাজেই সুর তথা রাগ এবং তালের প্রকাশভঙ্গির বিচিত্রতায় সকল শ্রেণির সঙ্গীতে হয়েছে ঘরোয়ানা বা ঘরানার সৃষ্টি।

বিভিন্ন স্থানের ও শিল্পীর বিভিন্ন রীতির মধ্যে পার্থক্যই ঘরানা সৃষ্টি পেছনে প্রধান কারণ। গানের ক্ষেত্রে গুরু ও শিষ্য পরম্পরা ধারার স্থান ছিল, এখনও আছে, আর তাই থেকে জন্ম নেয় নিজস্ব ঘরানা বা গানের প্রকাশ বৈশিষ্ট্য বা স্টাইল। পূর্ব ও পশ্চিম সীমানায় উপনীত হয়ে একই দরবারী-শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হল প্রধান দুইটি ভাগ। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবেশ ও জলবায়ু গানের বিকাশে নিয়ে এলো কিছু কিছু ভিন্নতা বা পার্থক্য। বাংলাদেশেও এলো– পশ্চিমদেশীয় কয়েকজন গুণী এবং তাঁরা ছড়িয়ে পড়লেন বিষ্ণুপুরে, কৃষ্ণনগরে, কলকাতায়, হুগলীতে, শ্রীরামপুরে, মুর্শিদাবাদে ও পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এবং আসামে। পশ্চিমী-সঙ্গীতের ধারা বাংলার মাটিতে পেলো নূতন এক রূপ ও জীবন। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, গদাধর চক্রবর্তী, শ্যামচাঁদ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যদু ভট্ট, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সঙ্গীতগুণীদের নাম বাংলার সমাজে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি গুণীরা দরবারীগানের আসর জমাতেন, আর রবীন্দ্রনাথের হৃদয়তন্ত্রীতে তাঁদেরই গানের অনুরণন বেজে উঠতো আনন্দের উচ্ছ্বাস ও ভাবের তরঙ্গমালা সৃষ্টি করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও একথা স্বাকীর করেছেন অকপটে।

গান-রচনার গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের কবিমন ধ্রুপদ ও ধামারের দিকেই একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তারি জন্য দরবারী-হিন্দীগানের অনুকরণ করে এবং স্বাধীনভাবেও কাব্যসুষমামণ্ডিত অসংখ্য বাংলা ধ্রুপদ ও ধামার গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ধীরে ধীরে। অবশ্য ধ্রুপদ বলতে সাধারণভাবে আমরা যেমন চৌতাল, সুরফাঁকতাল, তেওরা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি সম ও বিষম তালের গানগুলিকে মনে করি, রবীন্দ্রনাথও সেই ধারনায় অনুসরণ করেছিলেন, যদিও ধ্রুপদগান বলতে একমাত্র চৌতালের গানকেই গ্রহণ করা সমীচীন। বাকী তালের গানগুলি পাখোয়াজের সঙ্গে গাওয়া হোত বা হয় বলে তারাও ক্রমশঃ ধ্রুপদগানগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

পূর্বেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ গানের সকল কিছু বিষয় বিষ্ণুপুরী-গায়কী পদ্ধতী থেকে গ্রহণ

করেছেন। বাংলা ধ্রুপদ ও ধামার-গানের রচনার বেলায় রবীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছেন সুরে ও সজ্জায় সোজাসুজিভাবে বাংলাদেশেরই বৈশিষ্ট্য। তাই বসন্তরাগে দিয়েছেন তিনি শুদ্ধধৈবতের সমাবেশ ভৈরবের অবরোহণে দিয়েছেন কোমল-নিষাদের মৃদুস্পর্শ, রামকেলীতে বর্জন করেছেন তীব্র-মধ্যমের স্পর্শ, পূরবীকে প্রকাশ করেছেন শুদ্ধ-ধৈবত ও কোমল ঋষভের মাধ্যমে, বেহাগের করুণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন বিহঙ্গড়া বা বেহাগড়ার কোমল-নিষাদ দিয়ে। ভাব ও রসের অনুভূতিই অবশ্য চাক্ষুষ ও নিবিড় হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সকল রকম গানে ও বিভেদে। সারল্যের ভিতর দিয়ে গাম্ভীর্যের অনুভূতিই হয়েছে তাঁর গানের বরং প্রধান বিষয় ও উদ্দেশ্য। ধ্রুপদ ও ধামার গান রচনা করেছেন তিনি অনেকাংশে ক্লাসিক্যালের গায়কীপদ্ধতি ও কাঠামোকে বজায় রেখে বটে, কিন্তু অলংকারের জাঁকজমক ও বাঁটের আতিশয্য, আলাপের বাহুল্য ও ব্যাকরণের বাঁধা ধরা শাসন সেইসব গানের মধ্যে বরং বর্জিত হয়েছে। অ্যারিস্ট্রোক্রেটিক আদবকায়দার পরিবর্তে মানুষের অন্তরে সহজে ও সোজাসুজিভাবে সাড়া আনার জন্যই রবীন্দ্রনাথের গান গ্রহণ করেছে যেন দায়িত্ব। তাতে করে তাঁর ধ্রুপদ ও ধামার গানে সত্যকারের গতিরুচ্ছলতা, সরলতা ও গাম্ভীর্য থেকেছে অক্ষত শরীরে বজায়, অথচ পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হয়নি অচলায়তনকে সৃষ্টি করে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ধামার (বা ধামার) নামে যে শ্রেণির গান প্রচলিত আছে তার গায়কীর রূপটি মোটামুটি ধ্রুবপদ্ধতিরই অনুসরণে নির্দিষ্ট, তবে গানের বিষয়বস্তু ও গাম্ভীর্যের দিক থেকে ধামার ধ্রুপদ অপেক্ষা কিছুটা 'লঘু'– যদিও অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ধামার তালেই গাওয়া হয় এই সঙ্গীত। ধ্রুপদের নিয়ম-শৃঙ্খলার কঠোর বন্ধন থেকে ধামার যেন কিছুটা মুক্তি পেয়েছে। বোলতান, সরগম প্রভৃতির ব্যবহার হয়ে থাকে প্রায়ই যা ধ্রুপদে নিষিদ্ধ। মৃদঙ্গ ও তবলা দুই-ই ব্যবহৃত হয়। ধামার গানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বসন্ত ঋতুর ও হোলির বর্ণনা পাওয়া যায়, সেই জন্য অনেক সময় ধামারকে 'হোরী' ও বলা হয়। 'ঠুংরী'র মধ্যেও 'হোরী' নামে এক প্রকার গান পাওয়া যায়, কিন্তু তার গায়নপদ্ধতি ঠুংরীর অনুসরণে নির্দিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ 'সেনী ঘরানা'র বেশ কয়েকটি বিখ্যাত ধামার গানের সুর তাল ও গায়কী অবলম্বন করে (আমরা যাকে বলছি ভেঙে) গান রচনা করেছেন। সেগুলির গায়নপদ্ধতির মধ্যেও উপরোক্ত রবীন্দ্র-ধ্রুপদের আদর্শ বা নির্দেশ মেনে চলা হয়, বাঁট দূন ইত্যাদি লয়ের কায়দা একেবারেই করা হয় না। ধামার তালটির ছন্দ স্বভাবতই অত্যন্ত জটিল; সেই কারণে এগুলি করতে গেলে গানের কথার

উচ্চারণ ও সুর উভয়েরই কিঞ্চিত পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটে।

খেয়াল ভেঙে রবীন্দ্রনাথ যে সকল গান রচনা করেছেন সেগুলির গায়কী সম্পর্কে প্রধান সমস্যা হল– তান-বোলতান ব্যবহার করা হবে কিনা এই নিয়ে। পূর্ববর্তী আলোচনার যুক্তি অনুসরণ করে একথা জোর করেই বলা চলে যে রবীন্দ্র-ধ্রুপদে সংযত ভাবে একটি দুটি দূন যদিও বা করা চলতে পারে– খেয়াল-ভাঙা রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি গাইবার সময় 'আ' স্বরবর্ণের সাহায্য 'স্বাধীন' তান বা কথার অংশগুলিকে নিয়ে বোলতান– এগুলি কোনোমতেই অনুমোদনযোগ্য নয়। এগুলি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার এবং তার গায়কীর আদর্শ বিরুদ্ধ কাজ।

এই খেয়াল ভাঙা গানগুলির কথার অংশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র স্থায়ী ও অন্তরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার ফলে এদের দৈর্ঘ্য কম। অর্থাৎ গানগুলি খুব ছোটো ছোটো। গান শুরু করে গান শেষ করতে খুবই কম সময় লাগে। বোধ করি, সেই কারণেই স্থায়ী অন্তরা গাইবার পর তানকর্তব করবার একটা প্রলোভন জাগে– বিশেষ করে যাঁরা হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় পদ্ধতির সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাঁদের কাছে। কিন্তু এই লোভ সম্বরণ করা উচিত রবীন্দ্রগায়কীর আদর্শের খাতিরে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে টপ্পা অঙ্গের গানের একটি স্থায়ী আসন আছে এবং এর জনকত্বের সম্মান দেওয়া হয় গোলাম নবী শা শোরী মিঞাকে। কিন্তু বাংলাদেশেও টপ্পা গানের বহুল প্রচলন হয় এবং ক্রমে ক্রমে এর একটা নিজস্ব ধারা গড়ে ওঠে এবং রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুকেই এই টপ্পা গানের স্রষ্টা বলা হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে হিন্দুস্থানী টপ্পার সঙ্গে সঙ্গে নিধুবাবুর টপ্পা গানেরও বেশ কদর ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবে রবীন্দ্রনাথ টপ্পা গানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তবে হিন্দুস্থানী টপ্পা এবং রাবীন্দ্রিক টপ্পায় পার্থক্য আছে। হিন্দুস্থানী টপ্পায় বোলতানের প্রাধান্য, রাবীন্দ্রিক টপ্পায় বোলতানের ব্যবহার নেই। কিছু কিছু গান অবশ্য তিনি হিন্দুস্থানী গানের অনুসরণ করেছেন, কিন্তু সেখানেও পরিবেশন রীতি, রচনাভঙ্গী অলংকরণ ইত্যাদির দিক থেকে রাবীন্দ্রিক টপ্পার স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ্য।

শোরীমিঞা ও বাংলাদেশের নিধুবাবু প্রবর্তিত টপ্পা সঙ্গীত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং তাঁদের রচিত বিখ্যাত টপ্পা গান অবলম্বন করে (বা ভেঙে) রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকখানি গান রচনা করেছিলেন সেগুলো, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দিভাঙা' টপ্পাগানগুলি। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ 'টপ্পাঙ্গ' গান আরও কিছু রচনা করেছেন, তবে সেগুলোর মধ্যে তাঁর নিজস্ব বা স্বকীয় গায়কী বৈশিষ্ট্যই (আমরা যাকে বলি রাবীন্দ্রিক ঢং) প্রাধান্য পেয়েছে। 'হিন্দিভাঙা' টপ্পা গানগুলির মধ্যে স্বভাবত হিন্দুস্থানী পদ্ধতির

প্রভাব বর্তমান থাকা সত্ত্বেও রাবীন্দ্রিক স্বকীয়তা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা যায়। এই গানগুলো কোনো তালে না বেঁধে আলাপের ঢং এ নির্দিষ্ট সুরে গেয়ে যাওয়া হয়। এখানে গানের বাণীর উচ্চারণ ও তার ভাবের অভিব্যক্তির দিকটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তালে বাঁধা না থাকলেও গানের সুরের গঠন ও কথা– উচ্চারণের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা মোটামুটি নির্দিষ্ট। গানগুলি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ নিজে যেভাবে কণ্ঠে রূপদান করতেন, সেই ধারা অবলম্বন করেই এই গানগুলির গায়নপদ্ধতি নির্ধারিত হয়ে এসেছে। উপরন্তু কতিপয় মূলগান ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল তথা টপ্পা গানের আধারে রবীন্দ্রসৃষ্ট গানের তালিকা প্রদত্ত হল–

রবীন্দ্র সঙ্গীত		**মূলগান**		**রাগ**		তাল
১) অন্তরে জাগিছ	–	কোন যোগী ভয়ো	–	বেহাগ	–	ঝাঁপতাল
২) অমৃতের সাগরে	–	খৈঁ তো ন জাঁউ	–	কামোদ	–	ধামার
৩) অশ্রুভরা বেদনা	–	তন মমধন ভূয় পরবারে	–	মিশ্র কাফি	–	ত্রিতাল
৪) অসীম আকাশে অগণ্য	–	সকল গুণ প্রকাশ	–	মারুকেদারা	–	চৌতাল
৫) অসীম কালসাগরে	–	সারদা বিদ্যাদেনী	–	ভৈরবী	–	ঝাঁপতাল
৬) অহো! আস্পর্ধা একি	–	দারা দ্রিম্ তানা না	–	বেহাগ	–	ত্রিতাল
৭) আইল আজি প্রাণসখা	–	খোল অব খুঁঘট পট	–	কেদারা	–	আড়াঠেকা
৮) আইল শান্তসন্ধ্যা	–	ভাওয়েরে ভস্ম	–	শ্রীরাগ	–	চৌতাল
৯) আঁখিজল মুছাইলে	–	জিন ছুঁয়ো মোরে	–	রামকেলী	–	ত্রিতাল
১০) আছ অন্তরে চিরদিন	–	কৈসে অব ধরো ধীর	–	কাফি	–	চৌতাল
১১) আজ বুঝি আইল	–	ফুল রহি কলিয়াঁ মধুবন	–	সাহানা	–	ত্রিতাল
১২) আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা	–	বহুর বজাও বংশী	–	পূরবী	–	তেওরা
১৩) আজি কমলমুকুল দল	–	মন্‌কী কমলদল	–	মিশ্রবাহার	–	ত্রিতাল
১৪) আজি নাহি নাহি নিদ্রা	–		–	মিশ্রসিন্ধু	–	ত্রিতাল
১৫) আজি বহিছে বসন্তপবন	–	আজু বহত সুগন্ধপবন	–	বাহার	–	তেওরা
১৬) আজি মম জীবনে	–	অব মোরি পায়েলা বাজনু	–	আড়ানা	–	ত্রিতাল
১৭) আজি মম মন চাহে	–	ফুলি বন ঘনমোর	–	বাহার	–	চৌতাল
১৮) আজি মোর দ্বারে	–	হো হো মোরে দ্বার	–	দেশ	–	পঞ্চম সাওয়ারি
১৯) আজি রাজ আসনে	–	প্যারি তেরে পায়ন পকরুঁ	–	বেহাগ	–	ধামার

২০) আজি শুভদিনে	–	পূর্ণ চন্দ্রাননে (কানাড়ী)	–	খাম্বাজ	–	তাল-ফেরতা
২১) আজি হেরি সংসার	–	এরি পরমেশ্বর	–	বেলাবেলী	–	চৌতাল
২২) আনন্দ তুমি স্বামী	–	ওঙ্কার মহাদেব	–	ভৈরবী	–	সুরফাঁকতাল
২৩) আনন্দধারা বহিছে ভুবনে	–	লাগি মোরে ঠুমক	–	মালকোষ	–	ত্রিতাল
২৪) আনন্দ রয়েছে জাগি	–	আজু রচো করতার	–	হাম্বীর	–	চৌতাল
২৫) আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে (মহীশূরী)	–	কয়ৌ শ্রীগৌরী	–	ভজন	–	একতালা
২৬) আমারে করো জীবন দান	–	ইয়া জগ ঝুট	–	শঙ্করা	–	চৌতাল
২৭) আমি দীন অতি দীন	–		–	রামকেলি	–	ঝাঁপতাল
২৮) আয় লো সজনি সবে	–	আজু মোরন বন	–	মল্লার	–	কাওয়ালি
২৯) উঠি চলো, সুদিন আইল	–	উঠি চলে সুদিন নাচত	–	কেদারা	–	সুরফাক্তা
৩০) এ কী অন্ধকার এ ভারত	–	(গুজরাটি)	–	ভজন	–	একতালা
৩১) এ কী এ সুন্দর শোভা	–	বাজুরে মন্দর বাজু	–	ইমন ভূপালি	–	ত্রিতাল
৩২) এ কী করুণা করুণাময়	–	নইরে মা বরণ	–	বাহার	–	আড়াঠেকা
৩৩) এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ	–	(মহীশূরী)				
৩৪) এ কী হরষ হেরি কাননে	–	মন্‌কী কমলদল খোলিয়াঁ	–	বাহার	–	ত্রিতাল
৩৫) এ পরবাসে রবে কে হায়	–	ও মিঞা বেজনুওয়ালে	–	সিন্ধু	–	মধ্যমান
৩৬) এ ভারতে রাখো	–	য়ে বতিয়াঁ মেরে	–	সুরট	–	চৌতাল
৩৭) এ মোহ আবরণ	–	খুঁঘট পট খোলি	–	ইমন	–	আড়াঠেকা
৩৮) এ হরি সুন্দর	–	এ হরি সুন্দর (পাঞ্জাবী)	–	আরতি গান	–	কার্ফা
৩৯) এই বেলা সবে মিলে	–	চতুরঙ্গ রস সন	–	ইমন কল্যাণ	–	ত্রিতাল (দ্রুত)
৪০) এই যে হেরি গো দেবী	–	মন্‌কী কমলদল খোলিয়াঁ	–	বাহার	–	ত্রিতাল
৪১) এখনো তারে চোখে	–	পায়েলিয়া মোরে বাজে	–	ইমন	–	কাওয়ালি
৪২) এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল	–	আজু ব্রজমেঁ সেঁইয়া	–	বাহার	–	ধামার
৪৩) এসেছে সকলে কত	–	বুঁদ পবন পুরবাই	–	হাম্বীর	–	চৌতাল
৪৪) এসো শরতের অমল	–	বাজে ঝনন ঝনন বাজে	–	জৌনপুরী	–	ত্রিতাল
৪৫) এসো শ্যামল সুন্দর	–	সেতারের গৎ	–	দেশ	–	ত্রিতাল
৪৬) এসো হে গৃহদেবতা	–					
৪৭) ও কী কথা বল সখি	–		–	দেশ খাম্বাজ	–	ত্রিতাল
৪৮) ও কেন ভালোবাসা	–	কৌন পরদেশ	–	পিলু	–	খেমটা
৪৯) ওই পোহাইল তিমির	–	তোম্ তানা নানা নানা	–	আলইয়া	–	ত্রিতাল

৫০) ওগো, দেখি আঁখি তুলে	–	গর্‌য়ার্ নহো সাকি	–	মিশ্রসুরট	–	দাদ্‌রা
৫১) ওঠো ওঠো রে বিফলে	–		–	বিভাস	–	চৌতাল
৫২) ওরে ভাই, ফাগুন	–	এরিমা সব বন অমুয়া	–	পরজ-বাহার	–	ত্রিতাল
৫৩) কাছে তার যাই যদি	–		–	জয়জয়ন্তী	–	কাহারবা
৫৪) কামনা করি একান্তে	–	প্রথম কর শিঙ্গার	–	দেশকার	–	চৌতাল
৫৫) কার বাঁশি নিশিভোরে	–	মোরে কান ভনকবা	–	গান্ধারী	–	ত্রিতাল
৫৬) কার মিলন চাও বিরহী	–	তনু মিলন দে পরবর	–	শ্রীরাগ	–	তেওরা
৫৭) কী করিলি মোহের	–	অবদিন থোড়ি রহি	–	ভজন	–	ঠুংরী
৫৮) কী ধ্বনি বাজে	–	এ ধনি ধনি চরণ পরসত	–	পূরবী	–	আড়াঠেকা
৫৯) কী ভয় অভয়ধামে	–	নিভর ভর নিমাই	–	বেহাগ	–	ঝাঁপতাল
৬০) কে বসিলে আজি	–	বে পরিয়া তাঁভে	–	সিন্ধু	–	মধ্যমান
৬১) কে রে ওই ডাকিছে	–	ডফ বাজত মোহন	–	আলাইয়া	–	ধামার
৬২) কেমনে ফিরিয়া যাও	–	বাবরে কি সঙ্গসাথ	–	ভৈরবী	–	চৌতাল
৬৩) কোথা আছ প্রভু	–	(গুজরাটী)	–	ভজন	–	একতালা
৬৪) কোথা ছিলি সজনি লো	–		–	ভৈরবী	–	ত্রিতাল
৬৫) কোথা যে উধাও হল	–	বোল রে পাপিয়ারা	–	মিঞামল্লার	–	ত্রিতাল
৬৬) কোথা হতে বাজে	–	বাজ রহী সখিয়ারে	–	সুরট	–	ত্রিতাল
৬৭) খেলার সাথি বিদায়দ্বার	–	মহারাজ কেবড়িয়া	–		–	
৬৮) গগনের থালে রবিচন্দ্র	–	গগনোমে থাল (পাঞ্জাবী)	–		–	
৬৯) গহন ঘন ছাইল	–	ইন্দ্রহুঁকী অসবারী	–	গৌড়মল্লার	–	চৌতাল
৭০) গহন ঘন বনে	–	সঘন ঘন বঙ্ক	–	হাম্বীর	–	চৌতাল
৭১) ঘোরা রজনী এ	–	বাজে ঝননন মোরে পায়েলিয়া	–	কানাড়া	–	ত্রিতাল
৭২) চরণ ধ্বনি শুনি	–	মুরলী ধুনি শুনি	–	সিন্ধু	–	ঝাঁপতাল
৭৩) চরাচর সকলি মিছে	–	দারা দ্রিম্ তানা না	–	বেহাগ	–	ত্রিতাল
৭৪) চিরদিবস নব মাধুরী	–	নব ভবন নব রাঘব	–	নট্‌মল্লার	–	চৌতাল
৭৫) চিরবন্ধু চিরনির্ভর	–		–		–	
৭৬) চিরসখা, ছেড়ো না	–		–		–	
৭৭) জগতে তুমি রাজা	–	অচল বিরাজ	–	কানাড়া	–	চৌতাল
৭৮) জননী, তোমার করুণ	–		–	মিশ্র গুণকেলী	–	নবপঞ্চতাল
৭৯) জয় তব বিচিত্র আনন্দ	–	জয় প্রবল বেগবতী	–	বৃন্দাবনীসারঙ্গ	–	তেওরা
৮০) জয় রাজরাশ্বের	–		–	ভূপালী	–	তালফেরতা
৮১) জর জর প্রাণে নাথ	–	অব তেরি বাঁকি বাঁকি চিত	–	সিন্ধুড়া	–	ত্রিতাল
৮২) জাগ' জাগ' রে জাগ'	–	প্রথম পরবর দিগারহি	–	তিলককামোদ	–	তেওরা

৮৩) জাগে নাথ জোছনা	–	আজু রঙ্গ খেলত হোরি	–	বেহাগ	–	ধামার
৮৪) জাগ্রত বিশ্ব কোলাহল	–	উঁচি চিত বন	–	বিভাস	–	চৌতাল
৮৫) ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে	–	দ্রষ্টব্য ঃ রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে	–	মল্লার	–	ত্রিতাল
৮৬) ডাকিছ কে তুমি	–	হাঁরে ডফ বাজন	–	খাম্বাজ	–	ধামার
৮৭) ডাকে বার বার ডাকে	–	মোহে কৈসে নিকি লাগি	–	কেদারা	–	ত্রিতাল
৮৮) ডাকো মোরে আজি	–	ক্যা করুঁণ ন মানেরি	–	পরজ	–	ত্রিতাল
৮৯) ডুবি অমৃতপাথারে	–		–	ললিত	–	চৌতাল
৯০) তব অমল পরশরস	–	তুয়া চরণ কমল'পর	–	আশাবরী	–	ত্রিতাল
৯১) তব প্রেমসুধারসে	–	কারি কারি কমরিয়া গুরজী	–	পরজ	–	ত্রিতাল
৯২) তবে কি ফিরিব	–		–	দেশীটোড়ী	–	ঢিমাতেতালা
৯৩) তাঁহার প্রেমে কে ডুবে	–		–	ভৈঁরো	–	একতালা
৯৪) তাঁহারে আরতি করে	–	জগজন ধ্যান ধরত	–	বড় হংস সারঙ্গ	–	চৌতাল
৯৫) তিমির বিভারবী কাটে	–	ক্যায়সে কাটোঙ্গি	–	বেহাগ	–	ত্রিতাল
৯৬) তিমিরময় নিবিড় নিশা	–	প্রবল দল মেঘ	–	মেঘ	–	ঝাঁপতাল
৯৭) তুমি আপনি জাগাও	–	জাগো মোহন প্যারে	–	ভৈঁরো	–	ত্রিতাল
৯৮) তুমি কিছু দিয়ে য়াও	–	কৈ কছু কহরে	–	খাম্বাজ	–	কাহারবা
৯৯) তুমি জাগিছ কে	–	তুম নয়ন মে	–	গোঁড়	–	চৌতাল
১০০) তোমা-লাগি, নাথ	–	তুম বিন রহো	–	পূরবী	–	চৌতাল
১০১) তোমা-হীন কাটে দিবস	–	তুম দিন কৈসে	–	বাগেশ্রী	–	আড়াঠেকা
১০২) তোমায় যতনে রাখিব	–		–	দেশ খাম্বাজ	–	ঝাঁপতাল
১০৩) তোমার দেখা পাব বলে	–	কর কঙ্গনওয়া	–	মল্লার	–	ত্রিতাল
১০৪) তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ	–	মেরে গিরিধর গোপাল	–	ভৈরবী	–	একতালা
১০৫) তোমারি গেহে পালিছ	–	আজ শ্যাম মোহলিয়ে	–	খাম্বাজ	–	একতালা
১০৬) তোমারি মধুর রূপে	–	তেরো হি নয়নবাণ	–	ঝিঁঝিট	–	চৌতাল
১০৭) দাও হে হৃদয় ভরে দাও	–	প্যালা মুঝে ভরি দেরে	–	রামকেলি	–	ত্রিতাল
১০৮) দাঁড়াও, মন, অনন্ত	–	এরি অব আনন্দ	–	ভামপলশ্রী	–	সুরফাক্তা
১০৯) দিন যায় রে দিন যায়	–	বেণিজা রয়ননদ	–	পিলু	–	মধ্যমান
১১০) দুখ দূর করিলে	–	বাজত বীণ প্রবীণ	–	রামকেলি	–	ঝাঁপতাল
১১১) দুঃখ রাতে হে নাথ	–	রঙ্গরাতি মাতিয়া	–	সরফর্দা	–	আড়াঠেকা
১১২) দুয়ারে বসে আছি	–	মৈতো ন জাঁউ	–	কামোদ	–	ধামার
১১৩) দেখা যদি দিলে	–	পিয়া বিন কৈসে	–	বেলাবলী	–	ত্রিতাল
১১৪) দেবাদিদেব মহাদেব	–	দেবন দেব মহাদেব	–	দেওগিরি	–	সুরফাঁকতালে
১১৫) নব আনন্দে জাগো	–	অধর ধরে বন বাঁশরী	–	টোড়ি	–	ত্রিতাল
১১৬) নব নব পল্লবরাজি	–	মনমথ তন দহে	–	বাহার	–	চৌতাল

১১৭) নমি নমি, ভারতী	–	(গুজরাটী)	–	প্রভাতী	–	ঝাঁপতাল
১১৮) নয়ান ভাসিল জলে	–	পপীহা বোলে লে রে	–	শ্যাম	–	একতালা
১১৯) নাথ হে, প্রেমপথে	–	বলমা রে চুনরিয়া	–	সুহাকানাড়া	–	ত্রিতাল
১২০) নিকটে দেখিব তোমারে	–	আনু আইল ভোর কি	–	রামকেলি	–	ত্রিতাল
১২১) নিত্য নব সত্য তব	–	জ্ঞান রঙ্গ ধ্যান রঙ্গ	–	শুক্লবিলাবল	–	ঝাঁপতাল
১২২) নিত্য সত্যে চিন্তন	–	কালী নাম চিন্তন	–	আড়ানা	–	ঝাঁপতাল
১২৩) নিবিড় অন্তরতর বসন্ত	–	সরস সুন্দর বর বসন্ত	–	বসন্ত	–	ঝাঁপতাল
১২৪) নিশিদিন চাহ রে	–	আজু মনভাবন যোগি আয়ে	–	যোগিয়া	–	আড়াঠেকা
১২৫) নিশিদিন মোর পরানে	–	উন সন জায় কাহোরি	–	গান্ধারী	–	ত্রিতাল
১২৬) নীলাঞ্জনছায়া	–	বৃন্দাবন লোলা (দক্ষিণী)				
১২৭) নূতন প্রাণ দাও	–	সোতান মদ মাত	–	নাচারীটোড়ি	–	ধামার
১২৮) পান্থ এখনো কেন	–	রঙ্গ যুগত সোঁ গাবে বজাবে	–	ললিত	–	সুরফাঁক্তা
১২৯) পিপাসা হায় নাহি	–	সঁইয়া জাঁউ-জাঁউ নাহি	–	ভৈরবী	–	ত্রিতাল
১৩০) পূর্ণ-আনন্দ	–	পূর্ণ ব্রহ্ম	–	কল্যাণ	–	চৌতাল
১৩১) পেয়েছি অভয়পদ	–	ইশ্বরী নাম জপ	–	ঋট্	–	ঝাঁপতাল
১৩২) পেয়েছি সন্ধান তব	–		–	গৌড়সারং	–	চৌতাল
১৩৩) প্রচণ্ড গর্জনে আসিল	–	প্রচণ্ড গর্জন সজল	–	ভূপালী	–	সুরফাক্তা
১৩৪) প্রথম আদি তব শক্তি	–	প্রথম আদ শিব শক্তি	–	সোহিনী	–	সুরফাঁকতাল
১৩৫) প্রভাতে বিমল আনন্দে	–	নাদনগর বসায়ে	–	গুর্জরীটোড়ি	–	চৌতাল
১৩৬) ফিরায়ো না মুখখানি	–	কহোন ঐসী বাত	–	হাম্বীর	–	ত্রিতাল
১৩৭) বড়ো আশা করে	–	সখি বা বা (কানাড়ী)	–	ঝিঁঝিট	–	কাওয়ালি
১৩৮) বন্ধু, রহো রহো সাথে	–	সঙ্গে চলা, দিয়া হাওয়ে	–	ভৈরবী	–	কার্ফা
১৩৯) বহে নিরন্তর অনন্ত	–	দুসহ দোখ-দুখ দলনী	–	নিশাসাগ	–	ঝাঁপতাল
১৪০) বাজাও তুমি কবি	–	আয়ে ঋতুপতি বসন্তরাজ	–	বাহার	–	সুরফাক্তা
১৪১) বাজে করুণ সুরে	–	নিতু চরণ মূলে (দক্ষিণী)	–		–	
১৪২) বাজে বাজে রম্যবীণা	–	বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ (পাঞ্জাবী)	–	ইমনকল্যাণ	–	তেওরা
১৪৩) বাণী তব ধায় অনন্ত	–	বেণী নিরখত ভুজঙ্গ	–	আড়ানা	–	চৌতাল
১৪৪) বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী	–	মীনাক্ষী মে মুদন (দক্ষিণী)	–		–	
১৪৫) বিদায় করেছ যারে	–	বাজে ঝননন মোরে পায়লিয়া	–	কানাড়া	–	ঝাঁপতাল
১৪৬) বিপুল তরঙ্গ রে	–	নাচত ত্রিভঙ্গ রে	–	ভীমপলশ্রী	–	তেওরা
১৪৭) বিমল আনন্দে জাগ	–	সো নহি মারেঙ্গে মোরি রে	–	গান্ধারী	–	ত্রিতাল
১৪৮) বিশ্ববীণারবে	–	নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস	–	শঙ্করাভরণ	–	তাল-ফেরতা
১৪৯) বিশ্বরাজালয়ে	–	তুলনীয় ঃ বিশ্ববীণারবে	–		–	

১৫০) বীণা বাজাও হে	–	বীণ বজায় রে	–	পূরবী	–	ধামার
১৫১) বুঝি ওই সুদূরে	–	নরমা কন্‌হইয়া	–		–	
১৫২) বেদনা কী ভাষায় রে	–	জ্ঞানমে পরমৈ (দক্ষিণী)	–		–	
১৫৩) বেঁধেছ প্রেমের পাশে	–	চাঁচর চিকুর আধো (বাংলা)	–	কাফি-কানাড়া	–	ঢিমাতেতালা
১৫৪) ব্যাকুল প্রাণ কোথা	–	ব্যাহন লিয়ে বন	–	ভূপালি	–	মধ্যমান
১৫৫) ভক্তহৃদি বিকাশ	–	শম্ভু হর মহেশ	–	ছায়ানট	–	সুরফাক্তা
১৫৬) ভবকোলাহল ছাড়িয়ে	–	কাহ্নন কর মোসে	–	দরবারী টোড়ি	–	ঢিমাতেতালা
১৫৭) ভাসিয়ে দে তরী	–		--	জয়জয়ন্তী	–	কাওয়ালি
১৫৮) মধুর রূপে বিরাজো	–	কৌনরূপ বনে হো	–	তিলককামোদ	–	ঝাঁপতাল
১৫৯) মন জাগো মঙ্গললোকে	–	জাগো মোহন প্যারে	–	ভৈরোঁ	–	ত্রিতাল
১৬০) মন জানে মনোমোহন	–	মন মানো	–	নট	–	চৌতাল
১৬১) মন প্রাণ কাড়িয়া লও	–	হস হস গরওয়া লগাবে	–	ভৈরবী	–	যৎ
১৬২) মন্দিরে মম কে	–	সুন্দর লাগোরী হৈ	–	আড়ানা	–	একতালা
১৬৩) মম অঙ্গনে স্বামী	–	আজু ব্রজমেঁ সেঁইয়া	–	বাহার	–	ধামার
১৬৪) মহাবিশ্বে মহাকাশে	–	মহাদেব মহেশ্বর	–	কল্যাণ	–	বিলম্বিত ত্রিতাল
১৬৫) মহারাজ একি সাজে	–	মেরে দুন্দ দল সাজে	–	বেহাগ	–	ঝাঁপতাল
১৬৬) মোর ভাবনারে	–	সেতারের গৎ	–	গৌড়মল্লার	–	ত্রিতাল
১৬৭) মোরে বারে বারে ফিরালে	–	মোরি নয়ি লগন লাগিরে	–	নটমল্লার	–	একতালা
১৬৮) যদি এ আমার	–	বিন নহী দেখেঁ	–	কাফি	–	ঝাঁপতাল
১৬৯) যাও রে অনন্তধামে	–	(গুজরাটী)	–	প্রভাতী	–	ঝাঁপতাল
১৭০) যাওয়া-আসারই এই কি	–	প্রেম ডগরিয়াঁমে ন করো	–	গান্ধারী	–	ত্রিতাল
১৭১) রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ	–	মুরলিয়া ইহ ন বজাও শ্যাম	–	খাম্বাজ	–	ত্রিতাল
১৭২) রাখো রাখো রে জীবনে	–	জান না দোঙ্গি এরি মা	–	শ্যাম	–	ত্রিতাল
১৭৩) রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে	–	রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি	–	মল্লার	–	ত্রিতাল
১৭৪) শক্তিরূপ হেরো তাঁর	–	সপ্তসুর তিনগ্রাম	–	ইমন	–	চৌতাল
১৭৫) শান্তি কর বরিষণ	–	শম্ভু হর পদযুগ	–	তিলককামোদ	–	সুরফাক্তা
১৭৬) শান্তিসমুদ্র তুমি	–	হো নর হর	–	টোড়ি	–	ঢিমা তেতালা
১৭৭) শীতল তব পদছায়া	–	বাঙ্গুরী মোরী	–	ইমন কল্যাণ	–	একতালা
১৭৮) শুভ্র আসনে বিরাজ	–	রুদ্রদেব ত্রিনয়ন	–	ভৈরোঁ	–	আড়াচৌতাল
১৭৯) শুভ্র প্রভাতে পূর্বগগনে	–	প্রেম ভাবে জীব গগিয়া (দক্ষিণী)	–		–	
১৮০) শূন্য প্রাণ কাঁদে	–		–	সিন্ধু	–	ঢিমাতেতালা
১৮১) শূন্য হাতে ফিরি হে	–	রুমঝুম বরখে	–	কাফি	–	সুরফাক্তা
১৮২) শোনো তাঁর সুধাবাণী	–	শুধমুদ্রা শুধবাণী	–	ইমন কল্যাণ	–	চৌতাল

১৮৩) শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ –		–	পূরবী	–	ত্রিতাল
১৮৪) সকাতরে ওই কাঁদিছে –	চারি বর্ষা পর্যন্ত (কানাড়ী)	–	ভজন	–	একতালা
১৮৫) সখা, সাধিতে সাধাতে–	সখি তরসে তরসে	–	মিশ্র	–	খেমটা
১৮৬) সখি, আঁধারে একেলা–	সখি, আওত আঁধেরী ঘটা	–		–	
১৮৭) সঘন ঘন ছাইল –	ইন্দ্রহু কী অসবরী	–	গৌড়মল্লার	–	চৌতাল
১৮৮) সংশয় তিমির মাঝে –	অজ্ঞানত মনি করে	–	দেশসিন্ধু	–	কাওয়ালি
১৮৯) সংসারে কোনো ভয় –	শ্যামকো দরশন নহি	–	ইমন কল্যাণ	–	আড়াচৌতাল
১৯০) সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি –	দুষ্ট দুর্জন দূর করো দেবী	–	ইমন কল্যাণ	–	তেওড়া
১৯১) সবে আনন্দ করো –	সুখ আনন্দ করো	–	দেওগিরি বেলাবলী	–	আড়াচৌতাল
১৯২) সবে মিলি গাও রে –	সব মিল গাও	–	হেমখেম	–	চৌতাল
১৯৩) সমুখে শান্তিপারাবার –	লাইরি মোরি শ্যাম ইদোরিয়া	–	পূরবী	–	
১৯৪) সাজাব তোমারে হে –	ভুলিসি গোবারণ	–	নট্‌কিন্দ্র	–	ধামার
১৯৫) সুখহীন নিশিদিন –	দারাদীম্ দারাদীম্	–	নটমল্লার	–	ত্রিতাল
১৯৬) সুধাসাগরতীরে –	আয়ো ফাগুণ বঢ়ো মান	–	নায়কী কানাড়া	–	ধামার
১৯৭) সুন্দর বহে আনন্দ –	শঙ্কর শিব পিনাকী	–	ইমন কল্যাণ	–	সুরফাক্তা
১৯৮) সুমধুর শুনি আজি –	কৌন পাপৈন জাগাও	–	শঙ্করা ভরণ	–	আড়াঠেকা
১৯৯) স্বপন যদি ভাঙিলে –	কহেন তুম জাবত	–	রামকেলি	–	একতালা
২০০) স্বামী, তুমি এসো আজ–	সাঁই তোন আওয়ে আজ	–	বেহাগ	–	চৌতাল
২০১) হরষে জাগো আজি –	হরষ জাগ লাল	–	হাম্বীর	–	ধামার
২০২) হা, কী দশা হল আমার–	হাল মে রবে রবা	–	বেহাগ খাম্বাজ	–	ত্রিতাল
২০৩) হা কে বলে দেবে মোরে–		–	পিলু	–	ত্রিতাল
২০৪) হায় এ কী সমাপন –	হাল মে রবে রবা	–	বেহাগ-খাম্বাজ	–	ত্রিতাল
২০৫) হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা–	তানানা দ্রে দ্রে	–	দেশ	–	ত্রিতাল
২০৬) হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে–	সখি কা পত বাকে	–	জয়জয়ন্তী	–	ধামার
২০৭) হিয়া-মাঝে গোপনে হেরিয়ে–	পিয়া বিদেশ গয়ে	–	পিলু	–	
২০৮) হৃদয় আবরণ খুলে গেল–	নইরে মা বরণ	–	বাহার	–	
২০৯) হৃদয় নন্দন বনে –	উড়ত বন্দন নব	–	ললিতা গৌরী	–	ঝাঁপতাল
২১০) হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল –	মিয়া বে মানুলে	–	ঝিঁঝিট	–	মধ্যমান
২১১) হৃদয় বেদনা বহিয়া –		–	সিন্ধু	–	তেওরা
২১২) হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ–		–	বেহাগ	–	ত্রিতাল
২১৩) হে মন, তাঁরে দেখো –	এ মনকে আঁখ	–	বেলাবলী	–	রূপক
২১৪) হে মহাপ্রবল বলী –	হে মা প্রবল বলী	–	মিশ্র কানাড়া	–	চৌতাল
২১৫) হে সখা, মম হৃদয়ে রহো–	এ সখি অব কৈসে	–	ছায়ানট	–	একতালা

বাংলা লোকসঙ্গীতের আদর্শে ঃ

রবীন্দ্রসঙ্গীত		**মূলগান**
২১৬) আমার সোনার বাংলা	–	আমি কোথায় পাব তারে
২১৭) ও আমার দেশের মাটি	–	সোনার গৌর কেনে
২১৮) এবার তোর মরা গাঙে	–	মন-মাঝি সামাল সামাল
২১৯) কোন্ আলোতে প্রাণের	–	
২২০) যদি তোর ডাক শুনে	–	হরি নাম দিয়ে জগত মাতালে
২২১) যদি তোর ভাবনা থাকে	–	ও রাজা
২২২) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক	–	চিরদিন এমনি ভাবে
		(ও মন অসার মায়ায়)

সকলেই জানি আমরা, রবীন্দ্রনাথ বাউল গানই বেশিরভাগ ভেঙেছেন। তবে বাংলা গানের সুরের প্রসঙ্গে এখানে রামপ্রসাদী সুরের উল্লেখ না করলেই নয়। এই একটিমাত্র সুর-রচনাতেই এমন ঐক্য ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের ছাপ দেওয়া যে, শুনলেই রামপ্রসাদী সুর বলে দেশসুদ্ধ লোক চিনতে পারে। এ যে রামপ্রসাদ সেনের কত বড়ো কৃতিত্ব তা বোধ হয় আমরা কখনো ভেবে দেখি নি। এই খাঁটি, সরল, বাংলা সুরে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান বেঁধেছেন, যেমন–

– আমিই শুধু রইনু বাকি

– আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে

– শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা ইত্যাদি।

বাউল সুরের চর্চা, এবং বলতে গেলে, তাকে জাতে তুলে নেওয়া, রবীন্দ্র-সঙ্গীতপ্রতিভার একটি অনুপম কৃতিত্ব, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। এক্ষেত্রে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বাউল-ভাঙা সঙ্গীতের উল্লেখ করি–

রবীন্দ্রসঙ্গীত		**মূলগান**
যদি তোর ডাক শুনে কেউ	–	হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে
আমার সোনার বাংলা	–	আমি কোথায় পাব তারে
এবার তোর মরা গাঙে	–	মন-মাঝি, সামাল সামাল

পরের কথায় নিজের সুর দেবার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিরল হলেও, একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। যতদূর জানা যায়, বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর' এবং গোবিন্দদাসের 'সুন্দরি রাধে আও এ বনি' এই দুটি ব্রজভাষার গানেই কেবল তিনি সুর দিয়েছেন। অবশ্য, সংস্কৃত বেদগানে এবং পালি বৌদ্ধমন্ত্রে সুর দেওয়াও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বেদগানের মধ্যে যেমন–

১) যদেমি প্রস্ফুরন্নিব ২) শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

৩) য আত্মদা বলদা ৪) তখীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্

এই চারটিই এখন প্রচলিত। তবে–

– এষাসৎ প্রশাসনে ইত্যাদি

– ধীরা তস্য মহিম্না ইত্যাদি

এই দুটিতেও সুর দিয়েছিলেন বলে জানা যায় এবং 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' এর কথাও পাওয়া যায় কিন্তু এর সুরগুলি আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

শুরুতেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে সৃষ্টি যেমন রাগভিত্তিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আধারে কিন্তু তা হলেও তাঁর সেই সৃষ্টি ছিল ভাষা ও ভাবপ্রধান। এবং কথাগুলি যেন তাঁর জীবনদেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে পূজার বেদীতে নিবেদন করেছেন। আর তাই ভাঙা গানের সাথে সাথে সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মসঙ্গীতও।

এই অধ্যায় আলোচ্য বিষয় এখন হল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সূচনা পর্ব অর্থাৎ তার সঙ্গীত সৃষ্টির পূর্বভাগ। এই পর্যায় পূর্বভাগ বলতে আমরা ধরে নিচ্ছি তাঁর ১১ বৎসর বয়স থেকে ৪৯ বৎসর পর্যন্ত সৃষ্টির পটভূমিকে তুলে ধরা। এই প্রেক্ষিতে রচনার বয়স, কাল, তথ্য সংশ্লিষ্ট অনুযায়ী নিম্নে দেওয়া হল–

বয়স ১১।১২৭৯।১৮৭৩

"গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে"

গানটি গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড, পূজা ও প্রার্থনা অন্তরগত প্রথম গান। এই গানটি ভজন এবং তথাকথিত ভাঙা গান। ৪৫ সাম্বৎসরিক মাঘোৎসবে (১২৮১ মাঘ ১১।। ১৮৭৫ জানুয়ারি ২৫) সায়ংকালে কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে সকল সঙ্গীত গীত হয়, তন্মধ্যে এই গানটি

রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া গীতবিতানে উদ্ধৃত হইয়াছে। গানটি গুরু নানকের বিখ্যাত 'গগনময়ী থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে' ভজনের প্রথমাংশের অনুবাদ। রাগিনী ঃ জয় জয়ন্তী, তাল ঃ ঝাঁপতাল।

বয়স ১৪।১২৮২।১৮৭৫

"জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ"

গানটি গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড, নাট্যগীতির প্রথম গান। জ্যেতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক ১২৮২ অগ্র. ১৮৭৫ নভেম্বর। সরোজিনী মুদ্রিত হবার সময় রামসর্বস্ব পণ্ডিত প্রুফ দেখতেন। প্রুফ দেখার সময় তিনি জোরে জোরে পড়তেন। পাশের ঘরে বালক রবীন্দ্রনাথ পড়াশুনা করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন... "রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম।... গদ্য রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন– এখানে পদ্য রচনা ছাড়া জোর বাঁধিতে পারে না... আমি সময়াভাবের আপত্তি করিলে, রবীন্দ্রনাথ অল্পসময়ের মধ্যেই 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।" মূল গানটিতে আছে ৩৬ পঙ্‌ক্তি; গীতবিতানে আছে মাত্র ১৬ পঙ্‌ক্তি।

'সরোজিনী' নাটকের শেষাংশ মুদ্রণকালে গানটি রচিত হয় বলে আমাদের অনুমান এবং মনে হয়, কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের কোনো সময়ে রচিত।

বয়স ১৬।১২৮৪।১৮৭৭-৭৮

"তোমারি তরে, মা সঁপিনু এ দেহ"

৩। জাতীয় সঙ্গীত ৮।

অর্থাৎ ৩য় খণ্ড গীতবিতানের– জাতীয় সঙ্গীত পর্যায়ের অষ্টম গান। ভারতী ১২৮৪ আশ্বিন ১৪৪, উৎসর্গগীতি, রাগ ঃ জয়জয়ন্তী, তাল ঃ চৌতাল। 'জাতীয় সঙ্গীত' ২য় সংস্করণ, (১৮৭৮ আগস্ট ৩০) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ৪টি জাতীয় সঙ্গীতের অন্যতম। মনে হয়, গানটি 'সঞ্জীবনী সভা'র প্রেরণায় রচিত।

"গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে"

৩। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৮।

ভারতী ১২৮৪ অগ্রহায়ণ, ২০৬-০৭, 'ভানুসিংহের কবিতা', রাগ ঃ বিহাগড়া। ব্রজবুলিতে রচিত প্রথম কবিতা দ্রঃ জীবনস্মৃতি 'ভানুসিংহের কবিতা'। ১৮৭৯ জুলাই (১২৮৬ আষাঢ়)-এ প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটকের ৩য় অঙ্কে মলিনার গান রূপে মুদ্রিত। ভানুসিংহের কবিতা গীতরূপে এই প্রথম গ্রন্থভুক্ত। রাগ ঃ ঝিঁঝিট, তাল ঃ একতাল। 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তে (১৩০৩) 'অভিসার' নামে মুদ্রিত।

"শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা"

২। প্রকৃতি ৩১।

ভারতী ১২৮৪ আশ্বিন ১৩৫, ভানুসিংহের কবিতা, রাগঃ মল্লার, পাঠ– 'সজনি গো আঁধাররজনী ঘোর ঘনঘটা'। 'কাব্য গ্রন্থাবলী' (১৩০৩)-তে 'অভিসার' নামে মুদ্রিত।

"সতিমির রজনী, সচকি সজনী"

৩। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৯।

ভারতী ১২৮৪ ফাধন, ৩৮১, ভানুসিংহের কবিতা। পাঠান্তর আছে। ভানু পদাবলী ১২৯১, রাগ ঃ মিশ্র জয়জয়ন্তী, তাল ঃ ত্রিতাল, কাব্য গ্রন্থাবলী (১৩০৩)-তে শিরোনাম 'প্রতীক্ষা'।

বয়স ১৭।১২৮৫।১৮৭৮

"বার বার, সখি বারণ করনু"

৩। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৮।

ভারতী ১২৮৫ বৈশাখ, ২১, ভানুসিংহের কবিতা। রাগ ঃ ইমন কল্যাণ। 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তে (১৩০৩) 'দূতীর প্রতি' নামে মুদ্রিত।

নিম্নলিখিত ৪টি সংখ্যক গান কবির বিলাত যাত্রার পূর্বে আহমদাবাদও বোম্বাই বাসকালে রচিত।

"বলি, ও আমার গোলাপবালা"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৫।

ভারতী ১২৮৭ অগ্রহায়ণ, ৩৯৮, গোলাপবালা (গোলাপের প্রতি বুলবুল), রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ খেমটা। "গানটা এমনি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুরে বসাইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম।" শৈশব সঙ্গীত, অচলিত ১, পৃঃ ৪৯৫-৯৬। শৈশব সঙ্গীতের পাঠ গীতবিতানে সংক্ষেপিত ও ইষৎ পরিমার্জিত। কাব্য গ্রন্থাবলী (১৩০৩)-তে গানটির শিরোনাম 'নিশীথ-গীতি'।

"আঁধার শাখা উজল করি"

৩। নাট্যগীতি ১০।

ভারতী ১২৮৭ মাঘ ৪৭৬, ভগ্নহৃদয় পঞ্চম সর্গ প্রমোদের গান, 'স্বপ্নময়ী' নাটক-ধৃত। রাগ ঃ গৌড় সারং, তাল ঃ যৎ। 'কাব্য গ্রন্থাবলী' (১৩০৩) কৈশোরক অংশে 'একাকিনী'।

"নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়"

৩। নাট্যগীতি ৩।

ভারতী ১২৮৭ ফাধন, ৫০৮, ভগ্নহৃদয় ষষ্ঠ সর্গ, কবি (গান)। রবিচ্ছায়ার প্রথম গান, রাগ ঃ মিশ্র, তাল ঃ আড়াঠেকা।

"শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৯।

শৈশব সঙ্গীত ১২৯১, জ্যৈষ্ঠ, প্রভাতী। রাগ ঃ ললিত, তাল ঃ খেমটা।

"গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৬।

ভারতী ১২৮৫ কার্তিক, ৩০০, ফুলবালা, গান। শৈশব সঙ্গীত ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ, 'ফুলবালা'র অংশ। রাগ ঃ পিলু, তাল ঃ যৎ রূপে উল্লিখিত। দীর্ঘ কবিতার প্রথম স্তবক মাত্র। 'কাব্য গ্রন্থাবলী' (১৩০৩) কৈশোরক অংশে 'নির্বন্ধ' নামে মুদ্রিত। এখানে ইহার প্রথম পঙ্‌ক্তির পাঠান্তর আছে–

'গোলাপ কলি পড়িছে ঢলি
হোথায় অলি যাসনে।' ইত্যাদি।

"দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা-লো তোরা"

৩। প্রেম ৩৭৭।

ভারতী ১২৮৫ কার্তিক, ৩০৬, ফুলবালা, গান। মালতী পুঁথি ৩৯। স্বপ্নময়ী নাটকের ৫ম অঙ্কে জেহেনার গান। 'বিবাহ উৎসব' গীতিনাট্য ও 'নলিনী' নাটকের পাণ্ডুলিপিতে ধৃত। শৈশব সঙ্গীত ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ, 'ফুলবালা'র অংশ। রাগ ঃ কালাংড়া, তাল ঃ খেমটা।

বয়স ১৮।১২৮৬।১৮৭৯-৮০

"মাধব, না কহ আদরবাণী"

৩। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৬।

ভারতী ১২৮৬ বৈশাখ ৩৪-৩৫, ভানুসিংহের কবিতা। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩)- ভানু পদাবলীতে 'অনুতপ্তা' নাম। রাগ ঃ বাহার, এর স্বরলিপি নেই।

"পাগলিনী, তোর লাগি"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৭।

ভারতী ১২৮৬ আষাঢ় ১২৪, ভগ্নতরী (গাথা) প্রথম সর্গ। শৈশব সঙ্গীত ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ। ভগ্নতরী রচনা ইংলণ্ডে। স্বরলিপি নেই।

"গিয়াছে সেদিন যেদিন হৃদয়"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ১।

ভারতী ১২৮৬ কার্তিক, ৩১৮-১৯। সম্পাদকের বৈঠক। গানটি Thomas Moore-এর Irish Melodies গ্রন্থের Love's young dream কবিতার প্রথম এবং শেষ স্তবকের অনুবাদ। সুরের উল্লেখ নাই। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ ঝাঁপতাল। স্বরলিপি নেই।

"আয় তবে সহচরী"

২। প্রেম ৩৬৪।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' নাটকের (১২৮৬) অন্তর্গত রবীন্দ্ররচিত গান। 'স্বপ্নময়ী' নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছে। রাগ ঃ ছায়ানট, তাল ঃ কাওয়ালি।

"কী করিব বলো, সখা"

৩। নাট্যগীতি ১৬।

ভারতী ১২৮৬ কার্তিক, ৩২২, সম্পাদকের বৈঠক। ভগ্নহৃদয় ১২৮৮ বৈশাখ ১৩ সর্গ। রাগ ঃ ইমন কল্যাণ, তাল ঃ কাওয়ালি, স্বরলিপি নেই।

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি"

৩। জাতীয় সঙ্গীত ৭।

গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকের (২য় সং ১৮৭৯) অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের কোনো গীতগ্রন্থভুক্ত ছিল না। ১৩১২ সালে 'সঙ্গীত-প্রবেশিকা'য় 'বন্দে মাতরম্' ধুয়া সংযোগে স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। ১৩৫৭ সালে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড সম্পাদনাকালে গানটিকে গীতবিতান-ভুক্ত করা হয়। রাগ ঃ খাম্বাজ, তাল ঃ একতালা। 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটির প্রথম ছত্রেই ইহার ভাবের ও ভাষার আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আছে, দুটি গানের সুরও প্রায় অভিন্ন।

বয়স ১৯।১২৮৭।১৮৮০-৮১

"হম যব না রব, সজনী"

৩। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৯।

ভারতী ১২৮৬ বৈশাখ। ভানুসিংহের কবিতা, পাঠ– "দেখলো সজনী, চাঁদনি রজনী..."। রাগ ঃ বেহাগ স্বরলিপি নেই।

"ছি ছি সখা, কী করিলে"

৩। পরিশিষ্ট ৩-৮।

ভারতী ১২৮৭ ভাদ্র, ২২৯ রাগ ঃ জয়জয়ন্তী, তাল ঃ ঝাঁপতাল, 'কামিনী ফুল'। শৈশব সঙ্গীত ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ 'কামিনী ফুল', স্বরলিপি নেই।

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা"

২। প্রেম ১২১।

ভারতী ১২৮৭, কার্তিক, ৩৩৭ ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য) উপহার, রাগ ঃ ছায়ানট, 'শ্রীমতী হে-কে', ভারতীতে প্রকাশকালে ১০ পঙ্‌ক্তির গান মুদ্রিত। 'ভগ্নহৃদয়' পুস্তাকাকারে প্রকাশকালে (১২৮৮ বৈশাখ) এই গানটির পরিবর্তে পাঁচ স্তবকে ৩০ পঙ্‌ক্তির কবিতা রচিত হয়। পরে প্রথম ৮ পঙ্‌ক্তি ব্রহ্মসঙ্গীতরূপে ১২৮৭ সালের মাঘোৎসবে গীত হয়, দ্র. তত্ত্ববোধিনী ১৮০২ শক (১২৮৭) ফাধন, ২১১। রাগ ঃ ইমন ভূপালি, তাল ঃ কাওয়ালি।

"নাচ, শ্যামা, তালে তালে"

৩। নাট্যগীতিঃ ভগ্নহৃদয় ৭।

ভারতী ১২৮৭ অগ্রহায়ণ, ৩৫১-৫২। ভগ্নহৃদয় ২য় সর্গ, নলিনী (শ্যামার প্রতি গান)। "বিবাহ উৎসব" (১২৯০) গীতিনাট্যের অন্তর্গত। দীর্ঘ কবিতার সংক্ষিপ্ত রূপ। বিলাতে রচিত। বহু পাঠান্তর আছে। বর্তমান গীতবিতানের পাঠ 'রবিচ্ছায়া' ও 'গানের বহি' হইতে পৃথক। 'কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩) কৈশোরক অংশে 'শ্যামা' নামে মুদ্রিত।

"তুমি কি গো পিতা আমাদের"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ১২।

মাঘোৎসবে গীত, রবীন্দ্রনাথের প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮০২ শক (১২৮৭) ফাধন, ২০৬। রাগ ঃ ভয়রোঁ, তাল ঃ কাওয়ালি।

"মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ, হে"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৪।

মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮০২ শক (১২৮৭) ফাধন, ২০৬ রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ ঝাঁপতাল।

"এ কী এ সুন্দর শোভা"

১। পূজা ৫৪৩।

মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮০২ (১২৮৭) ফাধন ২১২, রাগ ঃ ইমন ভূপালি, তাল ঃ কাওয়ালি। নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে গানটি শোনাতেন।

"সখী, ভাবনা কাহারে বলে"

৩। নাট্যগীতি ঃ ভগ্নহৃদয় ১১।

ভারতী ১২৮৭ ফাধন, ৫১৩। ভগ্নহৃদয় ষষ্ঠ সর্গ, চপলার গান। রাগ ঃ বেহাগ খাম্বাজ, তাল ঃ একতালা।

এই সালেই রচনা করেছিলেন গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'। ২৬টি গান বাল্মীকি প্রতিভা প্রথম সংস্করণ ১২৮৭ ফাধন-ধৃত। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য ১২৮৭ সালের ১৬ ফাধন শনিবার (১৮৮১ ফেব্রুয়ারি ২৬) বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে কলিকাতার জোড়াসাকোঁর বাড়ির তেতলার ছাদে অভিনীত হয়। গানগুলি 'রবিচ্ছায়া'তে নেই। বর্তমান বাল্মীকিপ্রতিভা ১২৯২ সালে নূতন করিয়া লিখিত হয়। আমরা সেই পাঠেরই সহিত পরিচিত।

"আজকে তবে মিলে সবে"- রাগ ঃ কাফি,

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ১।

– *"এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে"*– রাগ ঃ খাম্বাজ।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ১।

– *"এখন করব কী বল্"*– রাগ ঃ পিলু।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ১।

– *"শোন তোরা তবে শোন্"*– রাগ ঃ ঝিঁঝিট।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ১।

– *"তবে আয় সবে আয়"*– রাগ ঃ বেলাবতী।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ১।

– *"কালী কালী বলো রে আজ"*– রাগ ঃ জংলা ভূপালী।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ১।

– *"এ কী এ, ঘোর বন! এনু কোথায়"*– রাগ ঃ দেশ-বেহাগ

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ১।

– *"পথ ভুলেছিস সত্যি বটে?"*– রাগ ঃ পিলু।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ১।

– *"নিশুম্ভমর্দিনী অম্বে"*– রাগ ঃ কানাড়া, স্বরলিপি নেই।

গীতবিতানে নেই।

– *"দেখো হে ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা"*– রাগ ঃ কাফি।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ২।

– *"নিয়ে আয় কৃপাণ"*– রাগ ঃ কানাড়া,।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ২।

– *"(হায়) কী দশা হল আমার"*– রাগ ঃ গারা ভৈরবী।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৩।

– *"এ কেমন হল মন আমার"*– রাগ ঃ সিন্ধু ভৈরবী।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ২।

– *"আরে, কী এত ভাবনা"*– রাগ ঃ পরজ।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ২।

–*"শোন্ তোরা শোন্, এ আদেশ"*– রাগ ঃ বাঙালি।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ২।

–*"ব্যাকুল হয়ে বনে বনে"* – রাগ ঃ খাম্বাজ।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৩।

– *"আর না আর না এখানে আর না"*– রাগ ঃ নটনারায়ণ।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৪।

– *"জীবনের কিছু হল না হায়"* – রাগ ঃ হাম্বির

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৫।

– *"থাম্ থাম্ কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ"*– রাগ ঃ সিন্ধু ভৈরবী।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৫।

– *"কী বলিনু আমি"*– রাগ ঃ বাহার।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৫।

– *"এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা!"*– রাগ ঃ ভূপালী

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৫।

– *"কোথা লুকাইলে"*। রাগ ঃ টোড়ী।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৬।

– *"কেন গো আপন মনে"*। রাগ ঃ সিন্ধু।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৬।

– *"কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা"*। রাগ ঃ টোড়ী।

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৬।

– *"এই যে হেরি গো দেবী আমারি"*। রাগ ঃ বাহার

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৬।

– *"হৃদয়ে রাখো গো, দেবী, চরণ তোমার"*।

৩। নাট্যগীতি ২।

বাল্মীকিপ্রতিভা প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত, রাগঃ গৌড়মল্লার, বাল্মীকির কণ্ঠে গীত। পরবর্তীকালে বাল্মীকিপ্রতিভা ২য় সংস্করণে গানটি বর্জিত হয়। সুরটি সংরক্ষিত হয়নি, স্বরলিপি নেই।

বয়স ২০।১২৮৮।১৮৮১-৮২

"কতদিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে"

৩। নাট্যগীতি ৬।

ভগ্নহৃদয় ১২৮৮ বৈশাখ, প্রথম সর্গ মুরলার গান। মালতী পুঁথি ১১৯। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ কাওয়ালি। স্বরলিপি নেই।

"কী হল আমার! বুঝিবা সখি"

২। প্রেম ৩৪৯।

ভগ্নহৃদয় ১২৮৮ বৈশাখ, নবম সর্গ, নলিনীর গান, মালতী পুঁথি ১০০। রাগ ঃ মিশ্রসিন্ধু, তাল ঃ একতালা। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩) 'কৈশোরক' অংশে 'হারা হৃদয়ের গান' নামে মুদ্রিত।

"বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল"

৩। নাট্যগীতি ২০।

রুদ্রচণ্ড। ১২৮৮ বৈশাখ, তৃতীয় দৃশ্য, অমিয়ার গান, রাগ ঃ মিশ্র ললিত।

"তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল"

৩। নাট্যগীতি ২১।

রুদ্রচণ্ড। ১২৮৮ বৈশাখ, তৃতীয় দৃশ্য, চাঁদকবির গান, রাগ ঃ মিশ্র গৌড় সারং। 'বসন্তপ্রভাতে' ও 'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত' গান দুটি মিলাইয়া শিশুকাব্যের 'ফুলের ইতিহাস' কবিতাটি লেখা হয়।

"মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান"

২। প্রেম ১৮১।

ভারতী ১২৮৮ শ্রাবণ ১৯৬; ভানুসিংহের কবিতা। ভানু পদাবলী ১২৯১, রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ কাওয়ালি। নিম্নে চারটি সংখ্যক গান, রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাদেবীর সহিত কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ– কর্তৃত্ব রচিত। বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৫ শ্রাবণ ১২৮৮। গায়কদের অন্যতম ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ)।

– *"জগতের পুরোহিত তুমি"*

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ৪।

রাগ ঃ খাম্বাজ, তাল ঃ একতালা। স্বরলিপি নেই।

– *"শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার"*

২। আনুষ্ঠানিক ৯।

রাগ ঃ বেহাগ।

– *"তুমি হে প্রেমের রবি"*

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ৫।

রাগ ঃ জয়জয়ন্তী, তাল ঃ ঝাঁপতাল।

– *"দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি"*

২। আনুষ্ঠানিক ৬।

তত্ত্ববোধিনী ১৮০৩ শক (১২৮৮) ভাদ্র, রাগ ঃ সাহানা, তাল ঃ ঝাঁপতাল।

"আজ তোমারে দেখতে এলেম"

২। প্রেম ৩৬৫।

ভারতী ১২৮৮ অগ্রহায়ণ, ৩৪৭, বই-হাট, সপ্তম পরিচ্ছেদ। বউ-হাট ১২৮৯ পৌষ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বসন্ত রায়ের গান। গানের বহি ১৩০০ বৈশাখ, ১২৫, রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ ঝাঁপতাল।

"কবরীতে ফুল শুকালো"

৩। নাট্যগীতি ৮৭।

ভারতী ১২৮৮ মাঘ, ৪৫০, বউ-হাট, একাদশ পরিচ্ছেদ। বউ-হাট ১২৮৯ পৌষ, দশম পরিচ্ছেদ, বসন্ত রায়ের গান, রাগ ঃ ললিত।

"আমার যাবার সময় হল"

২। বিচিত্র ১৩৩।

ভারতী ১২৮৮ ফাধন, ৫০৭, বউ-হাট, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। বউ-হাট ১২৮৯ পৌষ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। রাগ ঃ খট্, তাল ঃ কাওয়ালি।

"বল্, গোলাপ মোরে বল্"

২। প্রেম ৩৯৪।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের গান (১২৮৮ চৈত্র)। রাগ ঃ পিলু, তাল ঃ খেমটা। গৃহপ্রবেশ নাটক ১৩৩২ আশ্বিন, সংযোজন অংশে হিমির গান।

"দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে"

৩। পরিশিষ্ট ১।

মায়ার খেলা ঃ দৃঃ ৩। স্বপ্নময়ীর নাটকে সুমতির গান, এতে আছে "পরাইয়ে চুলে"। মায়ার খেলা ১২৯৫ অগ্রহায়ণ। প্রমদার গান, পাঠান্তর আছে। রাগ ঃ দেশ, তাল ঃ একতালা।

"অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৪৪।

স্বপ্নময়ীতে সুমতি ও জগতের গান, রাগ ঃ বাগেশ্রী, তাল ঃ আড়াঠেকা। মূল গানের শেষ চার পঙ্‌ক্তি মুদ্রিত হয় নাই।

"আমিই শুধু রইনু বাকি"

২। বিচিত্র ১৩৫।

রামপ্রসাদী সুর। (ব্রহ্ম ৩৭)।

।। তিন।।

বয়স ২১ ।১২৮৯ ।১৮৮২-৮৩

এই বছরে তিনি 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন (১২৮৯ অগ্রহায়ণ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে ১৮৮২ ডিসেম্বর ২৩ (১২৮৯ পৌষ ৯) তারিখে অভিনীত হয়।

এই গীতিনাট্যে মোট গানের সংখ্যা ৩৯টি ও মন্ত্র ১টি। নাটকটি পুনর্মুদ্রিত হয়নি। এই

গীতিনাট্যের ৭টি গান বাল্মীকিপ্রতিভা ২য় সংস্করণে যুক্ত হয়। সেইজন্য কালমৃগয়ার গানগুলি রবীন্দ্রনাতের অন্য কোনো গীতগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

– "বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ১।

ঋষিকুমারের গান, রাগ ঃ মিশ্র ভূপালী। তাল ঃ যৎ।

– "ও ভাই, দেখে যা, কত ফুল তুলেছি"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ১।

লীলা ও ঋষিকুমারের গান, রাগঃ মিশ্র খাম্বাজ, তালঃ কাওয়ালি, বিলাতী সুর আরোপিত হইয়াছে– মূল ঃ The British Grenadiers তুই রে কাছে আয় (আরম্ভঃ ও ভাই দেখে যা)।

– "ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ১।

লীলার গান, রাগ ঃ মিশ্র খাম্বাজ, তাল ঃ আড়খেমটা। বিলাতী সুরে গীত। মূল ঃ The Vicar of Brey.

– "কাল সকালে উঠব মোরা"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ১।

লীলার গান, রাগ ঃ মিশ্র বিভাস, তাল ঃ আড়খেমটা।

– "সমুখেতে বহিছে তটিনী"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ২/ ২।

প্রেম ৩৭০। বনদেবীগণের গান, রাগ ঃ মিশ্র সিন্ধু, তাল ঃ ঢিমে তেতালা।

– "ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ২।

বনদেবীগণের গান। রাগ ঃ মিশ্র কেদারা, তাল ঃ একতালা। বিলাতী সুরে গীত। মূল ঃ Ye Banks and Braes

– "নেহারো, লো সহচরী"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ২।

সকল বনদেবীগণের একত্রে গান। রাগ ঃ ছায়ানট, তাল ঃ আধবা।

– "জল এনে দে, রে বাছা"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৩।

অন্ধ ঋষির গান। রাগ ঃ জয়জয়ন্তী, তাল ঃ ঝাঁপতাল।

– "না, না, কাজ নাই, যেয়ো না বাছা"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৩।

অন্ধঋষির গান। রাগ ঃ দেশ তাল ঃ ঢিমা তেতালা।

– "আমা-তরে অকারণে"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৩।

ঋষিকুমারের গান, রাগ ঃ খাম্বাজ, তাল ঃ ঢিমে তেতালা।

– "সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া"

৩। কালমৃদয়া ঃ দৃঃ ৪/২

প্রকৃতি (বর্ষা) ২৯ 'গহন ঘন'। বনদেবতার গান, রাগ ঃ গৌড়মল্লার, তাল ঃ কাওয়ালি।

– "ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৪।

বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৪, 'রিম ঝিম'। বনদেবীর গান, রাগ ঃ মল্লার, তাল ঃ কাওয়ালি।

– "আয় লো সজনী, সবে মিলে"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৪।

সকল বনদেবীগণের গান, রাগ ঃ মল্লার, তাল ঃ কাওয়ালি।

– "কী ঘোর নিশীথ"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৪।

ঋষিকুমার ও বনদেবীগণের গান, রাগ ঃ গারা, তাল ঃ কাওয়ালি।

– "মানা না মানিলি"

৩। কালমৃগয়াঃ দৃঃ ৪।

বনদেবীগণের গান। রাগ ঃ মিশ্র বেলাওল, তাল ঃ একতালা। বিলাতী সুরে গীত। মূল ঃ Go Where Glory Waits Thee.

– "বনে বনে সবে মিলে"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৪, শিকারীগণের গান। রাগ ঃ ইমন কল্যাণ, তাল ঃ কাওয়ালি। বাল্মীকিপ্রতিভা-তে এই গানটি 'এই বেলা সবে মিলে চলো হো' তারপর কালমৃগয়ার পাঠই অনুসৃত।

– "জয়তি জয় জয় রাজন্"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

শিকারীগণের গান, রাগ ঃ সিন্ধুড়া।

– ''গহনে গহনে যা রে তোরা''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৪, দশরথের গান, রাগ ঃ বাহার।

– ''চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে মোরা''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৪, শিকারীগণের গান, বাল্মীকিপ্রতিভা ১২৯২ ফাধন, ২য় সংস্করণ, ১ম ও ২য় দস্যুর গান।

– ''প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৪, বিদূষকে গান, বাল্মীকিপ্রতিভা ১২৯২ ফাধন, ২য় সংস্করণ, ১ম দস্যুর গান, রাগ ঃ দেশ, তাল ঃ খেমটা।

– ''ঠাকুর মশয়, দেরি না সয়''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৪, শিকারীগণ ও বিদূষকের গান, বাল্মীকিপ্রতিভা ১২৯২ ফাধন, ২য় সংস্করণ, ১ম দস্যুর কণ্ঠে গান। দস্যুগণের গান 'সর্দার মশয় দেরি না সয়' এবং ১ম দস্যুর গান 'কাজ কী খেয়ে তোফা আছি' পৃথক পৃথক ভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

– ''আঃ বেঁচেছি এখন''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ১। বিদূষকের গান, রাগ ঃ মিশ্রসিন্ধু।

– ''এনেছি মোরা এনেছি মোরা''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ১। শিকারীগণের গান।

– ''কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৪, বনদেবীগণের গান, রাগ ঃ মিশ্র মল্লার।

– ''না জানি কোথা এলুম''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

দশরথের গান, রাগ ঃ খাম্বাজ, তাল ঃ কাওয়ালি।

– ''হায় কী হল! হায় কী হল''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

নেপথ্যে বনদেবীগণের গান, রাগ ঃ ভৈরবী।

–''কী করিনু হায়''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

দশরথের গান, রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ আড়াঠেকা।

– ''কী দোষ করেছি তোমার''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৫।

ঋষিকুমারের গান, রাগ ঃ খট্, তাল ঃ ঝাঁপতাল।

– ''আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৬।

অন্ধ-ঋষির গান, রাগ ঃ মিশ্র ঝিঁঝিট, রাগ ঃ খাম্বাজ, তাল ঃ মধ্যমান।

– ''বলো বলো, পিতা, কোথা সে গিয়েছে''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৬।

লীলার গান, রাগ ঃ রামকেলি, তাল ঃ কাওয়ালি।

– ''কে জানে কোথা সে''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৬।

অন্ধ-ঋষির গান, রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ কাওয়ালি।

– ''এতক্ষণে বুঝি এলি রে''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৬।

অন্ধ-ঋষির গান, রাগ ঃ সিন্ধু, তাল ঃ চৌতাল।

– ''অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা তাত, ধরি চরণে''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৬।

দশরথের গান। রাগ ঃ মিশ্র রাজবিজয়। ভাঙা গান।

– ''কী বলিলে, কী শুনিলাম''

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৬।

অন্ধ-ঋষির গান, রাগ ঃ বাহার, ঢিমে তেতালা।

– "ক্ষমা করো মোরে, তাত"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৬।

দশরথের গান, রাগ ঃ মিশ্রভূপালি, তাল ঃ কাওয়ালি।

– 'আহা, কেমনে বধিল তোরে"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৬।

অন্ধ-ঋষির গান, রাগ ঃ কাফি, তাল ঃ আড়াঠেকা।

– "শোক তাপ গেল দূরে"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৬।

অন্ধ-ঋষির গান, রাগ ঃ নটনারায়ণ।

– "যাও রে অনন্ত ধামে"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৬।

অন্ধ-ঋষির (পুত্রের প্রতি) গান, প্রভাতী, মাঘোৎসব গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮০৪ শক (১২৮৯) ফাধন, রাগঃ প্রভাতী, তালঃ ঝাঁপতাল। ভাঙা গান।

– "সকলই ফুরালো স্বপনপ্রায়"

৩। কালমৃগয়া ঃ দৃঃ ৬।

বনদেবীগণের গান, রাগ ঃ ঝিঁঝিট খাম্বাজ, তাল ঃ একতালা। বিলাতী সুর আরোপিত হয়েছে। মূল ঃ Robin Adair

নিম্নলিখিত চারটি সংখ্যক গান কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ১২৮৯ সালে মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮০৪ শক (১২৮৯) ফাধন।–

"দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৮।

১৮০৪ শক, রাগ ঃ ভয়রোঁ, তাল ঃ ঝাঁপতাল। রবি (ব্রহ্ম ৪৬) ১৩৬।

"কী করিলি মোহের ছলনে"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৭।

ভজন, তাল ঃ ঠুংরি রবি (ব্রহ্ম ৪৬) ১৩৭। ভাঙা গান।

"বড়ো আশা করে এসেছি গো"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ১০।

রাগ ঃ কর্ণাটী ঝিঁঝিট, তাল ঃ কাওয়ালি। রবি (ব্রহ্ম ৫৩) ১৪১। মূল কানাড়ী ভাষায় 'সখি বা বা' ভাঙা গান।

"আজি শুভদিনে পিতার ভবনে"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৯।

রাগ ঃ কর্ণাটী খাম্বাজ, তাল ঃ ফেরতা। রবি (ব্রহ্ম ৬৩) ১৪৭। মূল ঃ কানাড়ী ভাষায় 'পূর্ণচন্দ্রাননে' ভাঙাগান।

"বর্ষ ওই গেল চলে"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ১১।

আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'বর্ষদেশে' ১২৮৯ চৈত্র ৩০ গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮০৫ শক, ১২৯০ জ্যৈষ্ঠ ২৫, রাগ ঃ পূরবী, তাল ঃ আড়াঠেকা। রবি (ব্রহ্ম ২৯) ১২৪।

বয়স ২২।১২৯০।১৮৮৩-৮৪

"প্রভু, এলেম কোথায়"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ১৩।

কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'নববর্ষে' গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮০৫ শক (১২৯০) জ্যৈষ্ঠ ২৯, রাগ ঃ আলাইয়া, তাল ঃ আড়াঠেকা।

"আজু সখি, মুহু মুহু"

৩। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১১।

ভারতী ১২৯০ জ্যৈষ্ঠ ৮৮, ভানুসিংহের কবিতা। রাগ ঃ বিহাগড়া, তাল ঃ ঝাঁপতাল।

"আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে"

২। প্রেম ১৯২।

ভারতী ১২৯০ ভাদ্র। রাগ ঃ মিশ্র-কালাংড়া, তাল ঃ একতালা।

"ওই জানালার কাছে বসে আছে"

৩। নাট্যগীতি ২৭।

ছবি ও গান ১২৯০ ফাধন, 'সুখ স্বপ্ন' দীর্ঘ কবিতা, রাগ ঃ মিশ্র খাম্বাজ, তাল ঃ একতালা।

"ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসো হে"

৩। নাট্যগীতি ২৯।

নলিনী ১২৯১ এ গানটি মুদ্রিত ছিল না– পাণ্ডুলিপিতে আছে। মুদ্রিত 'নলিনী'র একটি বিশেষ কপিতে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত সংযোজনে এই গানটিকে নীরদের বলা হয়েছে রাগ ঃ বেহাগড়া, তাল ঃ কাওয়ালি।

"বনে এমন ফুল ফুটেছে"

২। প্রেম ৩৭২।

প্রকৃতির প্রতিশোধ ১২৯৯ সন্ন্যাসীর গান, রাগ ঃ খাম্বাজ, তাল ঃ আড়খেমটা।

"মনে রয়ে গেল মনের কথা"

২। প্রেম ১৯৩।

নলিনী ১২৯১, ফুলির গান, রাগ ঃ বেহাগড়া, তাল ঃ কাওয়ালি।

"শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণছটা মাঝে"

১। পূজা ৪৪৯।

রবি (ব্রহ্ম ২১) ১১৮। রাগ ঃ ভৈরব, তাল ঃ আড়াচৌতাল। এই গান কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত হয়।

"সংসারেতে চারি ধার করিয়াছে অন্ধকার"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ১৪।

এই গানটিও আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত হয়। রাগ ঃ আলাইয়া, তাল ঃ আড়াঠেকা।

"অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে"

১। পূজা ৫০৬।

রবি (ব্রহ্ম ২৭) ১২২। রাগ ঃ দেশ, তাল ঃ আড়াঠেকা।

"সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে"

১। পূজা ও প্রার্থনা ১৮।

রবি (ব্রহ্ম ২৮) কর্ণাটী ভজন, তাল ঃ একতালা। মূল কানাড়ী ভাষায় 'চারি বর্ষা পর্যন্ত' ভাঙা গান।

"সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে"

২। প্রেম ১৪৪।

নলিনী, পাণ্ডুলিপি ১২৯১, নীরদের গান। শাপমোচন (১৩৩৮ পৌষ)। রাজা ও রাণী ১২৯৭ শ্রাবণ, প্রথম সখীর গান। রাগ ঃ মিশ্র সিন্ধু, তাল ঃ একতালা।

"হ্যাদে গো নন্দরানী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও"

২। বিচিত্র ৮৮।

প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২৯১ বৈশাখ) কৃষ্ণকগণের গান। কারোয়ার থেকে ফেরার পথে রচিত ১৮৮৩ মে জুন ঃ "বড়ো আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম– হ্যাদে গো নন্দরানী"। রাগ ঃ মিশ্রভৈরবী, তাল ঃ খেম্‌টা।

"মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে"

২। প্রেম ৫৯।

প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২৯১ বৈশাখ), পথিকগণের গান। রাগ ঃ মিশ্র, তাল ঃ আড়খেম্‌টা।

নিম্নলিখিত চারটি সংখ্যক গানগুলি কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ১২৯১ নববর্ষ উৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০৬ শক (১২৯১) জ্যৈষ্ঠ।–

"রজনী পোহাইল, চলেছে যাত্রীদল"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ১৯।

রাগ ঃ বিভাস, তাল ঃ ঝাঁপতাল। রবি (ব্রহ্ম ১৭) ১১৫।

"এ কী সুগন্ধ হিল্লোল বহিল"

১। পূজা ৫৪২।

রাগ ঃ মিশ্র। তাল ঃ ঝাঁপতাল। রবি (ব্রহ্ম ১৮) ১১৬।

"আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ প্রভাত কিরণে"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ২০।

রাগ ঃ টোড়ি, তাল ঃ ঝাঁপতাল। রবি (ব্রহ্ম ১৯) ১১৭।

"বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি"

১। পূজা ১২৬।

রাগ ঃ আশা ভৈরবী, তাল ঃ ঠুংরী। রবি (ব্রহ্ম ২০) ১১৭।

বয়স ২৩।১২৯১।১৮৮৪-৮৫

"শুন লো শুন লো বালিকা, রাখ কুসুম মালিকা"

৩। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২।

রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ একতালা।

"তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন"

৩। পূজা ৪৭৫।

আলোচনা ১২৯১ আশ্বিন, তত্ত্ববোধিনী ১২৯১ কার্ত্তিক ১২১, রাগ ঃ বড় হংস সারঙ্গ– তাল ঃ চৌতাল।

"ডুবি অমৃত পাথারে– যাই ভুলে চরাচর"

২। পূজা ৩৭২।

তত্ত্ববোধিনী ১২৯১ অগ্রহায়ণ ১৬৬। রাগ ঃ ললিত, তাল ঃ চৌতাল, ভাঙা গান।

"আঁখিজল মুছাইলে জননী"

১। পূজা ৪৯৯।

তত্ত্ববোধিনী ১২৯১ অগ্রহায়ণ, ১৬৬, রাগ ঃ রামকেলি, তাল ঃ কাওয়ালি। ব্রহ্ম সঙ্গীত (৪র্থ ভাগ) ভাঙা গান।

"অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে"

১। পূজা ৪৪৭।

তত্ত্ববোধিনী ১২৯১ অগ্রহায়ণ, ১৬৬, রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ ঝাঁপতাল, (ব্রহ্ম ৬) ভাঙা গান।

"ওহে দয়াময়, নিখিল আশ্রয়"

৩। পরিশিষ্ট ৩-২।

রাগ ঃ মিশ্র বেলাবতী, তাল ঃ কাওয়ালি, আইরিশ সুরের Go Where Glory Waits Thee অনুসরণে। রবি (ব্রহ্ম ৫২) ১৪০।

"ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৩০।

রাগ ঃ সাহানা, তাল ঃ ঝাঁপতাল, রবি (ব্রহ্ম ৫৯) ১৪৫। ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ)।

"এ পরবাসে রবে কে হায়"

১। পূজা ৪৩৫।

রাগ ঃ সিন্ধু, তাল ঃ মধ্যমান, রবি (ব্রহ্ম ৬৭) ভাঙা গান।

"বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়"

১। পূজা ৩৮১।

রাগ ঃ কাফি-কানাড়া, তাল ঃ ঢিমে তেতালা, রবি (ব্রহ্ম ৬৪) ১৫৪, ব্রহ্মসঙ্গীত, ভাঙা গান।

"কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া"

২। প্রেম ও প্রকৃতি ২০।

গানটিতে বিলাতী সুর আরোপিত হয়েছে, মূল ঃ 'Drink to me only'। রাগ ঃ মিশ্র, তাল ঃ কাওয়ালি।

"পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৩৪।

বিলাতী সুর আরোপিত। মূল ঃ Auld lang Syne। রাগ ঃ মিশ্র, তাল ঃ খেম্‌টা।

"গাও বীণা, বীণা গাও রে"

১। পূজা ৪৫৮।

১২৯২ সালের নববর্ষে আদি ব্রহ্মসমাজে উপাসনা উপলক্ষে রচিত ও গীত। তত্ত্ববোধিনী ১২৯২ বৈশাখ, ১৮। রাগ ঃ টোড়ি, তাল ঃ একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)।

"আজি কাঁদে কারা ওই শুনা যায়"

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ১।

গানটি বর্ধমানের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত। গানটি অন্য কোনো গীতগ্রন্থে মুদ্রিত নেই। স্বরলিপি নেই। রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ একতালা।

বয়স ২৪।১২৯২।১৮৮৫-৮৬

এই সালের মধ্য ভাগে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুর দিয়েছিলেন।

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক"

৩। জাতীয় সঙ্গীত ১১।

গানটি স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে গাওয়া হত। রাগ ঃ ঝিঁঝিট তাল ঃ একতালা, ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)।

"অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ"

১। পূজা ১১৪।

ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ), রাগ ঃ ধুন, তাল ঃ ঠুংরি।

"শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন"

১। পূজা ৪৫১।

রাগ ঃ মিশ্র বেলাওল, তাল ঃ ঝাঁপতাল, ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)।

"এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়"

১। পূজা ৩২৯।

রাগ ঃ বাহার, তাল ঃ ধামার, ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ), '... খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর... স্বয়ং গাহিয়াছিলেন।'

"আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ"

১। পূজা ৩০৮।

রাগ ঃ বাহার, তাল ঃ তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত (৪র্থ ভাগ)। ভাঙা গান।

"কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে"

১। পূজা ৩০৪।

রাগ ঃ মিশ্র কানাড়া,তাল ঃ একতালা, গানের বহিতে নেই। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত 'ধর্মসঙ্গীত'– এ ২৮ বৎসর পর গানটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়।

"কেন জাগে না, জাগে অবশ পরাণ"

১। পূজা ৪০২।

'আলোচনা' পত্রিকায় (১২৯২ ফাধন ১৪৭) 'পুষ্পস্তবক' নামে প্রকাশিত। ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ), রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ যৎ।

"তব প্রেমসুধারসে মেতেছি"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৪৩।

ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ), ভাঙা গান, রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ যৎ।

"মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়"

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ১।

প্রথম দৃশ্য, বনদেবীগণের গান। বিলাতী সুর আরোপিত। মূল ঃ (Go where glory waits thee) রাগ ঃ মিশ্র ঝিঁঝিট। গানটি বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণ ভুক্ত।

"রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ"

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৩ তৃতীয় দৃশ্য।

প্রথম দস্যুর গান। রাগ ঃ কানাড়া। এই গানটি বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণ ভুক্ত।

"বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী"

৩। বাল্মীকিপ্রতিভা ঃ দৃঃ ৬।

ষষ্ঠ দৃশ্য। বনদেবীগণের গান। রাগ ঃ ভৈরোঁ। এই গানটিও বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণ ভুক্ত।

বয়স ২৫।১২৯৩।১৮৮৬-৮৭

"বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি হায়"

১। পূজা ৪৪৪।

১২৯৩ সালের নববর্ষে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮০৮ শক (১২৯৩) বৈশাখ, রাগ ঃ ললিত, তাল ঃ আড়ঠেকা। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৭৩।

"ফিরো না ফিরো না আজি–এসেছ দুয়ারে"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৪৫।

১২৯৩ সালের নববর্ষে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮০৮ শক (১২৯৩) বৈশাখ ২০ 'নববর্ষের গান', রাগ ঃ টোড়ি ভৈরবী, তাল ঃ আড়ঠেকা। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৭১।

"আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন"

২। প্রেম ৩০৩।

'ভারতী ও বালক' ১২৯৩ আশ্বিন ৩২০, 'কত রচিব শয়ন', রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ একতালা। 'কড়িও কোমল'-এ (১২৯৩) 'বিবাহ' নামে মুদ্রিত, দীর্ঘ কবিতার গীতরূপ।

"ওগো শোনো কে বাজায়"

২। প্রেম ৫৬।

'কড়ি ও কোমল'-এর (১২৯৩) 'বাঁশি নামক কবিতা। রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ আড়াখেম্‌টা।

"হেলাফেলা সারাবেলা"

২। প্রেম ৩০১।

'কড়ি ও কোমল (১২৯৩) 'সারাবেলা' নামক কবিতা। রাগ ঃ মিশ্র ভৈরবী, তাল ঃ আড়াখেম্‌টা।

"তুমি কোন্ কাননের ফুল, তুমি কোন্ গগনের তারা"

২। প্রেম ৩৬৩।

'কড়ি ও কোমল' (১২৯৩) 'তুমি' নামক কবিতা। রাগ ঃ মিশ্র বারোয়াঁ, তাল ঃ আড়াখেম্‌টা।

"ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি"

২। প্রেম ৫৪।

'কড়ি ও কোমল' (১২৯৩) 'হৃদয় আকাশ' নামক কবিতার প্রথম আট পঙ্‌ক্তি মাত্র গীতরূপ পাই। পাঠান্তর আছে। গানের বহিতে নেই। স্বরলিপি গ্রন্থ কাব্যগীতি (১৯২০)-তে কবিতাটির প্রথম গীতরূপ পাই।

"এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা"

২। বিচিত্র ২৯।

‘কড়ি ও কোমল (১২৯৩) ‘গান রচনা’ নামক কবিতা। গানের বহিতে নেই। স্বরলিপি-কাব্যগীতিতে প্রথম গীতরূপ পাই।

“কেন চেয়ে আছে গো মা, মুখপানে”

৩। জাতীয় সঙ্গীত ১০।

‘কড়ি ও কোমল’ (১২৯৩) ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ নামক কবিতা। গানের বহি (বিবিধ) ২২৩-২৪। রাগ ঃ কাফি, তাল ঃ কাওয়ালি।

“আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না”

১। স্বদেশ ২২।

‘কড়ি ও কোমল (১২৯৩) ‘বঙ্গবাসীর প্রতি’ নামক কবিতা। গানের বহি (বিবিধ) ২২৬-২৬, রাগ ঃ সিন্ধু, তাল ঃ কাওয়ালি।

“প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে”

১। পূজা ৫৪১।

ব্রহ্মসঙ্গীত (৩য় ভাগ। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৭০। রাগ ঃ গুর্জ্জরী টোড়ী ভৈরবী, তাল ঃ আড়াঠেকা। ভাঙা গান।

“নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে”

১। পূজা ৪৩২।

গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৬৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। রাগ ঃ রামকেলি, তাল ঃ কাওয়ালি। ভাঙা গান।

“অনেক দিয়েছ নাথ”

১। পূজা ৪০৭।

গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৩৫, জ্যোতিরিন্দ্র প্রদত্ত সুর। শতগান ও ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। রাগ ঃ আসাবরি, তাল ঃ কাওয়ালি।

“নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে”

১। পূজা ৪৮৭।

রাগ ঃ যোগিয়া বিভাস, তাল ঃ একতালা। “একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি

অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা– 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।'

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন।... হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব কটি একে একে গাহিতে বলিলেন।...

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, ''দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশ' টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।"– জীবনস্মৃতি ১৩৬৬।৫০ গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৬৬। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। (১৩০৫ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসব উপলক্ষে এই গানটি পুনরায় গীত হয় আখর সহযোগে)।

''সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি"

১। পূজা ৪৫২।

ব্রহ্মসঙ্গীত (৩য় ভাগ), ভাঙা গান। গানের বহিতে নেই। রাগ ঃ ইমন কল্যাণ, তাল ঃ তেওড়া।

''আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার"

১। পূজা ৪৮৫, ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৪০, ভাঙা গান, রাগ ঃ হাম্বির, তাল ঃ চৌতাল।

''আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে"

১। স্বদেশ ৯।

এই গানটি (১৮৮৬ ডিসেম্বর) সালে কলকাতায় প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে কবি নিজের গলায় গেয়েছিলেন। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৪১-৪২, ব্রহ্মসঙ্গীত (৪র্থ ভাগ)। রামপ্রসাদী সুর। রাগ ঃ দেশ সিন্ধু, তাল ঃ একতালা।

''চিরদিবস নব মাধুরী, নব শোভা তব বিশ্বে"

১। পূজা ৫৩৮।

ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৫৩-৫৪। ভাঙা গান। রাগ ঃ নট্‌মল্লার, তাল ঃ চৌতাল।

"আঁধার সকলই দেখি তোমারে দেখি না যবে"

৩। পরিশিষ্ট ৪-৬।

রাগ ঃ মিশ্র কানাড়া। গানের বহিতে নেই। গানটি রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো গীতগ্রন্থে নেই। দ্র. গীতবিতান। গ্রন্থপরিচয় ২০১১-১২ (সম্ভবত পিতার মৃত্যু-আশঙ্কার পটভূমিতে বিরচিত।– প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী ৩য়, পৃঃ ৫৭।)

বয়স ২৬।১২৯৪।১৮৮৭-৮৮

"তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ"

৩। জাতীয় সঙ্গীত ৯।

কলেজের ছাত্র সম্মিলনীতে ইস্টার উৎসব উপলক্ষে গীত (১৮৮৭ এপ্রিল ১০)। 'ভারতী ও বালক' ১২৯৪ বৈশাখ ২, রাগ ঃ মিশ্র সিন্ধু, তাল ঃ একতালা। গানের বহি (বিবিধ) ২১২-১৪।

"আগে চল্, আগে চল্ ভাই"

১। স্বদেশ ১৮।

কলেজের ছাত্র সম্মিলনীতে ইস্টার উৎসব উপলক্ষে গীত (১৮৮৭ এপ্রিল ১০) 'ভারতী ও বালক' ১২৯৪ বৈশাখ। রাগ ঃ বেহাগ, গানের বহি (বিবিধ), ২০৯-১২, পাঠান্তর আছে।

"নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে"

১। পূজা ২৮৬।

ব্রহ্মসঙ্গীতে (১ম ভাগ)। রাগ ঃ নাচাড়ী টোড়ি। তাল ঃ ধামার। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৮৪। ভাঙা গান। ১২৯৪ সালে কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত।

"ওহে নবীন অতিথি, তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন"

২। আনুষ্ঠানিক ১৩।

গানটি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা। কন্যা বেলার (মাধুরীলতা দেবী) অন্নপ্রাশন উপলক্ষে রচিত। বেলার জন্ম ১৮৮৬ সালের ২৫ অক্টোবর, অন্নপ্রাশন হয় ১৮৮৭ এপ্রিলে (১২৯৪ বৈশাখ)। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন– "ফোটোগ্রাফ পাঠাই। বেলার অন্নপ্রাশনের দিন সকালে এলে হানি কি? সমস্ত দিনটাই গোলমাল করা যাবে।" চিঠিপত্র ৮)। ১৩১০ সালের ৪ শ্রাবণ মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিতেছেন– "একটা গান একটি মেয়ের অন্নপ্রাশনে লিখেছিলেম–

ওগো নবীন অতিথি
তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।"

গানের দুইটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া মোহিতচন্দ্রকে 'শিশু' কাব্যখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন। দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ ফাধন ৫২৭। গানের বহিতে নেই। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩ আশ্বিন) ৪৩০। রাগ ঃ মিশ্র বারোয়াঁ।

"তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে"

২। প্রেম ১৫১।

রচনা ১২৯৪ অগ্রহায়ণ ১৫। মানসী, ১২৯৭ পৌষ 'তবু' কবিতাটি ভেঙে এই গানটি রচিত। গানের বহি (বিবিধ) ১০৩, রাগ ঃ মিশ্র, তাল ঃ একতালা। স্বরলিপি ভারতী (১২৯৯ চৈত্র), স্বরলিপি-গীতিমালা, শেফালী (১৩২৬ ভাদ্র)। রবীন্দ্রনাথের রেকর্ড থেকে শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস স্বরলিপি করেছেন। রেকর্ডে কবিকণ্ঠ।

"শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ"

১। পূজা ৪৫৭।

ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৮৯। রাগ ঃ পূরবী। তাল ঃ কাওয়ালি। ভাঙা গান। আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত।

"নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও"

১। পূজা ৪১৮।

ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৯২। রাগ ঃ সুহা কানাড়া। তাল ঃ কাওয়ালি। ভাঙা গান। আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত।

"হৃদয় বেদনা বহিয়া, প্রভু, এসেছি তব দ্বারে"

১। পূজা ৪০১।

ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৯৩। ভাঙা গান। রাগ ঃ সিন্ধু, তাল ঃ ঠুংরি। এই ব্রহ্মসঙ্গীতও আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত।

বয়স ২৭ /১২৯৫-৯৬ /১৮৮৮-৮৯

এই সালে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের গানগুলি পাওয়া যায় (১২৯৫ অগ্রহায়ণ)। 'সখি সমিতি'র উদ্যোগে বেথুন স্কুল বাটিতে ১২৯৫ সালের ১৫ পৌষ 'মায়ার খেলা' অভিনীত হয়।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 'মায়ার খেলা'র স্বরলিপি যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। গানের বহিতে 'মায়ার খেলা'র গানগুলি মাত্র মুদ্রিত আছে, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ নেই। 'মায়ার খেলা'র নাট্যরূপ প্রথম মুদ্রিত হয় 'গান' ১৯০৯। (১৩১৬ গ্রন্থে) ১৩১৬ গ্রন্থে। ১৩৪৫ পৌষ মাসে কবি-কৃত নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা' পাণ্ডুলিপি থেকে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে (পরিশিষ্ট ১) সন্নিবেশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম খণ্ড। ২৩১-২৫৭ পৃষ্ঠা। গীতবিতানে 'মায়ার খেলা'র কয়েকটি গান 'প্রেম' অংশে আছে। যেমন–

"আমার পরাণ যাহা চায়"

২। প্রেম ১৪২, ৩।

মায়ার খেলা ঃ দৃঃ ২, পরিশিষ্ট ঃ ১। দ্বিতীয় দৃশ্য। শান্তার গান। গানের বহি (বিবিধ) ২, রাগ ঃ মিশ্র কানাড়া, তাল ঃ কাওয়ালি। ইংরাজি অনুবাদ ঃ "you are what my heart desires"– Authology, Vol. I, p. 91, 178"।

"জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত"

২। প্রেম ৩৬১।

মায়ার খেলা ঃ দৃঃ ১, পরিশিষ্ট ঃ ১। দ্বিতীয় দৃশ্য। অমরের গান। গানের বহি (বিবিধ), ১, রাগ ঃ মিশ্র বাহার, তাল ঃ কাওয়ালি। ইংরেজি অনুবাদ ঃ 'Is this the first Spring that has come to my life'– V.B.Q. 1948 Nov- Jan. 1949. p. 166.

"এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি"

২। প্রেম ৩৫৮, ৩।

মায়ার খেলা ঃ দৃঃ ৩, পরিশিষ্টঃ ১। তৃতীয় দৃশ্য। আশোকের গান। গানের বহি (বিবিধ) ৮, রাগ ঃ পিলু, তাল ঃ খেম্‌টা। ইংরেজি অনুবাদ ঃ 'I have come, I have come to offer my heart' – V.B.Q. Nov. 1948– Jan. 1949, p. 167.

"ভালোবেসে যদি সুখ নাহি"

২। প্রেম ৩৫৫, ৩।

মায়ার খেলা ঃ দৃঃ ৪, পরিশিষ্ট ঃ ১। চতুর্থ দৃশ্য। অমরের গান। গানের বহি (বিবিধ) ১৩, রাগ ঃ কাফি, তাল ঃ কাওয়ালি। ইংরেজি অনুবাদ ঃ 'If there is nothing but pain'– Poems No. 4.

"দূরে দাঁড়ায়ে আছে"

৩। মায়ার খেলা ঃ দৃঃ ৪।

পরিশিষ্ট ১। চতুর্থ দৃশ্য, প্রমদার গান। গানের বহিতে নেই। গান ১৯০১। ১৩১৬, মায়ার খেলা, ৩৮-৩৯, রাগ ঃ মিশ্র রামকেলী, তাল ঃ তাল ফেরতা।

"আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল"

২। প্রেম ৩৭৯, ৩।

মায়ার খেলা ঃ দৃঃ ৫। পঞ্চম দৃশ্য, প্রমদার গান। গানের বহি (বিবিধ) ১৯, রাগ ঃ মিশ্র সিন্ধু, তাল ঃ একতালা।

"দিবস রজনী আমি যেন কার"

২। প্রেম ৩১৬, ৩।

মায়ার খেলা ঃ দৃঃ ৫। পঞ্চম দৃশ্য। অমরের গান। গানের বহি (বিবিধ) ১৮, রাগ ঃ মিশ্র সিন্ধু, তাল ঃ একতালা।

"অলি বার বার ফিরে যায়"

২। প্রেম ৩১৭, ৩।

মায়ার খেলা ঃ দৃঃ ৬, পরিশিষ্ট ঃ ১, ষষ্ঠ দৃশ্য। সখীগণের গান। গানের বহি (বিবিধ) ২৮, রাগ ঃ মিশ্র দেশ, তাল ঃ খেম্‌ট। ইংরেজি অনুবাদ ঃ 'The bee returns again and again to the same sweet'– V.B.Q. Nov. 1948– Jan. 1949, p. 171. রবীন্দ্র জীবনী ২। ৩২৯, য়ুরোপ–যাত্রীর ডায়রি, পৃঃ ১৮০।

"আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল"

৩। মায়ার খেলা ঃ দৃঃ ৭।

সপ্তম দৃশ্য, সখীগণের গান। গানের বহি (বিবিধ) ১৬৪। রাগ ঃ মিশ্র ঝিঁঝিট, তাল ঃ কাওয়ালি। মূল গান ঃ Go where glory waits thee.

"সুখে থাকো আর সুখী করো সবে"

২। আনুষ্ঠানিক ৫।

১৮৮৯ মে ২ (১২৯৬ বৈশাখ ২০)। পুণায় খিরকিতে রচিত, বিহারীলাল গুপ্তের কন্যা স্নেহলতার বিবাহোৎসব উপলক্ষে। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৪০৬। রাগ ঃ ইমন ভূপালী, তাল ঃ কাওয়ালি।

বয়স ২৮।১২৯৬-৯৭।১৮৮৯-৯০

এই সালে 'রাজা ও রাণী' নাটকের গানগুলি রচিত হয়েছিল।

"এমন দিনে তারে বলা যায়"

২। প্রেম ২৪৮।

রচনা ১৮৮৯ মে ১৭ (১২৯৬ জৈষ্ঠ ৩) খিরকি, পুণা। মানসীর (১২৯৭ পৌষ) 'বর্ষার দিনে' কবিতা। গানের বহি (বিবিধ) ১১৫, রাগ ঃ মিশ্র মল্লার, তাল ঃ রূপক। স্বরলিপিকার ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর"

২। প্রেম ৩৬৯।

তৃতীয় অঙ্ক। রাজা ও রানী নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য। ইলার গান। গানের বহি (বিবিধ) ৯২। রাগ ঃ পিলু বারোঁয়া, তাল ঃ আড়খেম্‌টা।

"বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে"

২। প্রেম ১১৫।

'রাজা ও রানী' নাটকের অন্তর্ভুক্ত, পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য। প্রথম সখীর গান। গানের বহি (বিবিধ) ৯২। রাগ ঃ খাম্বাজ, তাল ঃ একতালা। শাপমোচন ১৩৩৯ চৈত্র।

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি"

২। প্রেম ১৪৩।

'রাজা ও রাণী' নাটকের অন্তর্ভুক্ত, পঞ্চম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য। ইলার গান। গানের বহি (বিবিধ) ৯৫। রাগ ঃ গৌরী, তাল ঃ কাওয়ালি।

"নব আনন্দে জাগো আজি নব রবি কিরণে"

১। পূজা ৩২৭।

১২৯৭ নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে গীত হয়। তত্ত্ববোধিনী ১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ ২২। রাগ ঃ টোড়ী, তাল ঃ কাওয়ালি। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৮৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (চতুর্থ ভাগ)।

"ওই পোহাইল তিমির রাতি"

১। পূজা ৩০৭।

১২৯৭ নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ ২৩। রাগ ঃ আলাইয়া, তাল ঃ কাওয়ালি। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৮৯। ব্রহ্মসঙ্গীত (চতুর্থ ভাগ)।

বয়স ২৯।১২৯৭।১৮৯০

নিম্নলিখিত গানগুলি 'বিসর্জন' নাটকের অন্তর্ভুক্ত। নাটকটি ১২৯৬ সালের ফাধন মাসে রচিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ ২। রবীন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড। ২৯৬-৩৩৮ পৃষ্ঠা।

"ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটামুণ্ডু বেয়ে"

৩। নাট্যগীতি ৪৯।

গানের বহি (বিবিধ) ৮৭, রাগ ঃ বিভাস, তাল ঃ কাওয়ালি। 'বিসর্জন' প্রথম সংস্করণের পর গানটি বর্জিত হয়। ১৩৩০ সালের ভাদ্র মাসে কলকাতায় বিসর্জন অভিনয় কালে গানটি পুনরায় সংযোজিত হয় (জনতার গান)। কিন্তু নাটকের মধ্যে মুদ্রিত হয়নি। গানটি আদৌ রবীন্দ্রনাথের রচনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

"আমি একলা চলেছি এ ভবে"

২। বিচিত্র ২১।

তৃতীয় দৃশ্য। অপর্ণার গান, গানের বহি (বিবিধ) ৮৮। রাগ ঃ দেশ, তাল ঃ কাওয়ালি।

"উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে"

৩। নাট্যগীতি ৫০।

পঞ্চম দৃশ্য। হারুর গান। গানের বহি (বিবিধ) ৮৮। রাগ ঃ ভৈরোঁ, তাল ঃ একতালা, ১৩৩০ ভাগ্র মাসে কলকাতায় বিসর্জন অভিনয়কালে গানটি বর্জিত হয়।

"ওগো পুরবাসী"

২। বিচিত্র ১৩২।

দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য। অপর্ণার গান। গানের বহিতে নেই। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (বিবিধ) ১১৭। রাগ ঃ মিশ্র সিন্ধু। ১৩০১ সালে মুদ্রিত গ্রন্থে প্রথম পাই।

"আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে"

১। পূজা ৫৫৮।

দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য। জয়সিংহের গান। গানের বহি (বিবিধ) ৮৯। কীর্তনের সুর।

"থাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই"

৩। নাট্যগীতি ৫১।

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। সকলে মিলিয়া গান। গানের বহি (বিবিধ) ৯০। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ একতালা।

বয়স ৩০।১২৯৮।১৮৯২

এই বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যচর্চায় অতিবাহিত করেছিলেন।

"শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা– প্রাণেশ্বর"

১। পূজা ৪৩৮।

১২৯৮ সালে কলকাতায় মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১২৯৮ ফাধন ও ১২৩১ ভাদ্র। রাগ ঃ সিন্ধু, তাল ঃ একতালা। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩২৭।

"শোন্ রে শোন্ অবোধ মন"

৩। নাট্যগীতি ১১৮।

মুক্তির উপায় (গল্প), সাধনা ১২৯৮ চৈত্র। স্বরলিপি নেই।

বয়স ৩১। ১২৯৯।১৮৯২-৯৩

"শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা"

২। বিচিত্র ৬৯।

'সাধনা' ১৯২২ বৈশাখে ৫৪৩-৫৫, 'শুধু' শিরোনামে স্বরলিপিসহ গানটি প্রকাশিত হয়। রাগ ঃ মিশ্র বেহাগ, তাল ঃ তাল ফেরতা। গানের বহি (বিবিধ) ১০২। বীণাবাদিনী (১৩০৪) ও সঙ্গীত প্রকাশিকা (১৩১৬ ভাদ্র) দ্র. শারদীয়া দেশ ১৩৭৮।

"খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে"

৩। নাট্যগীতি ৫২।

রচনা ১২৯৯ আষাঢ় ১৯ শাহাজাদপুর। দ্র. সোনার তরী। ভারতী ১২৯৯ অগ্রহায়ণ ৪৭৬ 'নরনারী' শিরোনামে মুদ্রিত। 'ভারতী ও বালক' ১২৯৯ চৈত্র 'খাঁচা ও বনের পাখী' শিরোনামে, সরলা দেবী কৃত স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়। সোনার তরী (১৩০০)-তে 'দুই পাখি' নামে মুদ্রিত। গানের বহি (বিবিধ) ১২১। কীর্তনের সুর। তাল ঃ রূপক।

"আমার মন মানে না– দিন রজনী"

২। প্রেম ৫৮।

১২৯৯ কার্তিক ১৫ হইতে অগ্রহায়ণ ১৫ তারিখের মধ্যে কোনো এক সময়ে রচিত। দ্র. শারদীয়া দেশ ১৩৭৮। ৮৫ ও রবীন্দ্রপ্রতিভা জ্ঞাতব্যাপঞ্জী ৪০৪-৪০৫। গানের বহিতে নেই। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩ আশ্বিন), গান ৪২৯ রাগ ঃ মিশ্র মূলতান। বীণাবাদিনী।

নিম্নলিখিত গানগুলি কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ১২৯৯ সালের মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৪ শক (১২৯৯) ফাধন, পৃ. ২১৫-১৭।

"জয় রাজরজেশ্বর! জয় অরূপসুন্দর"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৫৩।

রাগ ঃ ভূপালী, তাল ঃ তাল ফেরতা। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৯৫। ভাঙা গান।

"চিরবন্ধু চিরনির্ভর চিরশান্তি তুমি হে প্রভু"

১। পূজা ৪৫৩।

'ভারতী ও বালক' ১২৯৯ ফাধন ৬৮৫। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৯৫। ভাঙা গান। রাগ ঃ মহিশূরী খাম্বাজ, তাল ঃ ঠুংরী, স্বরলিপি সরলদেবী কৃত।

"এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে"

১। পূজা ৫৩৯।

রাগ ঃ পূর্ণ ষড়জ, তাল ঃ একতালা, স্বরলিপি সরলাদেবী-কৃত 'ভারতী ও বালক' ১২৯৯ ফাধন ৬৫৯। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৯৬। ভাঙা গান।

"আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে"

১। স্বদেশ ১৯।

রাগ ঃ হাম্বির তাল ঃ তাল ফেরতা। স্বরলিপি ইন্দিরা দেবী ঃ সাধনা ১২৯৯ মাঘ ২৭২, 'ভারততীর্থ'।

"হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে"

১। পূজা ৩৭৯।

রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ কাওয়ালি। গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৯৭। স্বরলিপি নেই।

"আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর"

১। পূজা ৪৭৬।

মহিশূরী ভজন, গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৯৭। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান।

বয়স ৩২।১৩০০।১৮৯৩-৯৪

নিম্নলিখিত গানগুলির রচনাকাল নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি। গানগুলি 'গানের বহি'র অন্তর্ভুক্ত (প্রকাশকালঃ ১৩০০ বৈশাখ)। পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানা যায়নি।

"ওগো, তোরা কে যাবি পারে"

২। বিচিত্র ৭০।

গানের বহি (বিবিধ) ১০০, রাগ ঃ মিশ্র, তাল ঃ কাওয়ালি। চিরকুমার সভা (১৩৩২ ফাধন)।

"মনে যে আশা লয়ে এসেছি হল না"

২। প্রেম ৩৬৬।

গানের বহি (বিবিধ) ৯৭, রাগ ঃ বেলাবলী, তাল ঃ ঢিমেতেতালা।

"তবে শেষ করে দাও শেষ গান"

২। প্রেম ১৪৯।

গানের বহি (বিবিধ) ১০০, রাগ ঃ সিন্ধু, তাল ঃ একতালা, ইংরেজি অনুবাদ ঃ 'Then finish the last song'– Gardener No. 51.

"এখনো তারে চোখে দেখিনি"

২। প্রেম ৩৫৭।

গানের বহি (বিবিধ) ৯৯, রাগ ঃ মিশ্র ইমন, তাল ঃ কাওয়ালি। স্বরলিপি ঃ সাধনা ১৩০০ পৌষ।

"সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে"

২। প্রেম ৩৮৮।

গানের বহি, (বিবিধ) ১৩৩, রাগ ঃ নট্‌কিন্দ্র, তাল ঃ ধামার। ভাঙা গান।

"হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে সখী'

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৪৬।

গানের বহি (বিবিধ) ১৩৫, রাগ ঃ জয়জয়ন্তী, তাল ঃ ধামার।

"ঘোরা রজনী, এ মোহঘনঘটা"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৩৯।

গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৫১, রাগ ঃ কানাড়া, তাল ঃ কাওয়ালি। ভাঙা গান।

"কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে"

১। পূজা ৪৪৫।

গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৮৪, রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"জাগিতে হবে রে"

১। পূজা ১৮০।

গানের বহি (ব্রহ্ম) ৯২। রাগ ঃ শঙ্করা, তাল ঃ চৌতাল।

"সুমধুর শুনি আজি, প্রভু, তোমার নাম'

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৪০।

গানের বহি (ব্রহ্ম) ৩৮০, রাগ ঃ শঙ্করাভরন, তাল ঃ আড়াঠেকা, স্বরলিপি নেই।

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৫২।

রচনা ১৩০০ আষাঢ় ১২ (১৮৯৩ জুন ২৫) (শিলাইদহ) 'হৃদয়যমুনা' শিরোনামে সোনার তরীতে মুদ্রিত। মূল কবিতার প্রথম ও শেষ স্তবক লইয়া গীতবিতানে অন্তর্ভুক্ত। এই পাঠ গান (১৯০৯) গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায়। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ ঝাঁপতাল, দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ১০০২।

"বড়ো বেদনার মতো বেজেছ"

২। প্রেম ৫৭।

রচনা ১৮৯৩ জুলাই ১০ (১৩০০ আষাঢ় ২৭) (সাজাদপুর)। দ্র. ছিন্ন পত্রাবলী ১০৬ নং পত্র ঃ "বড়ো বেদনার মতো"... গানটা আমি নাবার ঘরে অনেকদিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করেছিলুম...। এ গানটা আমি এখনও সর্ব্বদা গেয়ে থাকি... অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।" কাব্যগ্রন্থাবলী, ১৩০৩ (গান) ৪২৯ কীর্তনের সুর। স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ঃ প্রবাসী ১৩২৮ শ্রাবণ।

"হৃদয়ের একূল, ওকূল দুকূল ভেসে যায়"

২। প্রেম ৮২।

রচনা ১৮৯৩ জুলাউ ১০। সাজাদপুর থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ যে সকল গানগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, মনে হয় তাহার মধ্যে এই গানটি অন্যতম। দ্র. ছিন্নপত্রাবলী ১০৬ নং পত্র। কাব্যগ্রন্থাবলী (বিবিধ) ৪২৯। রাগ ঃ বিভাস।

"আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে"

২। প্রেম ২৪৭।

রচনা ১৩০০ আষাঢ় ১৬ (১৮৯৩ জুন ২৯)। (শিলাইদহ) 'ব্যর্থযৌবন' শিরোনামে সোনার তরীতে অন্তর্ভুক্ত। কাব্যগ্রন্থাবলীতে নেই। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড, গান, (বিবিধ) ২৯, রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ তেওড়া।

"যদি জোটে রোজ এমনি বিনি পয়সায়"

৩। নাট্যগীতি ৬২।

সাধনা ১৩০০ পৌষ ১২৩, 'বিনি পয়সার ভোজ' একক নাট্যের গান। ব্যঙ্গ-কৌতুক (১৯০৭), গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৯৮৪। প্রভাতী সুর, তাল ঃ একতালা।

নিম্নলিখিত গানগুলি ১৩০০ সনে কলকাতায় আদি ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৫ শক (১৩০০) ফাধন। পৃঃ ২১৯-২২০।

"এসো হে গৃহদেবতা"

২। আনুষ্ঠানিক ১৪।

রাগ ঃ আনন্দভৈরবী। তাল ঃ কাওয়ালি। পাঠ– 'এ ভুবন পুণ্যপ্রভাবে করো পবিত্র' ইত্যাদি। কাব্যগ্রন্থাবলী ৪৬৭, ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে"

১। পূজা ১৬৮।

রাগ ঃ ললিতা গৌরী। তাল ঃ ঝাঁপতাল। কাব্যগ্রন্থাবলী ৪৬৮, ব্রহ্মসঙ্গীত (৩য় ভাগ), 'বীণাবাদিনী'। ভাঙা গান।

"আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"

১। পূজা ৩২৬।

রাগ ঃ মালকোষ, তাল ঃ কাওয়ালি। কাব্যগ্রন্থাবলী ৪৬৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ), বৈতালিক। ভাঙা গান।

"হে মহাপ্রবল বলী"

১। পূজা ৪৭২।

রাগ ঃ কানাড়া, তাল ঃ চৌতাল। কাব্যগ্রন্থাবলী ৪৬৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ)। ভাঙা গান।

"অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী"

১। পূজা ২৪৯।

রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ ঝাঁপতাল। কাব্যগ্রন্থাবলী ৪৬৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (৩য় ভাগ)। ভাঙা গান।

"কামনা করি একান্তে"

১। পূজা ৪১৭।

রাগ ঃ দেশকার, তাল ঃ চৌতাল। কাব্যগ্রন্থাবলী ৪৬৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। ভাঙা গান।

বয়স ৩৩।১৩০১।১৮৯৪-৯৫

এই বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যচর্চাতেই অতিবাহিত ছিলেন। কিছু কিছু রচনা করেছিলেন–

"ওহে জীবলবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ"

১। পূজা ৪৮০।

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৬৯। অনুমান গানটি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দশম বৎসরে ১৩০১ সালের ৮ বৈশাখ রচিত। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড (৪র্থ সংস্করণ) পৃঃ ৩৯৬। কাব্যগ্রন্থাবলী ৪৭০, ১৩০৫, মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৩০৫ ফাধন। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে"

২। প্রেম ২৯।

রচনা ১৩০১ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহোৎসবে উপলক্ষে। কাব্যগ্রন্থাবলীর 'চিত্রা' অংশে 'বিকাশ' শিরোনামে মুদ্রিত। রচনাবলী 'চিত্রা' খণ্ডে নেই। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড, 'গান' (বিবিধ) ৭৫। রাগ ঃ ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

"বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৫৩।

রচনা ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ ১৩। কাব্যগ্রন্থাবলী 'চিত্রা' অংশে 'বিস্ময়' শিরোনামে মুদ্রিত। রচনাবলী 'চিত্রা' খণ্ডে নাই। কাব্যগ্রন্থ গান (বিবিধ) ১৮৬। রাগ ঃ কানাড়া।

"এসো এসো ফিরে এসো"

২। প্রেম ২৫২।

দ্রষ্টব্য ঃ ছিন্নপত্রাবলী, পৃঃ ৩২১। ২৯ আগস্ট ১৮৯৪ (১৪ ভাদ্র ১৩০১) "আজ সকালে বসে বসে আমার একটা নতুন গানে সুর দিচ্ছিলুম– সুরটা যে খুব নতুন তা নয়, এক রকম কীর্তনের ধরনের ভৈরবী...।"

১৩০১ ভাদ্র ১৮ কলকাতা হইতে কুষ্ঠিয়ার পথে রানাঘাটে একদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ মহকুমা হাকিম নবীনচন্দ্র সেনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য রচিত 'এসো এসো ফিরে এসো' গানটি তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। পরে প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেন। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড (৪র্থ সংস্করণ)। ইন্দিরা দেবীর 'গানের বহি' হইতে জানা যায় গানটির রচনার স্থান কাল শিলাইদহ, ভাদ্র ১৩০১। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৮।৪০৫। সাধনা ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক 'মেঘ ও রৌদ্র' বৈষ্ণব ভিক্ষুকের কণ্ঠে। কাব্যগ্রন্থাবলী (বিবিধ) ৪২৯ কীর্তন। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত প্রবাসী ১৩২৮ আষাঢ়।

"তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে"

১। পূজা ১৬৭।

রচনা ১৮৯৪ সেপ্টেম্বর ১০ (১৩০১ ভাদ্র ২৬) (পতিসর)। খসড়া ৪ পঙ্‌ক্তি। দ্র. ছিন্নপত্রাবলী ১৫২ নং পত্র। কাব্যগ্রন্থাবলীতে নাই। গান ১৯০৯। (ব্রহ্ম) ৩৯৩। রাগ ঃ মিশ্র রামকেলি, তাল ঃ কাওয়ালি। এখানে গানটির পূর্ণরূপ পাওয়া যায়। গীতাঞ্জলি ৭।

"নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়"

১। পূজা ৩৯০।

কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৩০১ ফাধন ১৯১। রাগ ঃ খম্ভার, তাল ঃ ঝাঁপতাল। কাব্যগ্রন্থাবলী ৪৬৭। ব্রহ্মসঙ্গীত। ভাঙা গান।

বয়স ৩৪।১৩০২-০৩।১৮৯৫-৯৬

"ঝরঝর বরিষে বারিধারা"

২। প্রকৃতি ২৮।

রচনা ১৮৯৫ সেপ্টেম্বর ২০ (১৩০২ আশ্বিন ৪)। (শিলাইদহ)। দ্র. ছিন্নপত্রাবলী ২২৯ নং পত্র। গানের খসড়া-চার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত আছে। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৮। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪২৯। রাগ ঃ মিশ্র মল্লার।

"বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে"

২। প্রকৃতি ১।

দ্র. ৫৭৪ সংখ্যক। রচনা ১৩০২ আশ্বিন ৪-৯ তারিখের মধ্যে ঃ (শিলাইদহ বোট)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৮। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩০। রাগ ঃ শঙ্করাভরণ, তাল ঃ মিশ্রতাল। স্বরলিপি ঃ ভারতী ১৩০৪ আশ্বিন। ভাঙা গান।

"ওলো সই, ওলো সই"

২। প্রেম ৮১।

রচনা ১৩০২ আশ্বিন ৫। (শিলাইদহ বোট)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৮। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩০। রাগ ঃ বিভাস। মৃণালিনী ও অমলা দাশ প্রসঙ্গে লিখিত। দ্র. স্মৃতির খেয়া, পৃঃ ১২৩।

"মধুর মধুর ধ্বনি বাজে"

২। বিচিত্র ১০।

রচনা ১৩০২ আশ্বিন ৫। (শিলাইদহ বোট)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৮। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩০। রাগ ঃ ভূপালী।

"বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে"

১। পূজা ১৪৮।

রচনা ১৩০২ আশ্বিন ৮। (শিলাইদহ বোট)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৮। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩০। রাগ ঃ পূরবী।

"কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে"

২। প্রেম ১৫৪।

রচনা ১৩০২ আশ্বিন ১২, বিজয়া দশমী, (শিলাইদহ)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৮। কাব্যগ্রন্থাবলী চিত্রা খণ্ডে (৩৭৪) 'অতিথি' নামে মুদ্রিত। রচনাবলী চিত্রা খণ্ডে নেই। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (বিবিধ) ৭৭। রাগ ঃ কেদারা।

"পুষ্প বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে"

২। প্রেম ১৪১।

রচনা ১৩০২ আশ্বিন ১৪ (শিলাইদহ)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৮। কাব্যগ্রন্থাবলী চিত্রা খণ্ডে (৩৭৪) 'মানসবসন্ত' শিরোনামে মুদ্রিত। রচনাবলী চিত্রা খণ্ডে নেই। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (বিবিধ) ৭৯। রাগ ঃ কালাংড়া।

"তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখো না মনে"

২। প্রেম ৬৩

রচনা ১৩০২ আশ্বিন ১৮। (শিলাইদহ)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩১। কীর্তনের সুর।

"চিত্ত পিপাসিত রে"

২। প্রেম ১।

রচনা ১৩০২ আশ্বিন ২৩। (শিলাইদহ)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩১। রাগ ঃ খাম্বাজ।

"আমি চিনি গো চিনি তোমারে"

২। প্রেম ৮৬।

রচনা ১৩০২ আশ্বিন ২৫। (শিলাইদহ)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩১। রাগ ঃ ঝিঁঝিট, তাল ঃ একতালা।

"আমরা লক্ষীছাড়ার দল"

২। বিচিত্র ১১২।

রচনা ১৩০২ আশ্বিন ২৯। (শিলাইদহ)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩১। রাগ ঃ খাম্বাজ। পরে 'বাঁশরি' নাটকে (১৩৪০ অগ্রহায়ণ) ব্যবহৃত।

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম"

২। প্রেম ৬২।

রচনা ১৩০২ কার্তিক ১৮। (জোড়াসাঁকো)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩২। রাগ ঃ মিশ্র সুরট। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, বীণাবাদিনী।

"একি আকুলতা ভুবনে। একি চঞ্চলতা পবনে"

২। প্রকৃতি ৩।

রচনা ১৩০২ কার্তিক ১৬। (জোড়াসাঁকো)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩২। রাগ ঃ বাহার।

"তুমি যেয়ো না এখনি"

২। প্রেম ১৫২।

রচনা ১৩০২ কার্তিক ২৪। (জোড়াসাঁকো)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩৩। রাগ ঃ ভৈরবী। ইংরেজি অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ– 'Do not leave me and go'. Anthology, Vol. I.

"কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে"

২। প্রেম ৫৫।

রচনা ১৩০২ কার্তিক ২৯। (জোড়াসাঁকো)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩৩। রাগ ঃ সিন্ধু কানাড়া।

"হৃদয়শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গল লগনে"

১। পূজা ৫২৩।

রচনা ১৩০২ কার্তিক ২৯। (জোড়াসাঁকো)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। পাঠ– ''হৃদয়চন্দ্র হৃদিগগনে''। কাব্যগ্রন্থাবলীতে নেই। ১৩০৭ সালের মাঘোৎসব গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২২ শক (১৩০৭) ফাধন, ১৭৭, রাগ ঃ ইমন কল্যাণ, তাল ঃ একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

''নহ মাতা, নহ কন্যা, নব বধূ, সুন্দরী রূপসী''

৩। নাট্যগীতি ১১৪।

রচনা ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২ (৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫)। (শিলাইদহের অভিমুখে জলপথে)। ''উর্বশ্রী'' চিত্রা ১৩০২ ফাধন। কাব্যগ্রন্থাবলী ১৩০৩ আশ্বিন 'চিত্রা'। দীর্ঘ 'কবিতার সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত গীতরূপ। কবির জীবনকালে 'শাপমোচন'– এর শেষ অভিনয় শান্তিনিকেতনে, ১৩৪৭ পৌষে। তদুদ্দেশ্যে ১৩৪৭ অগ্রহায়ণে রচিত গানের এই পাঠ শ্রী শান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে...।' দ্র. গীতবিতান ৩। গ্রন্থ পরিচয় ৯৯১।

''পাদপ্রান্তে রাখ' সেবকে''

১। পূজা ১২৫।

কলকাতায় মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত ও গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮১৭ শক (১৩০২) ফাধন, ১৮০। রাগ ঃ ঝিঁঝিট, তাল ঃ একতালা। কাব্যগ্রন্থাবলী (ব্রহ্ম) ৪৭০। ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ)।

''বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে''

২। আনুষ্ঠানিক ১৯।

১৩০২ সালের মাঘোৎসবে গীত। দ্র. ৫৪৮ সংখ্যক বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে। তত্ত্ববোধিনী ১৮১৭ শক ফাধন ১৮০। গানটি অন্য কোনো গীত সংগ্রহে নেই। স্বরলিপি ইন্দিরা দেবীর পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। ভাঙা গান। তাল ঃ ঝাঁপতাল।

''একদা প্রাতে কুঞ্জতলে অন্ধ বালিকা''

৩। নাট্যগীতি ৫৩।

রচনা ২৫ মাঘ ১৩০২ (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬) (কলকাতা)। 'নারীর দান' চিত্রা ১৩০২ ফাধন। কাব্যগ্রন্থাবলী ১৩০৩ আশ্বিন 'চিত্রা'। গান (১৯০৯) বিবিধ, পৃঃ ১০৬। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ ঝাঁপতাল। গীতবিতান ১ম ও ২য় সংস্করণের কোনো খণ্ডেই নেই। স্বরলিপি নেই।

"তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মতো এসে"

৩। নাট্যগীতি ৫৫।

কাব্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'চৈতালি' (আশ্বিন ১৩০৩) কাব্যের 'গান' কবিতাটির প্রথম ও শেষ স্তবক, মধ্যবর্তী স্তবক বর্জিত। রচনা ২৯ চৈত্র ১৩০২। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় পৃঃ ৯৮৩।

"কেন নিবে গেল বাতি"

৩। নাট্যগীতি ৫৪।

রচনা ৪ ফাধন ১৩০২ (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ কলকাতা)। 'দুরাকাঙ্ক্ষা' চিত্রা ১৩০২ ফাধন। কাব্যগ্রন্থাবলী ১৩০৩ আশ্বিন 'চিত্রা'। গান (১৯০৯) বিবিধ পৃঃ ১০৯। রাগ ঃ গৌড়সারং, তাল ঃ একতালা। গীতবিতান প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কোনো খণ্ডেই নেই। স্বরলিপি নেই।

"উজ্জ্বল করো হে আজি এ আনন্দ রাতি"

২। আনুষ্ঠানিক ৩।

দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী নলিনী দেবীর সহিত সুহৃৎনাথ চৌধুরীর বিবাহোৎসব উপলক্ষে রচিত (১৩০৩ বৈশাখ ৯, কলকাতা)। দ্র. সাহিত্য পত্রিকা ১৩০৩ বৈশাখ ৭৪। কাব্যগ্রন্থাবলী (ব্রহ্ম) ৪৬৯। রাগ ঃ ভূপালি, তাল ঃ একতালা। স্বরলিপি নেই।

বয়স ৩৫।১৩০৩-০৪।১৮৯৬-৯৭

নিম্নলিখিত গানগুলি ১৩০৩ সালের ২৯ ভাদ্রের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভ ২৬৯। গানগুলি কলকাতায় মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত। দ্র. তত্ত্ববোধিনী ১৮০৮ শক (১৩০৩) ফাধন। পৃঃ ১৭৪-৭৫।

"শীতল তব পদছায়া"

১। পূজা ৪৭১।

১৩০৩ সালের ১৪ শ্রাবণের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (ব্রহ্ম) ৪৬৯। রাগ ঃ ইমন কল্যাণ, তাল ঃ কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ), ভাঙা গান।

“আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব”

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৫৪।

১৩০৩ সালের ১৪ শ্রাবণের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (ব্রহ্ম) ৪৬৯। রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ)। ভাঙা গান।

“আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে”

১। পূজা ২৫১।

রচনা ১৩০৩ সালের ১৪ শ্রাবণ। (ইচ্ছামতী)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (চৈতালী) ৪২৬, ‘প্রার্থনা’। তত্ত্ববোধিনীর সুর তাল, রাগ ঃ কেদারা, তাল ঃ চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)।

“তোমা-হীন কাটে দিবস হে প্রভু”

১। পূজা ৪৪৩।

১৩০৩ সালের ২৯ ভাদ্রের মধ্যে রচিত। হিন্দী ভাঙা গান বলিয়া অনুমিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (ব্রহ্ম) ৪৬৯। রাগ ঃ বাগেশ্রী, তাল ঃ আড়াঠেকা। স্বরলিপি নেই।

“হৃদয় আবরণ খুলে গেল”

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৮১।

১৩০৩ সালের ২৯ ভাদ্রের মধ্যে রচিত। হিন্দীভাঙা গান বলিয়া অনুমিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলীতে নেই।

“আমার সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও”

১। পূজা ১২৩।

১৩০৩ সালের ২৯ ভাদ্রের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলীতে নেই। তত্ত্ববোধিনীর সুর, তাল, দেশ- একতালা।

“আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম”

১। পূজা ৪১৬।

১৩০৩ সালের ২৯ ভাদ্রের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলীতে (ব্রহ্ম) ৪৬৯, রাগ ঃ হাম্বির, তাল ঃ তেওড়া। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)।

"মধুর রূপে বিরাজ হে বিরাজ"

১। পূজা ৫৪৪।

১৩০৩ সালের ২৯ ভাদ্রের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (ব্রহ্ম) ৪৬৯। রাগ ঃ তিলককামোদ, তাল ঃ ঝাঁপতাল। ১৩০৫ সনের মাঘোৎসবে গীত। দ্র. তত্ত্বমোধিনী ১৮২০ শক (১৩০৫) ফাধন ১৯৫। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ), সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩০৯ আষাঢ়। ভাঙা গান।

"কে যায় অমৃতধামযাত্রী"

১। পূজা ২৫২।

রচনা ১৩০৩ ভাদ্র ২৯। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৬৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (ব্রহ্ম) ৪৬৯। রাগ ঃ বেহাগ। সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৪ বৈশাখ, ব্রহ্মসঙ্গীত (৪র্থ ভাগ)। গানটি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে রচিত হয়েছিল।

"এ কী করুণা, করুণাময়"

১। পূজা ৪৬১।

কাব্যগ্রন্থাবলী (ব্রহ্ম) ৪৬৯। রাগ ঃ বাহার। দ্র. ৫৮৩ সংখ্যক 'হৃদয় আবরণ খুলে গেল' (৩। পূজা এ প্রার্থনা ৮) আদি গানটিকে ভাঙিয়া মাঘোৎসবের জন্য পুনরায় লিখিত হয়। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় পৃঃ ৯৯৭। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে"

১। পূজা ৩৩৭, ৩।

পূজা ও প্রার্থনা ৫৬। কাব্যগ্রন্থাবলী (ব্রহ্ম) ৪৬৮। রাগ ঃ ইমন কল্যাণ, তাল ঃ পটতাল। ১৩০৬ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২১ শক ফাধন ১৮১, এই খানে রাগ ঃ ইমন কল্যাণ, তাল ঃ তেওরা। স্বরলিপি সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩০৯ বৈশাখ, ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৬ বৈশাখ- আষাঢ়। ভাঙা গান।

"ব্যাকুল প্রাণ কোথা সুদূরে ফিরে"

১। পূজা ৪৩৭।

কাব্যগ্রন্থাবলী (ব্রহ্ম) ৪৬৯। রাগ ঃ ভূপালি, তাল ঃ মধ্যমান। স্বরলিপি নেই।

"সুধাসাগরতীরে হে, এসেছে নরনারী"

২। আনুষ্ঠানিক ২।

কাব্যগ্রন্থাবলী (ব্রহ্ম) ৪৬৯, রাগ ঃ সাহানা, তাল ঃ ধামার। ১৩০৪ সনের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮১৯ শক ফাধন ১৭৯। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। "... হিন্দীভাঙা গান। 'সঙ্গীত মঞ্জরী' গ্রন্থে মূল গানটি আছে। তার প্রথম পঙ্‌ক্তি হল "আয়ো ফাগুন বাড়ো মান নন্দকো ছয়লে। ডোলে গোকুল কি ডগর।" (নায়কী কানাড়া)"। দ্র. "রবীন্দ্রজীবনে গীতরচনার একটি অজ্ঞাত যুগ"ঃ শান্তিদেব ঘোষ। শারদীয়া দেশ পত্রিকা ১৩৭৮, পৃঃ ১০২। ভাঙা গান।

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী"

১। স্বদেশ ২৩।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কংগ্রেসের অভ্যাগতগণ আমন্ত্রিত হন ১৮৯৬ ডিসেম্বরে। অভ্যাগতগণের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যারিস্টার মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে তাঁহার নবরচিত গান 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গাহিয়াছিলেন। দ্র. সরলা দেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা', পৃঃ ১৬৮। গানও স্বরলিপি, ভারতী ১৩০৩ মাঘ। কল্পনা ১৩০৭ বৈশাখ 'ভারতলক্ষী'। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (বিবিধ) ১৬৫, রাগ ঃ ভৈরবী। শতগান, ভারততীর্থ।

নিম্নলিখিত গানগুলি ১৩০৩ সনে কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৮ শক (১৩০৩) ফাধন। পৃঃ ১৭৪-৭৫।

"আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে"

১। পূজা ১৭২।

রাগ ঃ বাহার, তাল ঃ চৌতাল। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (ব্রহ্ম) ২৬৬। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান। মূল গান "ফুলে বন ঘন মোর"।

"হরষে জাগো আজি"

১। পূজা ২৮২।

রাগ ঃ হাম্বির, তাল ঃ ধামার। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (ব্রহ্ম) ২৭০। ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ)। ভাঙা গান।

"আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে"

১। পূজা ৫০৮।

স্বরলিপি ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৪ পৌষ ও ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। গান ১৯৯০ (ব্রহ্ম) ৩৮৫, রাগ ঃ আড়ানা, তাল ঃ ঢিমেতেতালা।

"শান্তি করো বরিষন নীরব ধারে"

১। পূজা ৪১০।

রাগ ঃ তিলককামোদ, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (ব্রহ্ম) ৩১৯। স্বরলিপি ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩০৯ বৈশাখ, ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"সুন্দর বহে আনন্দমন্দানিল"

১। পূজা ৫৩৭।

রাগ ঃ ইমন কল্যাণ, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। কাব্যগ্রন্থ ৮ম, ১৩১০-১১ (ব্রহ্ম) ২৯৪। স্বরলিপি ঃ ভারতী ১৩০৭ অগ্রহায়ণ, সরলা দেবী কৃত, ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)। ভাঙা গান।

"ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে"

২। প্রকৃতি ২৭।

রচনা ১৩০৪ বৈশাখ ১৭ (জোড়াসাঁকো)। ভারতী ১৩০৬ আষাঢ় ২০৬-২০৮ 'বর্ষামঙ্গল। কল্পনা (১৩০৭)। কাব্যগ্রন্থ ১৩১০ তৃতীয় খণ্ডে 'বর্ষামঙ্গল' শিরোনামে 'প্রকৃতি গাথা'র অন্তর্ভুক্ত, পৃঃ ৯৮-১০১। কবিতা রচনা ২৮ বৎসরে পরে ১৩৩২ সনে কলকাতায় জোড়াসাঁকোয় 'শষবর্ষণ' অভিনয়কালে এইটিকে গীতরূপ দান করা হয়। সবুজপত্র ১৩৩২ কার্তিক। দ্রষ্টব্য শ্রাবণ গাথা (১৩৪১)।

বয়স ৩৬। ১৩০৪।১৮৯৭-৯৮

"সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে মুখ তুলে চাও"

৩। নাট্যগীতি ৫৭।

রচনা ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ (২৬ মে ১৮৯৭) (বোলপুর)। 'স্পর্ধা' কল্পনা ১৩০৭ বৈশাখ। গান (১৯০৯) বিবিধ পৃঃ ১৯৩ কীর্তনের সুর। গীতবিতান প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কোনো খণ্ডেই নেই।

"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি"

২। প্রেম ১৩৮।

স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী-কৃত বীণাবাদিনী ১৩০৪ শ্রাবণ ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (বিবিধ) ২১। রাগ ঃ কাফি, তাল ঃ একতালা।

"ভক্তহৃদিবিকাশ প্রাণবিমোহন"

১। পূজা ৪৬৮।

১৩০৪ সালের ভাদ্র মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। ১৩০৪ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮১৯ শক (১৩০৪) ফাধন ১৭০। রাগ ঃ ছায়ানট, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (ব্রহ্ম) ২৮৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"পান্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ"

১। পূজা ২৭৯।

১৩০৪ সালের ২৮ ভাদ্রের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০, হিন্দী ভাঙা গান। ১৩০৯ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৪ শক (ফাধন) ১৬১, রাগ ঃ ললিত, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম গান (ব্রহ্ম) ৩১০। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা"

১। পূজা ৩২৪।

১৩০৪ সালের ২৮ ভাদ্রের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০, মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৩০৪ ফাধন ১৮০, রাগ ঃ লচ্ছাসার, তাল ঃ ঝাঁপতাল। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৮৭, ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)। ভাঙা গান।

"আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি"

১। পূজা ২৪০।

১৩০৪ সালের ২৮ ভাদ্রের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০, হিন্দী ভাঙা গান। 'আনন্দ উষাকালে মঙ্গলরবি' মাত্র এক পঙ্‌ক্তি-ধৃত। ১৩০৯ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৪ শক ফাধন ১৬৩। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৯৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"কেন ধরে রাখা ও যে যাবে চলে"

২। প্রেম ২৪১।

১৩০৪ সালের ২৮ ভাদ্রের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী-কৃতঃ বীণাবাদিনী ১৩০৪। কাব্যগ্রন্থ ৮ম গান (বিবিধ) ৩২। রাগ ঃ রামকেলী, তাল ঃ একতালা। নবীন ১৩৩৭ ফাধন (দ্বিতীয় পর্ব) সংক্ষিপ্ত রূপ, বনবাণী (১৩৩৮ আশ্বিন)।

"কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে"

২। প্রেম ১২৩।

১৩০৪ সালের ২৮ আশ্বিনের মধ্যে রচিত। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। কল্পনা ১৩০৭ বৈশাখ 'লীলা' শিরোনামে। কাব্যগ্রন্থ ৮ম গান (বিবিধ) ১৮। রাগ ঃ সিন্ধু ভৈরবী।

"হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে"

২। প্রকৃতি ৩০।

১৩০৪ সালের ৬ আশ্বিনের মধ্যে রচিত (ইচ্ছামতী)। ঝড়-বাদলা। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০, পাঠ- 'হেরি নবীন শ্যামল ঘন'। কল্পনা ১৩০৭ বৈশাখ 'নব-বিরহ' শিরোনামে। কাব্যগ্রন্থ ৮ম গান (বিবিধ) ২৮-২৯। রাগ ঃ মল্লার।

"কেন যামিনী না যেতে জাগালে না"

২। প্রেম ১২৪।

রচনা ১৩০৪ আশ্বিন ৭ (যমুনা নদী)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। কল্পনা (১৩০৭ বৈশাখ) 'লজ্জিতা' শিরোনামে। রাগ ঃ ভৈরবী। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (বিবিধ) ২৪।

"আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে"

২। বিচিত্র ৬৮।

রচনা ১৩০৪ আশ্বিন ৮ (ধলেশ্বরী)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। কল্পনা (১৩০৭ বৈশাখ) 'কাল্পনিক'। রাগ ঃ বেহাগ। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (বিবিধ) ৪৫।

"ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে"

২। প্রেম ৩৪।

রচনা ১৩০৪ আশ্বিন ৮ (সাজাদপুর)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। কল্পনা (১৩০৭ বৈশাখ) 'যাচনা'। কীর্তনের সুর। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (বিবিধ) ২৭।

"তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা"

২। প্রেম ৩৬, ৩।

প্রেম ও প্রকৃতি ৫৬। রচনা ১৩০৪ আশ্বিন ৯ (চলল বিল)। ঝড়বৃষ্টি। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। পাঠ– "তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদুর"। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ বীণাবাদিনী। কল্পনা (১৩০৭ বৈশাখ) 'মানসপ্রতিমা'। রাগ ঃ ইমন কল্যাণ। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (বিবিধ) ৬৯। ইন্দিরা দেবীর 'গানের বহি'তে কবির হস্তে লিখিত পাঠ– "তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার নিভৃত সাধনা" ইত্যাদি। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ১০০২।

"যদি বারণ কর তবে গাহিব না"

২। প্রেম ১২২।

রচনা ১৩০৪ আশ্বিন ৯ (চলন বিল)। দিনে দু-তিনবার করে ঝড় হচ্ছে। বোট টলমল। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ বীণাবাদিনী। কল্পনা (১৩০৭ বৈশাখ)। 'সংকোচ'। রাগ ঃ ছায়ানট। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (বিবিধ) ২০।

"আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা"

২। প্রেম ৫৩।

রচনা ১৩০৪ আশ্বিন ১০। (নাগর নদী)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। কল্পনা (১৩০৭ বৈশাখ) 'প্রার্থী'। রাগ ঃ কালাংড়া। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (বিবিধ) ২২।

"সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে"

২। প্রেম ৬১, ৩।

পরিশিষ্ট ১। রচনা ১৩০৪ আশ্বিন ১০ (নাগর নদী)। রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭০। কল্পনা ১৩০৭ বৈশাখ 'সকরুণা' শিরোনামে (র-র-৭। ১৬৭) আলেয়া। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (বিবিধ) ১৮। নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা' (১৩৪৫)-তে প্রথম চার পঙ্‌ক্তি গৃহীত। প্রমদার গান। পঞ্চম দৃশ্য।

"বঁধু, মিছে রাগ কোরো না, কোরো না"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৫৮।

রচনা ১৩০৪ আশ্বিন ১০ (পতিসর)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭১। ইন্দিরা দেবীর 'গানের বহি' কপিতে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে গানটি পাওয়া যায়। কথা ও স্বরলিপি ঃ বীণাবাদিনী। গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ১০০৭। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৩ শ্রাবন-আশ্বিন। রাগ ঃ বারোয়াঁ মূলতান।

নিম্নলিখিত গানগুলি মাঘোৎসব উপলক্ষে কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৯ শক (১৩০৪) ফাধন। পৃঃ ১৮০।

"নিত্য সত্যে চিন্তন করো রে বিমল হৃদয়ে"

২। পরিশিষ্ট ৩-৩।

রাগ ঃ আড়ানা, তাল ঃ ঝাঁপতাল। হিন্দী ভাঙা গান। রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭১। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৮৩। স্বরলিপি সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৩ চৈত্র।

"কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু"

১। পূজা ৪৪৬।

রাগ ঃ সিন্ধু, তাল ঃ আড়াঠেকা। "অমলা দাশকে দিয়ে উপাসনায় গাওয়ানো হয়েছিল... রাধিকা গোস্বামী তাঁকে শিখিয়েছিলেন।"– শান্তিদেব ঘোষ ঃ শারদীয়া দেশ পত্রিকা ১৩৭৮, পৃঃ ১০। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭১। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম)। ভাঙা গান।

"উঠি চলো, সুদিন আইল"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৫৮।

রাগ ঃ কেদারা, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। হিন্দী ভাঙা গান। দ্র. রবীন্দ্র প্রতিভা ২৭১। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৬৯।

''লহো লহো তুলি লহো হে ভূমিতল হতে''

১। পূজা ৪১২।

রাগ ঃ আড়ানা, তাল ঃ কাওয়ালি। ১৩০৪ মাঘোৎসব গীত। হিন্দী ভাঙা গান হওয়া সম্ভব। স্বরলিপি নেই।

''কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়নীরে''

৩। জাতীয় সঙ্গীত ১২।

রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭১। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ বীণাবাদিনী। উৎসাহ ১৩০৫ বৈশাখ, ১৩। কল্পনা (১৩০৫ বৈশাখ) 'সে আমার জননী রে' (র-র-৭। ১৫৬)। রাগ ঃ ভৈরবী রূপক। কাব্যগ্রন্থ ৪র্থ ভাগ 'স্বদেশ' ভুক্ত, ৬৩। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (জাতীয় সঙ্গীত) ২২৫।

''দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে হৃদয় নাথ''

২। আনুষ্ঠানিক ১।

রচনা ১৩০৪ (কোনো আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে রচিত)। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭১। কল্পনা (১৩০৭ বৈশাখ) 'বিবাহ-মঙ্গল'। রাগ ঃ ঝিঁঝিট (র-র-৭। ১৬৮)। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবীর পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

''আইল শান্ত সন্ধ্যা, গেল অস্তাচলে শ্রান্ততপন''

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৫৭।

''স্বরলিপিযুক্ত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিতে ও বীণাবাদিনী ১৩০৫ ভাদ্র সংখ্যায় পাওয়া যায়।'' গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৯৯৮। গানটিকে রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো গীতগ্রন্থে পাওয়া যায় না। ভাঙা গান।

বয়স ৩৭ ।১৩০৫ ।১৮৯৯

নিম্নলিখিত গানগুলি ১৩০৫ সালের মাঘোৎসব উপলক্ষে কলকাতায় আদি ব্রহ্মসমাজে গীত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮২০ (১৩০৫) শক ফাধন সংখ্যায় 'নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৭৭-৯৬।

"বিমল আনন্দে জাগো রে"

১। পূজা ২৮৩।

রাগ ঃ বাহাদুরী টোড়ী, তাল ঃ ঢিমেতেতালা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৮৮। ভাঙা গান।

"পিপাসা হায় নাহি মিটিল"

১। পূজা ৪৪১।

রাগ ঃ রাগিণী ভৈরবী, তাল ঃ কাওয়ালি। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৮৩। ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ), ভাঙা গান।

"তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো, সখা, তাই"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৬৬।

আখর যুক্ত কীর্তন। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (ব্রহ্ম) ২৭৬। স্বরলিপি নেই।

"দিন ফুরালো হে সংসারী"

১। পূজা ৫১২।

রাগ ঃ ভীমপলশ্রী, তাল ঃ আড়াঠেকা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৮০। 'বিসর্জন' নাটক অভিনয়কালে অন্তর্ভুক্ত। সাহানা দেবীর সুরস্মৃতি অনুসারে।

"চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না"

১। পূজা ৪১৩।

রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ কাওয়ালি। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৭৪। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল"

১। পূজা ৩৩১।

রাগ ঃ ঝিঁঝিট, তাল ঃ মধ্যমান, কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' ১৩১০-১১ (ব্রহ্ম) ২৯৪। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৯ শ্রাবণ-আশ্বিন।

বয়স ৩৮।১৩০৬। ১৯০০

নিম্নলিখিত গানগুলি ১৩০৬ সালের মাঘোৎসব উপলক্ষে কলকাতায় আদি ব্রহ্মসমাজে গীত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮২১ শক (১৩০৬) ফাধন সংখ্যায় প্রকাশিত। পৃঃ ১৭৬-৮৮।

"তোমারি নামে নয়ন মেলিনু"

১। পূজা ৫০৫।

রাগ ঃ আশা ভৈরোঁ। তাল ঃ তেওরা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম ২৭৭। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)। বৈতালিক।

"আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কিবা শোভা দেখালে"

১। পূজা ৪৬৭।

রাগ ঃ দেওগান্ধার, তাল ঃ চৌতাল। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৪৬।

"রক্ষা করো হে"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৬০।

রাগ ঃ আসাবরি, তাল ঃ চৌতাল। ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৯২। স্বরলিপি নেই।

"সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয় নির্মল প্রাণে"

১। পূজা ৩২৩।

রাগ ঃ খট্, তাল ঃ ঝাঁপতাল, কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৯৩। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"আজি প্রণমি তোমারে চলিব, নাথ, সংসার কাজে"

১। পূজা ৪৯৫।

রাগ ঃ বিভাস, তাল ঃ একতালা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৪৬। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে"

১। পূজা ৫০০।

রাগ ঃ খাম্বাজ, তাল ঃ একতালা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৭৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"হৃদিমন্দিরদ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ"

১। পূজা ৩০৬।

রাগ ঃ কেদারা, তাল ঃ ধামার, কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৯৬। ব্রহ্মসঙ্গীত (৩য় ভাগ)।

"আজি এ ভারত লজ্জিত হে"

১। স্বদেশ ৩৮।

রাগ ঃ ভূপালি, তাল ঃ কাওয়ালি। কথা ও স্বরলিপি ঃ ভারতী ১৩০৬ মাঘ। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (জাতীয়) ১৬৩।

"সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ভ্রমিছ"

১। পূজা ৪৩৯।

রাগ ঃ গৌড়মল্লার, তাল ঃ কাওয়ালি। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৯৩।

"বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে"

১। পূজা ৪৬৯।

রাগ ঃ আড়ানা, তাল ঃ চৌতাল। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৮৭। ব্রহ্মসঙ্গীত (৪র্থ ভাগ)। ভাঙা গান।

"ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে"

১। পূজা ১২৪।

রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ চৌতাল। অনুমান ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শিলাইদহে বাসকালে জন্মদিন স্মরণে রচিত। কল্পনা (১৩০৭ বৈশাখ) 'জন্মদিনের গান' (র-র-৭। ২০১)। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৮৮।

"ইচ্ছা যবে হবে লইয়ো পারে"

১। পূজা ৪৪৮।

রাগ ঃ কালাংড়া, তাল ঃ ঠুংরি। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৬৯। ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ)।

"প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ আমারে দিবস রাত"

১। পূজা ৩৯৩।

রাগ ঃ সিন্ধু, তাল ঃ একতালা। স্বরলিপি ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৮৬। বহ্মসঙ্গীত (৩য় ভাগ)।

"আমি সংসারে মন দিয়েছিনু"

১। পূজা ৩৩৩, ৩। পূজা ও প্রার্থনা ৬৪।

কীর্তন। কল্পনা ১৩০৭ বৈশাখ 'পূর্ণকাম' শিরোনামে (র-র-৭। ২০১)। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৬৮।

"দিনের বিচার করো"

২। আনুষ্ঠানিক ২০।

রাগ ঃ পূরবী, তাল ঃ একতালা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮২১ শক (১৩০৬ ফাধন), পৃঃ ১৮১। গানটি কবির রচনা নয় বলিয়া অনুমিত। দ্র. শারদীয়া দেশঃ ১৩৭৮, পৃঃ ১০৩। স্বরলিপি নেই।

"ভাঙা দেউলের দেবতা"

৩। নাট্যগীতি ৬১।

রচনা ১৩০৬ শেষে অনুষ্ঠিত। কল্পনা ১৩০৭ বৈশাখ 'ভগ্নমন্দির' শিরোনামে (র-র-৭। ১৯৫) কাব্যগ্রন্থ ১ম ভাগ ১৩১০ 'সোনার তরী' অংশে। পৃঃ ১৩৮। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (বিবিধ) ৭২। রাগ ঃ পূরবী, তাল ঃ একতালা। গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৯৮৭। স্বরলিপি নেই।

"কমলবনের মধুপরাজি এসো হে কমলভবনে"

২। বিচিত্র ৮।

রচনা ১৩০৬ সালের শেষে বা ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ ২ তারিখের মধ্যে। দ্র. রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা ঃ পাণ্ডুলিপি পরিচয়। কানাই সামন্ত, কবি ও কবিতা ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা। পৃঃ ২৬০। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান'-এ নেই। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (বিবিধ) ৬৫। রাগ ঃ মিশ্র সিন্ধু, তাল ঃ একতালা।

বয়স ৩৯।১৩০৭।১৯০০-০১

'চিরকুমার সভা' প্রথমে 'ভারতী' পত্রে ১৩০৭ বৈশাখ-কার্তিক, পৌষ-চৈত্র এবং ১৩০৮ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে (১৩১১) 'রঙ্গচিত্র' অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়। আরও পরে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ও 'চিরকুমার সভা' নামে পুস্তাকাকারে পাওয়া যায়।

"কী জানি কী ভেবেছ মনে"

৩। নাট্যগীতি ৬৫।

'ভারতী' ১৩০৭ বৈশাখ। 'চিরকুমার সভা' প্রথম পরিচ্ছেদ। অক্ষয়ের গান। রাগ ঃ ঝিঁঝিট। রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী (হিতবাদী সং ১৩১১) পৃঃ ২৫৯। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৩১৪ ফাধন (র-র-৪। ২২০)। চিরকুমার সভা ১৩৩২ ফাধন (র-র-১৬।১৫১)।

"ওগো হৃদয়বনের শিকারী"

৩। নাট্যগীতি ৭৮।

ভারতী ১৩০৭ বৈশাখ। চিরকুমার সভা' প্রথম পরিচ্ছেদ। অক্ষয়ের গান। রাগ ঃ সিন্ধু ভৈরবী। রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী (হিতবাদী ১৩১১) পৃঃ ২৬২। প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৩১৪ ফাধন (র-র-১৬) নেই।

"অভয় দাও তো বলি আমার Wish কী"

৩। নাট্যগীতি ৬৩।

ভারতী ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ। 'চিরকুমার সভা' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অক্ষয়ের গান। রাগ ঃ বেহাগ। রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী (হিতবাদী ১৩১১) পৃঃ ২৭৭ পাঠ– 'যদি জিজ্ঞাসা কর আমার Wish কী। তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি কেবল হুইস্কি।' প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৩১৪ ফাধন (র-র-৪। ২৩৪)। চিরকুমার সভা ১৩৩২ ফাধন (র-র-১৬। ১৬১)।

"কত কাল রবে বল' ভারত রে"

৩। নাট্যগীতি ৬৪।

ভারতী ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ। 'চিরকুমার সভা' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অক্ষয়ের গান। লক্ষ্ণৌ ঠুংরি। রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী (হিতবাদী ১৩১১) পৃঃ ২৬৮-৬৯। প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৩১৪ ফাধন (র-র-৪। ২৩৬)। চিরকুমার সভা ১৩৩২ ফাধন (র-র-১৬। ১৬৩)। ভাঙা গান।

"নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে"

২। প্রকৃতি ১০৮।

রচনা ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ ২০ (১৯০০ জুন ২) (শিলাইদহ)। ক্ষণিকা ১৩০৭ শ্রাবণ 'আষাঢ়' (র-র-৭। ২৮৭) রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা ঃ পাণ্ডুলিপি পরিচয় কানাই সামন্ত, কবিও কবিতা, বর্ষ ৪ সংখ্যা ২, পৃঃ ২৬১। কাব্যগ্রন্থ ৩য় ভাগ ১৩১০ প্রকৃতি গাথা পৃঃ ১০৮। গীতবিতান ১ম সংস্করণ ১৩৩৮ আশ্বিন পর্যন্ত কবিতাটির কোনো গীতরূপ পাওয়া যায় নাই। গীতরূপ পাওয়া যায় গীতবিতান দ্বিতীয় খণ্ডের (২য় সংস্করণ ১৩৪৮ মাঘ) 'বর্ষা' অংশে। পৃঃ ১৯৯। স্বরলিপি শৈলজারঞ্জন মজুমদার ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭০ শ্রাবণ-আশ্বিন, ৯৯-১০২।

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো"

২। প্রকৃতি ১১৩।

রচনা ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ ২০ (১৯০০ জুন ২) (শিলাইদহ)। ক্ষণিকা ১৩০৭ শ্রাবণ 'নববর্ষা' শিরোনামে (র-র-৭। ২৯১-৯৩)। ভারতী ১৩০৭ আষাঢ়, ২৯৭। গানটির গীতবিতান প্রথম সংস্করণ ১৩৩৮ পর্যন্ত কোনো গীতরূপ ছিল না। গীতবিতান ২য় সংস্করণ ১৩৪৮ মাঘ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ বর্ষা অংশ। পৃঃ ২০১। অংশত গীতরূপ এখানে প্রথম পাওয়া যায়।

"হে নিরুপমা, গানে যদি লাগে বিহ্বল তান"

২। প্রেম ৩৯।

রচনা ১৩০৭ আষাঢ় ১ (১৯০০ জুন ১৫)। ক্ষণিকা ১৩০৭ শ্রাবণ 'অবিনয়' শিরোনামে (র-র-৭। ২৯৫-৯৭)। কাব্যগ্রন্থ ২য় ভাগ ১৩১০ 'প্রেম' অংশ। পৃঃ ৩৪৭। সামান্য পাঠান্তর আছে। গীতবিতান ১ম সংস্করণ ১৩৩৮ পর্যন্ত ইহার গীতরূপ ছিল না। গীতবিতান ২য় সংস্করণ ১৩৪৮ মাঘঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ 'প্রেমবৈচিত্র্য' অংশ পৃঃ ১৭। এখানে প্রথম গীতরূপ পাওয়া যায়। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ কার্তিক-পৌষ। পৃঃ ২৩০-৩৪।

"কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি"

২। বিচিত্র ৭৫।

রচনা ১৩০৭ আষাঢ় ৪ (১৯০০ জুন ১৮)। ক্ষণিকা ১৩০৭ শ্রাবণ 'কৃষ্ণকলি' (র-র-৭। ২৯৭) কাব্যগ্রন্থ ২য় ভাগ 'লীলা' অংশ। পৃঃ ১৪১। ১৩৩৮ সালে কবির জন্মোৎসবে অনুষ্ঠিত 'শাপমোচন' নাটিকা অভিনয়কালে কবি তাঁহার তিনটি কবিতায় সুর বসাইয়াছেন। 'কৃষ্ণকলি' তাদের মধ্যে একটি। দ্র. গীতবিতান ৩য় খণ্ড ১ম সংস্করণ ১৩৩৯ শ্রাবণ পৃঃ ৬৬৯ পাঠ পরিচয় ঃ সুধীরচন্দ্র কর।

"১৯৩১ সালে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে 'ক্ষণিকা'র 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটিতে সুর দিলেন কীর্তন ও নানা রাগিনী মিশিয়ে–" শান্তিদেব ঘোষ ঃ রবীন্দ্র সংগীত। পৃঃ ১৭০। গীতবিতান ২য় সংস্করণ ১৩৪৮ মাঘ (বিচিত্র) পৃঃ ৩০০।

"যাবই আমি যাবই ওগো বাণিজ্যেতে যাবই"

২। বিচিত্র ৯৯।

রচনা শ্রাবণ ১৩০৭ (জুলাই ১৯০০) (কালিগ্রাম)। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' ক্ষণিকা ১৩০৭ শ্রাবণ। রচনাবলী ৭। ২৬১। তাশের দেশ ১৩৪০ ভাদ্র ২নং গান। রচনাবলী ২৩। ১৬৩ মূল কবিতার প্রথম দশ পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়া ২৪ পঙ্‌ক্তির গীতরূপ পাওয়া যায়। গীতবিতান ১৩৩৮ সংস্করণে নাই। গীতবিতান ২। বিচিত্র ৯৯। ৩১১ ক্ষণিকায় মুদ্রিত প্রথম স্তবক বাদে সমস্ত কবিতাটাই পাঠান্তরিত ভাবে মুদ্রিত আছে। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ।

"তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা"

১। পূজা ১০৩।

ভারতী ১৩০৭ কার্তিক ৬৭৭, মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২২ শক (১৩০৭)। রাগ ঃ ইমনকল্যাণ, তাল ঃ তেওরা। নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় ৪নং কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৭৯। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী সং ১৩১১) পৃঃ ১০৫২, 'গান' খণ্ডে শেষ গান নং ৪২৪। এই 'গান' অংশ গানের বহি (১৩০০ বৈশাখ) অনুসারে সজ্জিত। কেবল এই গানটিই তদতিরিক্ত।

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর"

১। পূজা ১৭৭।

আলাপিনী ১৩০৭ কার্তিক- অগ্রহায়ণ। কথা ও স্বরলিপি। নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় (র-র-৮। ২২)। ১৩০৭ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২২ শক ফাধন ১৬৭, রাগ ঃ জিলফ্‌বারোঁয়া, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৮৪। ব্রহ্মসঙ্গীত (৩য় ভাগ)।

"মানোমন্দির সুন্দরী! মণিমঞ্জীর গুঞ্জরী"

৩। নাট্যগীতি ৮২।

ভারতী ১৩০৭ পৌষ 'চিরকুমার সভা' অষ্টম পরিচ্ছেদ। অক্ষয়ের গান। রাগ ঃ সিন্ধু কাফি। রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী (হিতবাদী সং ১৩৩১) ৩০৯। প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৩১৪ ফাধন। নবম পরিচ্ছেদ (র-র-২৯১)। চিরকুমার সভা ১৩৩২ ফাধন (র-র-১৬। ২১৯)। ১৩২১ সালের 'গান' অবধি ইহার যে রূপ ছিল তাহাতে কতকগুলি নূতন ছত্র যোগ করিয়া বর্তমান পাঠটি ১৩২৭ সালে 'গান' গ্রন্থের নূতন সংস্করণে মুদ্রিত হয়। প্রচলিত চিরকুমার সভাতেও এই পাঠই আছে। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৯৮৮।

১৩০৭ সালের পৌষ মাসের মাঝামাঝি হইতে ফাধন মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দুই মাসে নৈবেদ্যর ৯০টি গান ও কবিতা লিখিত হয়। দ্র. চিঠিপত্র ৮, পত্র ১৩৫। পাবনা, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০১। নৈবেদ্য প্রকাশিত হয় ১৩০৮ আষাঢ় (১৯০১ জুলাই)। ইহাতে ১০০টি গান ও কবিতা আছে। মোহিতচন্দ্র সেন — সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থ' ৬ষ্ঠ খণ্ডে 'নৈবেদ্য' অংশে ৮৮টি গান ও কবিতা

আছে। কয়েকটি নূতন কবিতাও আছে যাহা মূল 'নৈবেদ্য'তে নাই। কয়েকটি কবিতা 'স্বদেশ' ও 'সংকল্প' খণ্ডে ভুক্ত হয়। 'নৈবেদ্য'র মোট ১৭টি গানের মধ্যে কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ডে ('গান') ৮টি গান মুদ্রিত আছে।

প্রিয়নাথ সেনকে ১৫ ফাধন ১৩০৭ লিখিতেছেন — ''গোলমালের মধ্যেও গোটা ৯০ নৈবেদ্য লিখেছি।" চিঠিপত্র ৮, পত্র ১৩৫। ইহার মধ্যে কয়েকটি গান। ১৮ মার্চ ১৯০১ ''আমার নৈবেদ্য ১০০ পেরিয়ে গেছে"। চিঠিপত্র ৮, পত্র ১৩৯।

''প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী"

১। পূজা ১৭৯।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৩০৭ ফাধন ১৭৮। রাগ ঃ কাফি, তাল ঃ ঝাঁপতাল। নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় (র-র-৮। ৭) কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৮৫। ব্রহ্মসঙ্গীত (৪র্থ ভাগ) ও সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৩ চৈত্র, সঙ্গীত গীতাঞ্জলি এবং "Twenty six songs by Rabindranath Togore. Notation by A. A. Bake. দ্র. Gitanjali No. 76.

''যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো"

১। পূজা ১০২।

নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় (র-র-৮। ১০)। ১৩০৯ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৪ শক ফাধন ১৬৪। রাগ ঃ সিন্ধু ভৈরবী, তাল ঃ ঝাঁপতাল। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩১৬। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। বৈতালিক।

''সংসার যবে মনে কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ"

১। পূজা ৪৭৯।

নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় (র-র-৮। ১১)। ১৩০৯ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৪ শক ফাধন ১৬৩, রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ একতালা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩২১। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। বৈতালিক।

"জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি"

১। পূজা ৪৯৮।

নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় (র-র-৮। ১২)। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান'-এ নাই। গান ১৯০৯। (ব্রহ্ম) ৩৫২। রাগ ঃ ১৩১৬ নায়েকী কানাড়া, তাল ঃ একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)।

"অমল কমল সহজে জলের কোলে"

১। পূজা ৩২৫।

নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় (র-র-৮। ১৬)। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান'-এ নাই। গান ১৯০৯। ১৩০৬ (ব্রহ্ম) ৩৫৭। রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ লঘু একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)।

"সকল গর্ব দূর করি দিব"

১। পূজা ৫১৫।

নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় (র-র-৮। ১৭)। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান'-এ নাই। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৫৩। রাগ ঃ আড়ানা, তাল ঃ একতালা।

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে"

১। পূজা ৫৯৬।

নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় (র-র-৮। ১৮)। ১৩০৯ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৪ শক ফাধন ১৭৫, রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ কাওয়ালি। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (ব্রহ্ম) ৩০৭। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি"

১। পূজা ২৩১।

নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় (র-র-৮। ২২)। ১৩০৯ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৪ শক ফাধন ১৬৪, রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ ঠুংরী। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩০৬। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে"

১। পূজা ১০৭।

নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় (র-র-৮। ৭৪-৭৫)। পাঠান্তর আছে। ১৩০৯ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৪ শক ফাধন ১৭৩, রাগ ঃ ইমনকল্যাণ, তাল ঃ ঝাঁপতাল। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (ব্রহ্ম) ৩২২। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"হে সখা, মম হৃদয়ে রহো"

১। পূজা ৪১১।

১১ই মাঘের মধ্যে রচিত কারণ গানটি মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২২ শক (১৩০৭) ফাধন ১৭৮, তাল ঃ একতালা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৯৬ ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ জ্বালাইয়া যাও"

২। প্রেম ২২৫।

ভারতী ১৩০৭ মাঘ 'চিরকুমার সভা' নবম পরিচ্ছেদ। অক্ষয়ের গান। রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী (হিতবাদী সং ১৩১১) প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৩১৪ ফাধন। দশম পরিচ্ছেদ (র-র-৪। ৩০৪)। কাব্যগ্রন্থের দশম খণ্ড ১৯১৬। ১৩২৩ (বিবিধ) ৯৫। সুরের উল্লেখ নাই। কাব্যগীতি ১৩২৩ পৌষ। স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবাহিণী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৪৭। 'চিরকুমার সভা' ১৩৩২ ফাধন (র-র-১৬। ২৩২)।

"তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়"

২। বিচিত্র ৬৭।

ভারতী ১৩০৭ ফাধন। 'চিরকুমার সভা' দশম পরিচ্ছেদ। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (বিবিধ) ৫৩। রাগ ঃ টৌড়িভৈরবী, তাল ঃ একতালা। রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী (হিতবাদী সং ১৩১১)। সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৪ আষাঢ়। প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৩১৪ ফাধন। একাদশ পরিচ্ছেদ (র-র-৪। ৩২৮) চিরকুমার সভা ১৩৩২ ফাধন (র-র-১৬। ২৫৬)।

বয়স ৪০। ১৩০৮। ১৯০১। ০২

"অলকে কুসুম না দিয়ো"

২। প্রেম ১২৬।

ভারতী ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ। 'চিরকুমার সভা' চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। অক্ষয়ের গান। রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী (হিতবাদী সং ১৩১১) প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৩১৪ ফাধন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ (র-র-৪। ৩৪৮)। কাব্যগ্রন্থ দশম খণ্ড ১৯১৬। ১৩২৩ (বিবিধ) ৯৬। কাব্যগীতি ১৩২৬ পৌষ ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত স্বরলিপি। প্রবাহিণী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ (বিবিধ) ১০৬। 'চিরকুমার সভা' ১৩৩২ ফাধন (র-র-১৬। ২৭৭)।

"কেন সারাদিন ধীরে ধীরে"

২। প্রেম ২৯৬।

ভারতী ১৩০৮ জৈষ্ঠ। 'চিরকুমার সভা' চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড গান (বিবিধ) ৯৩। রাগ ঃ মূলতান, তাল ঃ রূপকড়া। রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী (হিতবাদী ১৩১১)। প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৩১৪ ফাধন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ (র-র-৪। ৩৪৯)। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রবাসী ১৩১৪ ফাধন ও কাব্যগীতি ১৩২৬ পৌষ। চিরকুমার সভা ১৩৩২। ফাধন (র-র-১৬। ২৭৮)।

"মোরা সত্যের' পরে মন আজি কবির সমর্পণ"

২। বিচিত্র ৪০।

১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে রচিত ও গীত। পরে সেই বৎসর কোলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে গীত হয়। তত্ববোধিনী ১৮২৩ শক (১৩০৮) ফাধন ১৬৩। রাগ ঃ ভূপনারায়ণ, তাল ঃ একতালা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩০২। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা, ১৩২১ শ্রাবণ। অনুবাদক ইন্দিরা ঃ 'Song of truith' – To truth this day, we'll, we'll dedicate our mind"– V.B.Q. Nov' 40–Jan.'50.

নিম্নলিখিত গানগুলি কোলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮২৩ শক (১৩০৮) ফাধন, পৃঃ ১৬২-৬৯।

"মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে"

১। পূজা ৩৬৮।

রাগ ঃ রামকেলী, তাল ঃ তেওরা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩১৫। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"আমার বিচার তুমি করো"

১। পূজা ১১২।

রাগ ঃ কেদারা, তাল ঃ তেওরা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৬৩, ২৯৮, রাগ ঃ কেদারা, তাল ঃ একতালা। পাঠান্তর আছে। ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ)।

"আমি কী বলে করিব নিবেদন"

১। পূজা ৪৭৮।

রাগ ঃ সিন্ধুবারোঁয়া, তাল ঃ ঝাঁপতাল। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩০০। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)। ব্যঙ্গ-কৌতুক ১৩১৪ পৌষ। নিরুপমার গান (র-র-৭। ৩৭৪)।

"ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে"

১। পূজা ২৮১।

রাগ ঃ পরজ, তাল ঃ কাওয়ালি। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩০৫। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান"

৩। জাতীয় সঙ্গীত ১৩।

অনুমান গানটি ১৩০৯ সালের নববর্ষ উপলক্ষে রচিত ও গীত। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (বিবিধ) ১৬৬। নববর্ষের গান। পাঠ—'হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে' ইত্যাদি। স্বরলিপি ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা। পাঠান্তর আছে। উৎসর্গ (র-র-১০। ৮৮)।

"নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা'

৩। জাতীয় সঙ্গীত ১৪।

অনুমান গানটি ১৩০৯ সালের নববর্ষের উপলক্ষে রচিত ও গীত। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (বিবিধ) ১৬৯। রাগ ঃ মিশ্র ঝিঁঝিট, তাল ঃ একতালা। উৎসর্গ (র-র-১০। ৯০)। স্বরলিপি নেই।

।। পাঁচ ।।

বয়স ৪১। ১৩০৯। ১৯০২-০৩

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদুরের পিয়াসি"

২। বিচিত্র ৬৫।

প্রবাসী ১৩০৯ মাঘ-ফাধন ৩৩৬, 'সুদূর'। কাব্যগ্রন্থ ১৩১০ প্রথম ভাগ (ক) 'বিশ্ব' খণ্ডাংশের প্রবেশক কবিতা। উৎসর্গ ৮নং ১৩১১ বৈশাখ। র-র-১০। ১৭। ১৩২৪ কার্তিক 'ডাকঘর' অভিনয়কালে কবিতাটির গীতরূপ দান করা হয়। দ্র. সীতাদেবী ঃ 'পুণ্যস্মৃতি', ১৩৪০, পৃঃ ২৫৮-৬০। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রবাসী ১৩২৪ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৩৫-৩৬। গীতলেখা (২য় ভাগ)।

"জয় তব হোক জয়"

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ২।

"ভারতীয় সঙ্গীতসমাজ' আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানাইতে ১৯ মাঘ ১৩০৯ বা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ তারিখে যে সারস্বত সম্মিলনের আয়োজন করেন তদুপলক্ষে রচিত।"

চঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ডে পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্র ও আনুষাঙ্গিক বিবরণ আছে (পৃঃ ২৪৬)। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৯৯৭। গানটি অন্য কোন গীতগ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই। স্বরলিপি নেই।

নিম্নলিখিত গানগুলি ১৩০৯ সালে কোলকাতায় আদি ব্রাহ্ম সমাজে মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮২৪ শক (১৩০৯) ফাধন, পৃঃ ১৬৩-১৭৫।

"স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে"

১। পূজা ২৭৬।

রাগ ঃ রামকেলি, তাল ঃ একতালা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩২৩। দ্র. রবীন্দ্রপ্রতিভা ২৭১। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ওয়াঝেলওয়ার-কৃত স্বরলিপি রবীন্দ্রভবনে পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।

রাধিকা গোস্বামীর রেকর্ড অনুসারে স্বরলিপি। কানাই সামন্তকে লিখিত প্রফুল্লকুমার দাসের পত্র (১৮ জানুয়ারি ১৯৭৩) হইতে প্রাপ্ত তথ্য। পরে ইন্দিরা দেবীও গানটির স্বরলিপি করেন।

"মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে"

১। পূজা ২৭৮।

রাগ ঃ আসাবরি, তাল ঃ ঝাঁপতাল। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩০১। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে"

১। পূজা ২৪৮।

রাগ ঃ ললিত বিভাস, তাল ঃ একতালা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৯৭। দ্র. রবীন্দ্র প্রতিভা ২৭১। "স্ত্রীর মৃত্যুর পর 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটি লিখেছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস।" — রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃঃ ২১০। অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ। "Through death and sorrow there dwells peace" – Anthology, Vol. I.

"দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে"

১। পূজা ২৮০।

অনুমান গানটি ১৩০৯ অগ্রহায়ণ মাসে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর রচিত। রাগ ঃ সর্ফদা, তাল ঃ আড়া, কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩০৯। দ্র. রবীন্দ্র-প্রতিভা ২৭১। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৪ কার্তিক-পৌষ, ১৫২-৫৪। ভাঙা গান।

"এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ"

২। স্বদেশ ৩৫।

রাগ ঃ সুরট, তাল ঃ চৌতাল। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (জাতীয়) ১৬৮। (ব্রহ্ম) ৩০২। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। 'ভারততীর্থ'। ভাঙা গান।

"দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে"

১। পূজা ১১৭।

রাগ ঃ সুরট, মল্লর, তাল ঃ একাদশী। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩০৮। দ্র. রবীন্দ্র প্রতিভা ২৭১। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"মন্দিরে মম কে আসিলে হে"

১। পূজা ৪৬০।

রাগ ঃ আড়ানা, তাল ঃ একতালা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩১১। রবীন্দ্র প্রতিভা ২৭১। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"বাজাও তুমি কবি, তোমার সঙ্গীত সুমধুর"

১। পূজা ২৭৭।

রাগ ঃ বাহার, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩১৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"শূন্যহাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে"

১। পূজা ৪০০।

রাগ ঃ কাফি, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩২০। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা"

১। পূজা ১৭৬।

রাগ ঃ সাহানা, তাল ঃ নবতাল। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩১০। দ্র. রবীন্দ্র প্রতিভা ২৭১। পাঠান্তর আছে। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

"আমারে কর জীবনদান"

১। পূজা ও প্রার্থনা ৫৯।

রাগ ঃ শঙ্করা, তাল ঃ চৌতাল। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ২৯৯। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে, আর কোলাহল নাই"

১। পূজা ২৫৬।

রাগ ঃ পরজ , তাল ঃ রূপকড়া। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩০৩। রবীন্দ্র প্রতিভা ২৭১। ব্রহ্মসঙ্গীত (১ম ভাগ)।

বয়স ৪২। ১৩১০। ১৯০৩-০৪

নিম্নলিখিত দুইটি গান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ১৩০৯ সালের ১১ই মাঘ কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কাহারও বিবাহের জন্য লিখিয়াছেন। গান দুইটিকে মজুমদার পুঁথিতেও পাওয়া যায়। দ্র. রবীন্দ্র প্রতিভা ২৭২। "সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহের দিন ছিল ১৪ আষাঢ় ১৩১০ সাল। মনে হয়, এই বিবাহের পূর্বে জ্যৈষ্ঠ মাসে এই দুইটি গান গুরুদেব রচনা করেছিলেন" — শান্তিদেব ঘোষ ঃ শারদীয়া দেশ, ১৩৭৮, পৃঃ ১০৭।

"যে তরণী খানি ভাসালে দুজনে"

২। আনুষ্ঠানিক ৮।

কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩৩৭। রাগ ঃ ভূপালি, তাল ঃ কাওয়ালি। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী। বিশ্বভারতী ১৩৬৩ কার্তিক-পৌষ।

"দুজনে যেথায় মিলিছে সেথায়"

২। আনুষ্ঠানিক ৭।

কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩৩৭। রাগ ঃ সিন্ধুভৈরবী, তাল ঃ একতালা। স্বরলিপি নেই।

"তোমার কটি-তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া"

৩। নাট্যগীতি ৮৩।

রচনা ১৩১০ সালের ৫ শ্রাবণ [আলমোড়া]। বঙ্গদর্শন ১৩১০ ভাদ্র, ২৪৬। 'শিশু' কাব্যের একমাত্র এই কবিতাটিই সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। "'শিশু' কাব্যে (কাব্যগ্রন্থ ঃ দশম ভাগ ১৩১০) যে কবিতা আছে এই রচনা তাহারই সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৩৩৮ সালের 'গীত্যোৎসব' (২৮, ২৯ ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন) উপলক্ষে কবি ইহাতে সুরারোপ করেন ও বালক নটের নৃত্যসহযোগে তাহারই

রূপ দেন। গীতবিতান গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৯৮৮।

"জননী দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে"

১। স্বদেশ ৩৭।

কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (জাতীয়) ১৬৪। রাগ ঃ হাম্বির, তাল ঃ একতালা। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী 'ভারততীর্থ' এবং বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ পৌষ।

"এবার, সখী, সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা"

২। প্রেম ৩৪৮।

১৩১৪ গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ব্যঙ্গকৌতুক নাট্যভুক্ত 'বশীকরণে' ব্যবহৃত হয়। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (বিবিধ) ৯০। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ খেমটা। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

বয়স ৪৩। ১৩১১। ১৯০৪-০৫

"আমার মন তুমি, নাথ, লবে হ'রে"

১। পূজা ১৭৩।

রচনা ১৩১১ সালের ২০ জ্যৈষ্ঠ [শান্তিনিকেতন]। দ্র. রবীন্দ্র প্রতিভা, ২৭১। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩২৩। রাগ ঃ ছায়ানট, তাল ঃ ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)। ১৩১১ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৬ শক ফাধন, ১৮১। পাঠান্তর আছে।

"দাঁড়াও আমার আঁখির আগে"

১। পূজা ১০১।

রচনা ১৩১১ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ [শান্তিনিকেতন]। দ্র. রবীন্দ্র প্রতিভা, ২৭১। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩২৮। রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ তেওরা। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৩১১ ফাধন, ১৮২। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)।

"আজি যত তারা তব আকাশে"

১। পূজা ৬৬।

রচনা ১৩১১, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ [শান্তিনিকেতন]। দ্র. রবীন্দ্র প্রতিভা, ২৭১। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩২৯। রাগ ঃ লুম, তাল ঃ কাওয়ালি। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৬ শক (১৩১১) ফাধন ১৮২। রাগ ঃ লুম খাম্বাজ, তাল ঃ ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)।

"গরব মম হরেছ, প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ"

১। পূজা ৪৯৩।

রচনা ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। শান্তিদেব ঘোষ ঃ শারদীয়া দেশ, ১৩৭৮ পৃঃ ১০৮। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। দ্র. রবীন্দ্র-প্রতিভা ২৭১। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩২৫। রাগ ঃ দেশমল্লার, তাল ঃ তেওড়া। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৬ শক (১৩১১) ফাধন ১৮১। রাগ ঃ দেশমল্লার, তাল ঃ ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)।

"কী সুর বাজে আমার প্রাণে"

২। প্রেম ২৯৭।

রচনা ১৩১১ সালের ২৩শে আষাঢ় [মজঃফরপুর]। দ্র. রবীন্দ্র প্রতিভা, ২৭২। বঙ্গদর্শন ১৩১১ শ্রাবণ ২১৬ 'বংশীধ্বনি'। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩১১। রাগ ঃ পিলু। গীতলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)।

"তুমি যে আমারে চাও আমি সে জানি"

১। পূজা ২৯৮।

রচনা ১৩১১ সালের ২৪শে আষাঢ় শুক্রবার [মজঃফরপুর]। দ্র. রবীন্দ্র প্রতিভা, ২৭২। ৮ম খণ্ড 'গান' (ব্রহ্ম) ৩৩০। রাগ ঃ ভূপালি, রাগ ঃ কাওয়ালি। বঙ্গদর্শন ১৩১১ শ্রাবণ শৈলজারঞ্জন মজুমদার ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭১, কার্তিক-পৌষ ১৮০-১৮২।

"বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন মঙ্গলোজ্জ্বল আজ হে"

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত।

"বেহুল ল্যাণ্ড হোল্‌ডার্স অ্যাসোসিয়েশনে" বরোদারাজ গায়কোবাড়ের অভ্যর্থনার উপলক্ষে রচিত হয়েছিল।" সম্পূর্ণ গানটি 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। রাগ ঃ ভূপালি, তাল ঃ তেওড়া।

বঙ্গদর্শন ১৩১১ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত গানটি সুরতালাদিসহ 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ''ইতালীয় পণ্ডিত কার্লো ফরমিকি যখন শান্তিনিকেতনে অতিথি হয়ে এলেন, তখন তাঁকে আম্রকাননে অভ্যর্থনা করা হল। গানটি তখন দাঁড়াল —

''শান্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন

হোক সুমঙ্গল আজ হে ...'' ইত্যাদি। ''১৩৪৭ সালের আগষ্ট মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরুদেবকে উপাধি দান অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনে সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বর্ধনা করবার জন্য আর একবার পরিবর্তিত হ'ল —

''বিশ্ববিদ্যাতীর্থ-প্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজ হে

বরপুত্র সংঘ বিরাজ হে। ...'' ইত্যাদি।

দ্র. রবীন্দ্রসঙ্গীত ২১২ - ২১৩। মূল গানের জন্য দ্র. স্বর-৫৫।

''শক্তিরূপ হেরো তাঁর''

১। পূজা ৪৫৬।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৬ শক (১৩১১) ফাধন ১৮০, রাগ ঃ ইমন, তাল ঃ চৌতাল, ব্রহ্মসঙ্গীত (২য় ভাগ)। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৫২।

বয়স ৪৪। ১৩১২। ১৯০৫-০৬

''তুমি এপার ওপার কর কে গো ওগো খেয়ার নেয়ে''

১। পূজা ১৪৭।

রচনা ১৩১২ সালের ১৫ই শ্রাবণ। খেয়া (১৩১৩) কাব্যের শেষ কবিতা 'খেয়া' নামে মুদ্রিত (র-র-১০। ১৮৬-৮৭)। বঙ্গদর্শন ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ। গান ১৯০৯। ১৩১৬ গ্রন্থে নেই। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪-১২। ১৩২১, পৃঃ ৬৩-৬৪। সুরের উল্লেখ নেই। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৩ মাঘ-চৈত্র। পৃঃ ২৬০-৬৪।

''আমার নাইবা হল পারে যাওয়া''

২। বিচিত্র ১২।

রচনা ১৩১২ সালের ২৭শে ভাদ্র [গিরিডি] খেয়া ১৩১৩ কাব্যের 'ঘাটে' নামক কবিতা। বাউলের সুর (র-র-১০। ১০১)। স্বরলিপি ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৩। গান ১৯০৯। ১৩১৬ গ্রন্থে নেই। গীতবিতান ১৩৩৮ সংস্করণ ১, খণ্ড ২। ২৫১। প্রথম গীতগ্রন্থভুক্ত।

গিরিডি বাসকালে ১৩১২ সালের ২৬শে ভাদ্র থেকে ১৩১২ সালের ২২শে আশ্বিনের মধ্যে 'বাউল' গীতগ্রন্থের গানগুলি রচিত। 'ভাণ্ডার' পত্রিকার ১৩১২ ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় এবং 'বঙ্গদর্শন' কার্তিক সংখ্যায় 'বাউল'-এর অনেকগুলি গান প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৩১২ আশ্বিন ১৪। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ), পৃঃ ১৬৪-৬৭।

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে"

১। স্বদেশ ৩।

'ভাণ্ডার' ১৩১২, ভাদ্র-আশ্বিন ১৮৪, 'একা'। বাউলের সুর। বাউল ১৩১২ আশ্বিন 'একা'। গান ১৯০৮ (১৩১৫) বাউল ২১২। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (জাতীয়) ২৩৮। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রকাশিকা, ১৩১২ চৈত্র। অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ ঃ "If they answer not thy call, walk alone" Anthology. Vol.I.

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি"

১। স্বদেশ ২১।

'ভাণ্ডার' ১৩১২, ভাগ্র-আশ্বিন ১৯৫-৯৬ 'মাতৃমূর্তি' (গান) রাগ ঃ বিভাস, তাল ঃ একতালা। বাউল ১৩১২ আশ্বিন 'মাতৃমূর্তি। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (জাতীয়) ২৪৫। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ও অনাদিকুমার দস্তিদার - কৃত গীতবিতান বার্ষিকী।

"ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি"

১। স্বদেশ ৩০।

'ভাণ্ডার' ১৩১২, ভাদ্র-আশ্বিন ১৯৮ 'বিলাপী'। বাউলের সুর। বাউল ১৩১২ আশ্বিন 'বিলাপী'। গান ১৯০৮ (১৩১৫) বাউল ২২৪। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (জাতীয়) ২৪৭। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১২ পৌষ।

"যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক"

১। স্বদেশ ২৫।

'ভাণ্ডার' ১৩১২, ভাদ্র-আশ্বিন 'বাউল' (১)। বাউল ১৩১২ আশ্বিন। পৃঃ ২২। গান ১৯০৮ বাউল ২১৪ গান ১৯০৯। ১৩১৬ (জাতীয়) ২৪১ বাউল (১)। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১২, কার্তিক।

"আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে"

১। স্বদেশ ৮।

'ভাণ্ডার' ১৩১২, ভাদ্র-আশ্বিন 'বউল' (৫)। বাউল ১৩১২ আশ্বিন, পৃঃ২৫। গান ১৯০৮। ১৩১৫ বাউল ২২০। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (জাতীয়) ২৪৪। বাউল (৫)। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১২ চৈত্র।

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল"

১। স্বদেশ ২০।

১। ভাণ্ডার' ১৩১২, ভাদ্র-আশ্বিন 'রাখীসঙ্গীত' (১)। বাউল ১৩১২ আশ্বিন 'রাখীসঙ্গীত' (১)। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১২, আশ্বিন। গান ১৯০৮। ১৩১৫ বাউল। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (জাতীয়) ২৪৯ 'গান'।

"বিবিধ বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান"

২। স্বদেশ ৪৪।

রচনা ১৩১২ আশ্বিন ২১ [গিরিডি]। রাগ ঃ খাম্বাজ। দ্র. পাণ্ডুলিপি ঃ গীতবিতান ঃ ১। ২৬৬। 'ভাণ্ডার' ১৩১২, ভাদ্র-আশ্বিন 'রাখীসঙ্গীত' (৩)। বঙ্গদর্শন ১৩১২ কার্তিক। সঞ্জীবনী ১২ অক্টোবর ১৯০৫। বাউল ১৩১২ আশ্বিন। 'রাখীসঙ্গীত' (৩)। গান (১৯০৮। ১৩১৫) বাউল। গান (১৯০৯। ১৩১৬)-এ নাই। দ্র. গল্পভারতী, ১৩৭৮ বৈশাখ, ২২৪। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১২ পৌষ।

"আমাদের যাত্রা হল শুভ এখন, ওগো কর্ণধার"

১। স্বদেশ ১৩।

রচনা ১৩১২ আশ্বিন ২১ [গিরিডি]। পাণ্ডুলিপি অনুসারে। সঞ্জীবনী পত্রিকা ১২ই অক্টোবর ১৯০৫, কবির স্বাক্ষরসহ প্রকাশিত হয়। দ্র. গল্পভারতী, ১৩৭৮ বৈশাখ, ১০১৪। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ)। ধর্মসঙ্গীত (১৯১৪। ১৩২১) ৯৭-৯৮, সুরের উল্লেখ নাই। গানটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হইল। ১৩২০ সালের মাঘোৎসবে গীত হয়। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩৫ শক ফাধন। ২২৫। সুরের উল্লেখ নাই। [ভৈরবী]।

"ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না"

৩। জাতীয় সঙ্গীত ১৫।

রচনা ২৫ আশ্বিন ১৩২২ [কোলকাতা] পাণ্ডুলিপি অনুসারে। 'ভাণ্ডার' ১৩১২ কার্তিক। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩২২ পৌষ। অন্য কোনো গীতগ্রন্থে গানটি নেই।

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"

১। স্বদেশ ২৪।

বাউল ১৩১২ আশ্বিন 'সার্থকজনম'। ভাণ্ডারে নাই। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী। সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১২ অগ্রহায়ণ, 'ভারততীর্থ। গান (১৯০৮। ১৩১৫) বাউল ২০৩। গান (১৯০৯। ১৩১৬) জাতীয় সঙ্গীত অংশে ২৩২, রাগ ঃ ভৈরবী।

"আমরা পথে পথে যাব সারে সারে"

১। স্বদেশ ৩৪।

বাউল ১৩১২ আশ্বিন 'পথের গান'। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১২ ফাধন, ভারততীর্থ। গান ১৯০৮। ১৩১৫ বাউল ২০৪। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (জাতীয়) ২৩২, রাগ ঃ রামকেলি, তাল ঃ একতালা।

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি"

১। স্বদেশ ১।

"বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ৭ই আগস্ট ১৯০৫ কোলকাতায় টাউন হলে যে সভা হয়, সেই সভা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের নূতন সঙ্গীত —"আমার সোনার বাংলা" বাউল সুরে গীত হয়েছিল। জাতীয় সঙ্গীতবলীর মধ্যে এই সঙ্গীতটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯০৫ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বর (১৩১২ সনের

২২শে ভাদ্র) তারিখের সঞ্জীবনী পত্রিকায় এই গানটি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তারপর বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) মাসিকপত্রের আশ্বিন (১৩১২ সন্) সংখ্যায়ও উহা প্রকাশিত হয়েছিল।" — গল্পভারতী, ১৩৭৮ বৈশাখ, পৃঃ ১০২৩।

বাউল ১৩১২ আশ্বিন 'সোনার বাংলা'। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১২ আশ্বিন। গান (১৯০৮। ১৩১৫) বাউল ২০৪। গান (১৯০৯। ১৩১৬) জাতীয় সংঙ্গীত অংশে ২৩৩-৩৪ বাউলের সুর। পাঠান্তর আছে। গানটি ১৯৭১ সালে 'বাংলাদেশ' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক প্রথম দশ পঙ্‌ক্তি 'জাতীয়-সঙ্গীত' রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ''কুষ্টিয়া অঞ্চলের কোনো ডাকঘরের গগন হরকরা রচিত 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানের সুর 'আমার সোনার বাংলা'তে আরোপ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।" — উচ্চারিত আলোর বন্দনা (১৩৮০ নববর্ষ)ঃ সন্‌জীদা খাতুন।

''ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'

১। স্বদেশ ২।

বঙ্গদর্শন ১৩১২ আশ্বিন ২৯৮ 'দেশের মাটি'। বাউল ১৩১২ আশ্বিন 'দেশের মাটি' শিরোনামে। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১১ অগ্রহায়ণ, ভারততীর্থে। গান ১৯০৮। ১৩০৫ বাউল ২০৭। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (জাতীয়) ২৩৪ বাউলের সুর।

''নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে"

১। স্বদেশ ৬।

বাউল ১৩১২ আশ্বিন, 'হবেই হবে' পৃষ্ঠা ১৫। বাউলের সুর। বঙ্গদর্শন ১৩১২ কার্তিক 'হবেই হবে'। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১২ ফাধন। গান ১৯০৮। ১৩১৫ বাউল ২১০। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (জাতীয়) ২৩৭ বাউলের সুর।

''বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি"

১। স্বদেশ ৩৩।

বাউল ১৩১২ আশ্বিন 'দ্বিধা', পৃঃ ১৩। রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ একতালা। বঙ্গদর্শন ১৩১২ কার্তিক 'দ্বিধা'। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১২ কার্তিক। গান ১৯০৮। ১৩১৫

বাউল ১০৮। গান ১৯০৯ (জাতীয়) ২৩৫, রাগ ঃ বেহাগ তাল ঃ একতালা।

"আমি ভয় করব না ভয় করব না"

১। স্বদেশ ৭।

বাউল ১৩১২ আশ্বিন 'অভয়', পৃঃ ১৪। বঙ্গদর্শন ১৩১২ কার্তিক 'অভয়'। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১২। গান ১৯০৮। ১৩১৫ বাউল ২০৯। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (জাতীয়) ২৩৬, রাগ ঃ ভূপাল তাল ঃ একতালা।

"এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা"

১। স্বদেশ ৩২।

১৩১২ কার্তিক (১৯০৫ অক্টোবর-নভেম্বর)। 'ভাণ্ডার' ১৩১২ কার্তিক —'পূজার লগ্ন' গান। গীতবিতান ১৩৩৯ শ্রাবণ, ৩য় খণ্ড। পরিশিষ্ট (ক), পৃঃ ৮৫১। গীতবিতান ১। স্বদেশ ৩২। ২৬৫। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৭ শ্রাবণ-আশ্বিন।

"আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে"

১। পূজা ১৪১।

রচনা ১৩১২ পৌষ ২৯ [শান্তিনিকেতন]। খেয়া (১৩১৩) 'গোধূলিলগ্ন' (র-র-১০। ২২৩-২৫)। কাব্যগীতি ১৩২৬ পৌষ প্রথম গীতরূপ দান। মূল কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক বর্জিত হয়।

"দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে"

১। পূজা ২৩০।

অনুমান ১৩১২ সালের ৬ মাঘ মহর্ষির সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোৎসব উপলক্ষে রচিত। খেয়া (১৩১৩) 'দুঃখমূর্তি' (র-র-১০। ১০৬) ১৩১৪ সালের মাঘোৎসবেও গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৯২৯ শক ফাধন ১৮৪, রাগ ঃ ইমনকল্যাণ, তাল ঃ ঝম্পক। বন্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ) ও Foxstrangways-এর The Music of Hindustan গ্রন্থে আছে। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৫৮)

"ভুবনেশ্বর হে, মোচন কর' বন্ধন সব"

১। পূজা ১২২।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৩১২ ফাধন ১৭১, রাগ ঃ ইমনভূপালি, তাল ঃ একতালা। মনে হয় এটি নূতন গান। খেয়া (১৩১৩)-র পাণ্ডুলিপিতে আছে। স্বরলিপি ঃ কাঙালীচরণ সেন ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ, ব্রহ্মসঙ্গীত (৪র্থ ভাগ)। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৪৯।

"আমি কেমন করিয়া জানাব আমরা জুড়ালো হৃদয়"

১। পূজা ৬৭।

রচনা ২৩ মাঘ সোমবার ১৩১২ [কোলকাতা]। পদ্মা। (১৩১৩)-র 'মিলন' (র-র-১০। ১৪১-৪২) ১৩১৪ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৯ শক ফাধন ১৭৯। রাগ ঃ আসাবরী, তাল ঃ একতালা। গীতরূপ সংক্ষিপ্ত। স্বরলিপি ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১৪ পৌষ ও ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। গান ঃ ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম), ১৫৭-৫৮।

"আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৬২।

রচনা ১৩১২ সালের ২৪ মাঘ [শিলাইদই]। পদ্মা। খেয়া (১৩১৩)-র 'বিকাশ' (র-র-১০। ১৪৪)। ১৩১৪ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৯ শক ফাধন ১৭৮। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ তেওরা। শারদোৎসব নাটিকা (১৯০৯)-র ভূমিকায় সংক্ষেপিত রূপ আছে। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ২৫৭।

"একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা"

১। পূজা ২৫৫।

রচনা ১৩১২ সালের ২৫শে মাঘ [শিলাইদহ]। পদ্মা। খেয়া। (১৩১৩)-র 'সীমা' কবিতাংশ (র-র-১০। ১৪৪-১৪৫)। ১৩১৫ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক ফাধন ১৮০, রাগ ঃ মিশ্র বাহার, তাল ঃ যৎ। 'সীমা'র প্রথম চার পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়া গীত। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৭৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ)।

"তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা"

১। পূজা ১০০।

রচনা ১৩১২ সালের ২৫শে মাঘ [কোলকাতা]। পদ্মা। খেয়া। (১৩১৩)-র 'ভাগ' (র-র-১০। ১৪৫-৪৭)। ১৩১৫ সালের মাঘোৎসবে গীত। মূল কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক গান বর্জিত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক ফাধন ১৮০, বাউলের সুর — একতালা, গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৭৯-৮০। ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ)

বয়স ৪৫। ১৩১৩। ১৯০৬-০৭

"আমার মাথা নত করে দাও হে"

১। পূজা ৪৯২।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৮ শক (১৩১৩) ফাধন ১৮০, রাগ ঃ ইমনকল্যাণ, তাল ঃ তেওরা। বঙ্গদর্শন ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ ১১০। স্বরলিপি ঃ কাঙালীচরণ সেন ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১৪ আষাঢ় ও ব্রহ্মসঙ্গীত (৪র্থ ভাগ)। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৪৮-৪৯। গীতাঞ্জলির (১৩১৭) প্রথম গান।

"নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে"

২। প্রকৃতি ২৭৯।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৮ শক (১৩১৩) ফাধন ১৮১, রাগ ঃ বাগেশ্রীবাহার, তাল ঃ ঝাঁপতাল। কাঙালীচরণ সেন ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৪ শ্রাবণ ও ব্রহ্মসঙ্গীত (৪র্থ ভাগ)। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৫০।

"নব নব পল্লবরাজি"

২। প্রকৃতি ২৮০।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৮ শক ফাধন ১৮১। রাগ ঃ বাহার, তাল ঃ চৌতাল। স্বরলিপি ঃ কাঙালীচরণ সেন ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১৪ ভাদ্র ও ব্রহ্মসঙ্গীত (৪র্থ ভাগ)। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৫১। ভাঙা গান।

"মোরে বারে বারে ফিরলে"

১। পূজা ৪৩০।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৮ শক ফাধন ১৮১। রাগ ঃ নটমল্লার, তাল ঃ

একতালা। স্বরলিপি ঃ কাঙালীচরণ সেন ঃ সঙ্গীতপ্রকাশিকা, ১৩১৪ শ্রাবণ ও ব্রহ্মসঙ্গীত (৪র্থ ভাগ)। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৫১। ভাঙা গান।

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই"

১। পূজা ২২৫।

রচনা ১৩১৩ গীতাঞ্জলির (১৩১৭) দ্বিতীয় কবিতা। বঙ্গদর্শন ১৩১৪ আশ্বিন। পৃঃ ২৯৮। স্বরলিপি ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১৪ অগ্রহায়ণ, ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। সঙ্গীত গীতাঞ্জলি। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ২৫৮। রাগ ঃ মিশ্র কামোদ, তাল ঃ একতালা।

"কত অজানারে জানাইলে, তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই"

১। পূজা ৩৬৬।

রচনা ১৩১৩। গীতাঞ্জলির (১৩১৭) তৃতীয় কবিতা। ১৩১৫ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক ফাধন ১৮০ রাগ ঃ হামির, তাল ঃ তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ) গান ১৯০৯। ১৩১৫ (ব্রহ্ম) ৩৬১।

"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা"

১। পূজা ২২৭।

রচনা ১৩১৩ গীতাঞ্জলির (১৩১৭) চতুর্থ কবিতা। বঙ্গদর্শন ১৩১৪ ভাদ্র ২১৫। ১৩১৪ সালের। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৯ শক ফাধন ১৮১, রাগ ঃ ইমনকল্যাণ, তাল ঃ ঝম্পক। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৫৪। ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)।

বয়স ৪৬। ১৩১৪। ১৯০৭-০৮

"অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে"

১। পূজা ১১১।

রচনা ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ [শিলাইদহ]। গীতাঞ্জলির (১৩১৭) পঞ্চম কবিতা। বঙ্গদর্শন ১৩১৪ পৌষ 'প্রার্থনা'। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৯ শক (১৩১৪) ফাধন ১৭৯, রাগ ঃ

ভৈরবী, তাল ঃ একতালা। স্বরলিপি ঃ সঙ্গীত-প্রকাশিকা ১৩১৪ মাঘ, ব্রহ্মসঙ্গীত ৫ম ভাগ। বৈতালিক। সঙ্গীত গীতাঞ্জলি। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৫৯।

"প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে"

১। পূজা ৩১৬।

রচনা অগ্রহায়ণ ১৩১৪। গীতাঞ্জলির (১৩১৭) ষষ্ঠ কবিতা। ১৩১৫। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক ফাধন, ১৭১, রাগ ঃ টৌড়ি, তাল ঃ নবতাল, গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৯৪ ব্রহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ)।

"তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে"

১। পূজা ১৬৭।

রচনা অগ্রহায়ণ ১৩১৪, গীতাঞ্জলির (১৩১৭) সপ্তম কবিতা। গানের প্রাথমিক খসড়া ছিন্নপত্রাবলীতে পাওয়া যায়। পত্র নং ১৫২। পতিসর ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪। ১৩১৫ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক ফাধন, ১৭১, রাগ ঃ মিশ্র রামকেলি, তাল ঃ কাওয়ালি। গান ১৯০৯ ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ২৯৩।

"বীণা বাজাও হে মম অন্তরে"

১। পূজা ৪০৯।

১৩১৪ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৯ শক (১৩১৪) ফাধন ১৭৯, রাগ ঃ পূরবী, তাল ঃ ধামার। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৫৪ ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"সংসারে কোনো ভয় নাহি নাহি"

১। পূজা ৪৫৫।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৯ শক (১৩১৪) ফাধন ১৭৯, রাগ ঃ ইমনকল্যাণ, তাল ঃ আড়াচৌতাল। স্বরলিপি সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১৪ পৌষ ও ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। গান ১৯০৯। ১৩১৬ নাই। ধর্মসঙ্গীত ১৩২১, পৃঃ ১৯২, সুরের উল্লেখ নাই। ভাঙা গান।

"মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে"

১। পূজা ৫০৭।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৯ শক (১৩১৪) ফাধন ১৭৯, রাগ ঃ বাহার, তাল ঃ ধামার। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৮৫। ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। ভাঙা গান।

"চরণধ্বনি শুনি তব, নাথ, জীবনতীরে"

১। পূজা ৩৯৯।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৯ শক (১৩১৪) ফাধন ১৮১, রাগ ঃ সিন্ধু কাফি, তাল ঃ ঝাঁপতাল। স্বরলিপি ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১৪ পৌষ ও ব্রক্ষসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (ব্রহ্ম) ৩৫৫। ভাঙা গান।

"বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে"

১। পূজা ৩২২।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৯ শক (১৩১৪) ফাধন ১৮১, রাগ ঃ ভীমপলশ্রী, তাল ঃ তেওরা। স্বরলিপি ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১৪ পৌষ ও ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। গান ১৯০৯ (বহ্ম) ৩৫৫। ভাঙা গান।

"প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন"

১। পূজা ২২৬।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৩১৪ ফাধন ১৮৩, রাগ ঃ ভূপালি, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩১৪ অগ্রহায়ণ মাসে। সম্ভবত তার পরেই গানটি রচিত। স্বরলিপি ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা, ১৩১৪ পৌষ ও ব্রহ্মসঙ্গীত (৫ম ভাগ)। তুলনীয় চিঠিপত্র ৮/১২৭, প্রিয়নাথ সেনকে শিলাইদহের দুর্যোগ বর্ণনা। ৫ আশ্বিন ১৩০৭ (২১ সেপ্টেম্বর ১৯০০) ভাঙা গান।

"উপরে দুইটি গান একই সময়ে রচিত বলিয়া মনে হয়"।

বয়স ৪৭। ১৩১৫। ১৯০৮-০৯

"তিমিরদুয়ার খোলো — এসো, এসো নীরবচরণে"

১। পূজা ৪৬৫।

অনুমান গানটি ১৩১৫ সালের নববর্ষে গীত হয়। প্রবাসী ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ ৮৪-৮৫,

স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত হয়। ১৩১৬ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক ফাধন ১৬১, রাগ ঃ রামকেলি, তাল ঃ কাওয়ালি। গান ১৯০৯ (ব্রক্ষ) ২৫৯। রাগ ঃ মিশ্রটোড়ি, তাল ঃ কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতলিপি, বৈতালিক। ১৩৩০ সালের ভাদ্র মাসে বিসর্জন অভিনয়কালে গীত।

(পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী গানটির রচনাকাল ফাধন ১৩১৫ সুতরাং ১৩১৫ নববর্ষে গীত হওয়া অসম্ভব)।

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি"

২। প্রকৃতি ১৪২।

শারদোৎসব (১৩১৫ ভাদ্র) নাটিকার প্রথম দৃশ্যে বালকগণের গান, রাগ ঃ বিভাস, তাল ঃ একতালা (র-র-৭। ৩৮৯)। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৮৮। ঋণশোধ ১৩২৮ আশ্বিন।

"আজ ধানের রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা"

২। প্রকৃতি ১৪৩।

শারদোৎসব (১৩১৫ ভাদ্র) নাটিকার দ্বিতীয় দৃশ্যে ঠাকুরদাদা ও বালকগণের গান। বাউলের সুর (র-র-৭। ৩৯২)। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৮৯। গীতাঞ্জলি (১৩১৭) অষ্টম কবিতা। ঋণশোধ ১৩২৮ আশ্বিন।

"আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান"

২। বিচিত্র ৪৯।

শারদোৎসব (১৩১৫ ভাদ্র) নাটিকার দ্বিতীয় দৃশ্যে ঠাকুরদাদার গান। রাগ ঃ সিন্ধুভৈরবী, তাল ঃ তেওরা (র-র-৭। ৩৯৭। ৩৯৬-৯৭)। গান ১৯০৯। ১৩১৬ (বিবিধ) ১৬১। গীতাঞ্জলি (১৩১৭) নবম সংখ্যক।

"তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ"

১। পূজা ২২৯।

শারদোৎসব (১৩১৫ ভাদ্র) নাটিকার দ্বিতীয় দৃশ্যে সন্যাসীর গান। রাগ ঃ ললিত, তাল ঃ আড়াঠেকা (র-র-৭) গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১৫৭। গীতাঞ্জলি (১৩১৭) দশম সংখ্যক। ঋণশোধ

১৩২৮ আশ্বিন।

"রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে"

৩। নাট্যগীত ৮৪।

শারদোৎসব (১৩১৫ ভাদ্র) নাটিকার দ্বিতীয় দৃশ্যে বন্দিগণের গান। রাগ ঃ মিশ্র-কানাড়া, তাল ঃ ঝাঁপতাল (র-র-৭। ৪০৩)। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১২৬)।

"নব কুন্দধবলদল সুশীতলা"

২। প্রকৃতি ১৭০।

শারদোৎসব (১৩১৫ ভাদ্র) নাটিকার দ্বিতীয় দৃশ্যে সন্যাসীর গান। রাগ ঃ রামকেলি, তাল ঃ কাওয়ালি (র-র-৭। ৪১৩)। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৯০।

"আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ"

২। প্রকৃতি ১৪৪।

রচনা ১৩১৫ সালের ৩রা ভাদ্র [শান্তিনিকেতন]। শারদোৎসব (১৩১৫ ভাদ্র) নাটিকার দ্বিতীয় দৃশ্যের গান। রাগ ঃ মিশ্র রামকেলি, তাল ঃ একতালা। (র-র-৭। ৪১৪)। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৯০। গীতাঞ্জলি (১৩১৭) ১১-সংখ্যক। ঋণশোধ (১৩২৮ আশ্বিন)।

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া"

২। প্রকৃতি ১৪৫।

মূল প্রথম চরণ, লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া। রচনা ১৩১৫ সালের ৩রা ভাদ্র। [শান্তিনিকেতন]। শারদোৎসব (১৩১৫ ভাদ্র) নাটিকার দ্বিতীয় দৃশ্যে সন্ন্যাসির গান। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ একতালা পাঠান্তর আছে। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৯১। স্বরলিপি প্রবাসী ১৩১৬ অগ্রহায়ণ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত। গীতাঞ্জলি (১৩১৭) ১২-সংখ্যক। ঋণশোধ (১৩২৮ আশ্বিন)

"আমার নয়ন ভুলানো এলে"

২। প্রকৃতি ১৪৬।

রচনা ১৩১৫ সালের ৭ ভাদ্র [শান্তিনিকেতন]। গীতাঞ্জলি (১৩১৭) ১৩-সংখ্যক। শারদোৎসব

(১৩১৫ ভাদ্র) নাটিকার দ্বিতীয় দৃশ্যে ঠাকুরদাদার গান। রাগ ঃ আলেয়া, তাল ঃ একতালা। (র-র-৭। ৪১৬। ৪২২)। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৯২, ঋণশোধ।

"জননী, তোমার করুণ চরণখানি"

১। পূজা ৪৬৪।

রচনা ১৩১৫। গীতাঞ্জলি ১৪-সংখ্যক। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক (১৩১৫) ফাধন ১৭৭, রাগ ঃ গুণকেলী, তাল ঃ নবপঞ্চতাল। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৯২, ঋণশোধ (১৩২৮ আশ্বিন)।

"তব অমল পরশরস, তব শীতল শান্ত পূণ্যকর"

১। পূজা ৪০৮।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক (১৩১৫) ফাধন ১৭১ রাগ ঃ আশাবরি, তাল ঃ কাওয়ালি। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৬৭। বহ্মসঙ্গীত (৬ষ্ঠ ভাগ)। ভাঙা গান।

"আজি এ আনন্দসন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে"

১। পূজা ৩২০।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক (১৩১৫) ফাধন ১৭৯। রাগ ঃ পূরবী, তাল ঃ তেওরা। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৫ মাঘ। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৮৭। ব্রহ্মসঙ্গীত (ষষ্ঠ ভাগ)। ভাঙা গান।

"বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে"

১। পূজা ৩২১।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক (১৩১৫) ফাধন ১৭৯ রাগ ঃ ইমকল্যাণ, তাল ঃ তেওরা। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৮৭। ব্রহ্মসঙ্গীত (ষষ্ঠ ভাগ)। শিখ ভজন (পাঞ্জাবী) মূল ঃ "বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ।" দ্র. রূপান্তর পৃঃ ১৩৫ গ্রন্থপরিচয় পৃঃ ২২০।

"আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে"

১। পূজা ৪২৫।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক (১৩১৫) ফাধন ১৮০, রাগ ঃ মিশ্র সিন্ধু, তাল ঃ কাওয়ালি। স্বরলিপি ঃ কাঙালীচরণ সেন ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৫ মাঘ, ব্রহ্মসঙ্গীত(ষষ্ঠ ভাগ)। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৮৮। ভাঙা গান।

"কোথা হতে বাজে প্রেমবেদনা রে"

১। পূজা ৪৩১।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক (১৩১৫) ফাধন, ১৮০ রাগ ঃ সুরট, তাল ঃ কাওয়ালি। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৮৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (ষষ্ঠ ভাগ)। ভাঙা গান।

"কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে অপরূপ রূপ ইন্দু"

১। পূজা ১৪৫।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩০ শক (১৩১৫) ফাধন ১৮০, রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ একতালা। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৮৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (ষষ্ঠ ভাগ)।

"রইল বলে রাখলে কারে"

১। স্বদেশ ৩৬।

রচনা ১৩ চৈত্র ১৩১৫ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয়ের গান। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১২৭ 'গান'। মুক্তধারা ১৩২৯ বৈশাখ (র-র-১৪। ২১৬)। পরিত্রাণ ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (র-র-২০। ১৬১)। দ্র. বর্তমান গ্রন্থে ঃ বয়স ৪৮। ১৩১৬। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক সম্বন্ধীয় টীকা।

"আরো আরো, প্রভু, আরো আরো"

১। পূজা ২২৮।

রচনা ১৯ চৈত্র ১৩১৫ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয়ের গান। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রবাসী ১৩১৬ আষাঢ় ১৪৫। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১২৯ 'গান'। মুক্তধারা ১৩২৯ বৈশাখ (র-র-১৪। ২০৮) পরিত্রাণ ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (র-র-২০। ১৫৪)। দ্র. বর্তমান গ্রন্থে ঃ বয়স ৪৮। ১৩১৬ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক সম্বন্ধীয় টীকা দ্রষ্টব্য।

বয়স ৪৮/১৩১৬-১৭/১৯০৯-১০

এই সালে বিশেষত 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের গানগুলি রচিত হয়েছে। প্রায়শ্চিও নাটকের প্রকাশকাল ৩১শে বৈশাখ ১৩১৬ সাল শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য আনা মাত্র। Published by Monoranjan Banerjee from Hitabadi Library, Printed by N.B. Das at the Hitabadi Press, 70, Colootola Street, Calcutta (১৯০৯ মে) পৃঃ ১১৬। প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ একটি সংস্করণ স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। পৃঃ সংখ্যা ১০৭+৫৭ স্বরলিপি মুক্ত। মোট ২৩টি গানের স্বরলিপি আছে। ২৩টি গানের মধ্যে পাঁচটি গান বউঠাকুরাণীর হাটের (১২৮৯) অন্তর্গত। র-র। প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১০২-১৭৭।

"ওর মানের এ বাঁধ টুটবে নাকি টুটবে না"

৩। নাটগীতি ৮৯।

সুরমার গান। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ২০৬। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা। ১৩১৬ বৈশাখ।

— আজ তোমারে দেখতে এলেম।

— মলিন মুখে ফুটুক হাসি।

"বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ"

৩। নাট্যগীতি ৮৬।

প্রায়শ্চিত্ত (বৈশাখ ১৩১৬) প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, বসন্ত রায়ের কণ্ঠে। রাগ ঃ ভূপালী তাল ঃ যৎ।

"মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়"

২। প্রেম ১২০।

বসন্ত রায়ের গান। রাগ ঃ পিলু, তাল ঃ বারোঁয়া। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ২১০। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ।

"আমরা বসব তোমার সনে"

৩। নাট্যগীতি ৮৫।

ধনঞ্জয়ের গান। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১২৬।

"আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন"

২। বিচিত্র ৬৪

ধনঞ্জয়ের গান, গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১২৬ 'গান'। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ আষাঢ়। মুক্তধারা ১৩২৯ বৈশাখ গানটির নূতন রূপ পাওয়া যায়। দ্র. গীতাবিতান ত। প্রেম ও প্রকৃতি ৬০ এবং গ্রন্থপরিচয় ১০০৩। পরিত্রাণ ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (র-র-২০। ১৫৭)। রাগ ঃ মিশ্র শঙ্করা, তাল ঃ কাশ্মিরী খেমটা।

"কে বলেছে তোমায় বঁধু, এত দুঃখ সইতে"

২। প্রেম ১১৬।

ধনঞ্জয়ের গান, গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১৯৬ 'গান'। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ আষাঢ়। পরিত্রাণ ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (র-র-২০। ১৫৭)। রাগ ঃ মিশ্র, তাল ঃ আড়াখেমটা।

"বাঁচান বাঁচি মারেন মরি"

১। পূজা ৪৫৪।

ধনঞ্জয়ের গান। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৯৫, ৩৯৬, বাউল, তাল ঃ খেমটা। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রবাসী ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ ৮১ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ শ্রাবণ। পাঠান্তর আছে।

— সারা বরষ দেখিনে মা।

"হাসিরে কি লুকাবি লাজে"

২। প্রেম ৩৮৬।

বসন্ত রায়ের গান। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১৮৪। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ কাওয়ালি। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ আষাঢ়।

"না বলে যেয়ো না চলে মিনতি করি"

২। প্রেম ৮৩।

রামচন্দ্রের সভায় নটীর গান। রাগ ঃ পরজবসন্ত, তাল ঃ কাওয়ালি। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ২১০-১১। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত-প্রকাশিকা ১৩১৬ শ্রাবণ। 'Do not go, my love without asking my leave.' Gardener. Collected Poems. P. 113.

"ও যে মানে না"

২। প্রেম ১১৯।

রামচন্দ্রের সভায় নটীর গান। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ কাওয়ালি। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ২০৯। স্বরলিপি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ আষাঢ়।

"নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে"

২। প্রেম ৩৮৫।

রামচন্দ্রের সভায় তৃতীয়া নটীর গান। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ২০১ 'গান'। রাগ ঃ বিভাস, তাল ঃ এক তালা।

"আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়"

১। পূজা ৫৫৫।

ধনঞ্জয়ের গান। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১১৭ 'গান'। মুক্তধারা। ১৩২৯ বৈশাখ (র-র-১৪। ২১৫)। পরিত্রাণ ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (র-র-২০। ১৬০)। বাউলের সুর, তাল ঃ দাদরা।

"ওরে আগুন আমার ভাই"

১। পূজা ৬১১।

ধনঞ্জয়ের (নৃত্যগীত) গান। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ২২৪ 'গান'। মুক্তধারা ১৩২৯ বৈশাখ (র-র-১৪। ২২৫)। পরিত্রাণ ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ (র-র-২০। ১৭৭)। বাইলের সুর, তাল ঃ দাদরা। ইংরেজি অনুবাদ ঃ 'O, Fire, my brother victory to you' - Fruit Gathering.

"ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে দিয়েছি ঝঙ্কার"

২। বিচিত্র ৬৩।

ধনঞ্জয়ের গান। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১২৭ 'গান'। পরিত্রাণ ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (র-র-২০।

১৭৯)। পাছান্তর আছে। রাগ ঃ মিশ্র ঝিঁঝিট, তাল ঃ ঢিমেতেতালো। ইংরেজি অনুবাদ 'My fetters you made music in my heart'. Lovers Gift & Crossing.

"ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না"

২। প্রেম ২৪০।

কতিপয় বালককে লইয়া বসন্ত রায়ে গান। রাগ ঃ ভৈরবী। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১৮৯।

"সকল ভয়ের ভয় যে তারে কোন্ বিপদে কাড়বে"

১। পূজা ৪৮৬।

ধনঞ্জয়ের গান। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১২৮ 'গান'। পরিত্রাণ ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (র-র-২০। ১৮৬), রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ তেওরা।

"গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ"

২। বিচিত্র ১৪।

পঞ্চম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য। (র-র-৯। ১৭১) ধনঞ্জয়ের গান। সারিগানের সুর। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১০৪। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রবাসী ১৩১৬ কার্তিক ৫১২। পরিত্রাণ ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (র-র-২০। ১৮৭)। রাগ ঃ জংলা তাল ঃ কাহারবা।

"আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর, ফিরব না রে"

২। বিচিত্র ৩৩।

ধনঞ্জয়ের গান (র-র ৮। ১৭৭)। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১৩৪ 'গান' স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ অগ্রহায়ণ। [মুক্তধারা ১৩২৯ বৈশাখ (র-র-৮। ১৭৭)। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১৩৪ 'গান'। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ অগ্রহায়ণ] মুক্তধারা ১৩২৯ বৈশাখ (র-র-১৪। ২০৫) পাঠান্তর আছে। পরিত্রাণ ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (র-র-২০। ১৯১)।

"কোথায় তুমি আমি কোথায়"

১। পূজা ৫১৪।

স্বরলিপি ঃ কাঙালিচরণ সেন — ব্রহ্মসঙ্গীত ৫ম ভাগ ১৮৩১ শক (১৩১৬) বৈশাখ। রাগ ঃ

কুকব, তাল ঃ ঝাঁপতাল। গীতবিতান ১ম সংস্করণের কোনো খণ্ডেই নাই। গীতবিতান ১। পূজা। বিবিধ ১৪৩।

"জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে"

১। পূজা ১৪৪।

রচনা আষাঢ় ১৩১৬ (শান্তিনিকেতন)। গীতাঞ্জলি ১৫ সংখ্যক। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রবাসী ১৩১৬ আশ্বিন ৩৯৪ এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গীতলিপি ১ম ভাগ ১৩১৬ মাঘ ও সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ পৌষ, সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক (১৩১৬) ফাধন ১৭৫। রাগ ঃ মিশ্র ইমনকল্যাণ, তাল ঃ তেওরা। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৭৮।

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে"

২। প্রকৃতি ৩২।

রচনা ১৩১৬ আষাঢ় (শান্তিনিকেতন)। গীতাঞ্জলি ১৬-সংখ্যক। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রবাসী ১৩১৬ শ্রাবণ ২৩০ এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গীতলিপি (৩য় ভাগ), ভীমরাও শাস্ত্রী-কৃত সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি, Twenty six songs : Nolation by A.A. Bake গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৮ম। রাগ ঃ মিশ্র সিন্ধু, তাল ঃ একতালা। কেতকী। Gitanjali No. 18.

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো"

১। পূজা ১২৯।

রচনা ১৩১৬ আষাঢ় (শান্তিনিকেতন)। গীতাঞ্জলি ১৭-সংখ্যক। কুমুদিনী মিত্রকে লেখা পত্রের মধ্যে গানটির উল্লেখ আছে। 'বোলপুর' ২১ আষাঢ় ১৩১৬। সুপ্রভাত পত্রিকা ৩য় বর্ষ ১৩১৫ শ্রাবণ। 'দুঃখাভিসার' নামে প্রকাশিত হয়। দ্র. The Golden Book of Tagore : Aurobindo Ghosh, 'Duhkhabhisar' P. 89. স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রবাসী ১৩১৬ আশ্বিন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গীতলিপি ষেষ্ঠ ভাগ)। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৮৬। রাগ ঃ মিশ্র দেশ, তাল ঃ ঝাঁপতাল। কেতকী। Gitanjali No. 27.

"আজি শ্রাবণঘনগহনমোহে"

২। প্রকৃতি ৯৪।

রচনা ১৩১৬ আষাঢ়। (শান্তিনিকেতন)। গীতাঞ্জলি ১৮-সংখ্যক। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রবাসী ১৩১৬ শ্রাবণ এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গীতলিপি (৩য় ভাগ)। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৮৫। রাগ ঃ মিশ্র গৌড়মল্লার, তাল ঃ ঝাঁপতাল। কেতকী। Gitanjali No. 22.

"আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল"

২। প্রকৃতি ৩৩।

রচনা ২৯শে আষাঢ় ১৩১৬ (শিলাইদহ)। গীতলিপি ১৯-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৮৪, রাগ ঃ মিশ্র ভূপালি, তাল ঃ একতালা, স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গীতাঞ্জলি (৩য় ভাগ)। ভীমরাও শাস্ত্রী-কৃত সঙ্গীত গীতাঞ্জলি। কেতকী।

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার"

২। প্রকৃতি ৯৫।

রচনা ১৩১৬ আষাঢ়। গীতাঞ্জলি ২০-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৮৫। রাগ ঃ সিন্ধু, তাল ঃ ঝাঁপতাল। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গীতমালা (৩য় ভাগ)। কেতকী। Gitanjali No. 23.

"জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে"

১। পূজা ২৯৭।

রচনা ১০ই ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ২১-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৭৭। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক (১৩১৬) ফাধন ১৭৫, রাগ ঃ মিশ্র কেদারা, তাল ঃ কাওয়ালি। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গীতলিপি (১ম ভাগ)।

"কুমি কেমন করে গান করো হে গুণী"

১। পূজা ৪।

রচনা ১০ ভাদ্র ১৩১৬ রাত্রি (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ২২-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ১৪৯, রাগ ঃ খাম্বাজ, তাল ঃ ঠুংরি। পাঠান্তর আছে। Gitanjali No. 3.

"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না"

১। পূজা ৩৬৫।

রচনা ১১ ভাদ্র ১৩১৬ রাত্রি (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ২৩-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৯৭, রাগ ঃ মিশ্র টোড়ী, তাল ঃ দাদরা। গিতলিপি (৩য় ভাগ)।

"যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু"

১। পূজা ১৩৯।

রচনা ১২ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ২৪-সংখ্যক। গান। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৯৮, রাগ ঃ ফাকি। মাঘোৎসব গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক (১৩১৬) ফাধন ১৭৫। রাগ ঃ কাফি সিন্ধু, তাল ঃ একতালা। গীতলিপি (১ম ভাগ), Gitanjali No. 79.

"হেরি অহরহ তোমারি বিরহ"

১। পূজা ১৪০।

রচনা ১০ ভাদ্র রাত্রি, (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ২৫-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৯৭, রাগ ঃ কানাড়া। গীতলিপি (২য় ভাগ), গীতলেখা (২য় ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি। বঙ্গদর্শন ১৩১৬ ভাদ্র, Gitanjali No. 84.

"আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া"

১। প্রকৃতি ৮৪।

রচনা ১৩ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর) গীতাঞ্জলি ২৬-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৯৯। রাগ ঃ মিশ্র পূরবী। গীতলিপি (৩য় ভাগ)। Gitanjali No. 74.

"আজি বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে"

১। প্রকৃতি ৩৪।

রচনা ১৪ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর) গীতাঞ্জলি ২৭-সংখ্যক। মানসী ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ১৩১৬ আশ্বিন ৩৪৩ গান। গান ১৯০৯ (বিবিধ) ৮৭, রাগ ঃ ইমনকল্যাণ। গীতলিপি (৩য় ভাগ)।

"প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে"

১। পূজা ১৩৮।

রচনা ১৪ ভাদ্র ১৩১৬ রাত্রি, (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ২৮-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৯৯ বেহাগ। গীতলিপি (২য় ভাগ), Lovers Gift & Crossing No. 11.

"ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়"

১। পূজা ১১৮।

রচনা ১৫ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ২৯-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৯৬, কানাড়া, রাগ ঃ খাম্বাজ। গীতলিপি (ষষ্ঠ ভাগ)। সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি।

"এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ"

১। পূজা ৫২৬।

রচনা ১৬ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ৩০-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৯৬, রাগ ঃ বিভাস। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক (১৩১৬) ফাধন ১৭২, রাগ ঃ মিশ্র বিভাগ, তাল ঃ ঠুংরি। গীতলিপি (৩য় ভাগ)। Gitanjali No. 59.

"আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান"

১। পূজা ২৩।

রচনা ১৬ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর) গীতাঞ্জলি ৩১-সংখ্যক। গান ১৯০৯/৪০৯ রাগ ঃ পরজ, তাল ঃ তেওরা। গীতলিপি (ষষ্ঠ ভাগ)। Gitanjali No. 15.

"দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও"

১। পূজা ৩৮২।

রচনা ১৬ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ৩২-সংখ্যক, গান ১৯০৯/৪০৯ রাগ ঃ ঝিঁঝিট, তাল ঃ ঠুংরি। গীতলিপি (২য় ভাগ)।

"আবার এরা ঘিরেছে মোর মন"

১। পূজা ১৬৬।

রচনা ১৬ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ৩৩-সংখ্যক। গান ১৯০৯/৪১০ রাগ ঃ আসাবরি, তাল ঃ ঝম্পক। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক (১৩১৬) ফাধন ১৭২, রাগ ঃ টোড়ি, তাল ঃ ঝম্পক। গীতলিপি (২য় ভাগ)।

"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে"

১। পূজা ১২৮।

রচনা ১৬ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ৩৪-সংখ্যক। গান ১৯০৯ রাগ ঃ বাগেশ্রী, তাল ঃ ধমোর। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক (১৩১৬) ফাধন ১৭৫। রাগ ঃ বাহার বাগেশ্রী, তাল ঃ তেওরা। গীতলিপি (১ম ভাগ), সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ ফাধন, সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি, Gitanjali No. 46.

"এসো হে এসো সজল ঘন, বাদল বরিষনে'

১। প্রকৃতি ৯৯।

রচনা ১৭ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর) গীতাঞ্জলি ৩৫-সংখ্যক, মানসী ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ১৩১৬ কার্তিক ৩৯৪ 'আবাহন' নামে প্রকাশিত। গান ১৯০৯/৪০৯। রাগ ঃ মল্লার, তাল ঃ ঝাঁপতাল। গীতলিপি (৩য় ভাগ) কেতকী। Lovers Gift & Crossing No. 28.

"পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে"

১। পজা ৩১৫।

রচনা ১৮ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর) গীতাঞ্জলি ৩৬-সংখ্যক, গান ১৯০৯ (ব্রক্ষ) ৩৭৪। রাগ ঃ বাহার, তাল ঃ তেওরা। গীতলিপি (২য় ভাগ)। Gitanjali No. 70.

" নিশার স্বপন ছুটল রে"

১। পজা ২৭১।

রচনা ১৮ ভাদ্র ১৩১৬ (বোলপুর)। গীতাঞ্জলি ৩৭-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৭৩। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ ঠুংরি। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক (১৩১৬) ফাধন ১৭২, রাগ ঃ টোড়ি ভৈরবী, তাল ঃ দাদরা। গীতলিপি (২য় ভাগ) বৈতালিক। Lovers Gift & Crossing No. 44.

"শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে"

২। প্রকৃতি ১৪৮।

রচনা ১৮ ভাদ্র ১৩১৬ [শান্তিনিকেতন] গীতাঞ্জলি ৩৮-সংখ্যক, গান ১৯০৯। ৪০৭। কীর্তনের সুর মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক (১৩১৬) ফাধন ১৭২। রাগ ঃ জংলা, তাল ঃ তেওরা। পাঠান্তর আছে। শারদোৎসবে নাটিকা অভিনয়কালে (১৩২৯ ভাদ্র)। গানটি সংযোজিত

হয়। শেফালি। Lovers Gift & Crossing No. 46.

"হেথা যে গান গাইতে আসা"

১। পূজা ২২।

রচনা ২৭ ভাদ্র ১৩১৬ (কোলকাতা) গীতাঞ্জলি ৩৯-সংখ্যক, গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৬২। রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ ঠুংরি। মানসী ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩১৬ ফাধন। রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ কাওয়ালি। গীতলিপি (২য় ভাগ)। Gitanjali No. 13.

"যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর"

১। পূজা ২৩৯।

রচনা ১ আশ্বিন ১৩১৬ (কোলকাতা)। গীতাঞ্জলি ৪০-সংখ্যক, গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৬৫। রাগ ঃ ঝিঁঝিট, তাল ঃ কাওয়ালি। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক (১৩১৬) ফাধন ১৭৬, রাগ ঃ মিশ্র সিন্ধু তাল ঃ একতালা। গীতলিপি (১ম ভাগ)।

"এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে"

১। পূজা ১৭৫।

রচনা ১৯ আশ্বিন ১৩১৬ [শান্তিনিকেতন]। গীতাঞ্জলি ৪১-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (নতুন গান) ৪০৮। রাগ ঃ মূলতান, তাল ঃ একতালা। গীতলিপি (২য় ভাগ)।

"গায়ে আমার পৃলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর"

১। পূজা ৩১৮।

রচনা ২৫ আশ্বিন ১৩১৬ [শিলাইদহ]। গীতাঞ্জলি ৪২-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৬৫। রাগ ঃ ঝিঁঝিট, তাল ঃ কাওয়ালি। গীতলিপি (১ম ভাগ)।

"প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত, রেখো না ঢাকি"

১। পূজা ৩৬৪।

রচনা ২৭ আশ্বিন ১৩১৬ [শিলাইদহ]। গীতাঞ্জলি ৪৩-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৬৬। রাগ ঃ হাম্বির, তাল ঃ একতালা। বঙ্গদর্শন ১৩১৬ কার্তিক। গীতলিপি (২য় ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি। ১৩১৭ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক চৈত্র ২০১, কীর্তনের সুর- ঠুংরি।

"জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ"

১। পূজা ৩১৭।

রচনা ৩০ আশ্বিন ১৩১৬ [শিলাইদহ]। গীতাঞ্জলি ৪৪-সংখ্যক। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৬৩। রাগ ঃ কেদারা, তাল ঃ ঝাঁপতাল। ১৩১৭ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক (১৩১৬) চৈত্র ১৯৪ সরফর্দা - একতালা। গীতলিপি (৫ম ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি। Gitanjali No. 16.

"আলোয় আলোকময় করে হে"

১। পূজা ৩১৯।

রচনা ২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ৪৫-সংখ্যক। গান ১৯০৯। ৪১০ রাগ ঃ ভৈরোঁ, তাল ঃ তেওরা। গীতলিপি (২য় ভাগ), বৈতালিক।

"ওই আসনতলের মাটির'পরে লুটিয়ে রব"

১। পূজা ৪৯১।

রচনা ১০ পৌষ ১৩১৬ [শান্তিনিকেতন]। গীতাঞ্জলি ৪৬-সংখ্যক। গান ১৯০৯। ৪০১। কীর্তনের সুর। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক (১৩১৬) ফাধন ১৭৭। কীর্তনের সুর-ঠুংরি। বঙ্গদর্শন ১৩১৬ অগ্রহায়ণ। গীতলিপি (১ম ভাগ), সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ চৈত্র, সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি। Poems No. 47 এবং Anthology Vol. I.

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি"

১। পূজা ৬০৭।

রচনা ১২ পৌষ ১৩১৬ [শান্তিনিকেতন]। গীতাঞ্জলি ৪৭-সংখ্যক। গান ১৯০৯। ৪১২। বাউলের সুর। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক (১৩১৬) ফাধন ১৭৬, রাগ ঃ খাম্বাজ, তাল ঃ ঠুংরি। গীতলিপি। Gitanjali No. 100.

'গান' ১৯০৯ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত।

নিম্নলিখিত সংখ্যক গানগুলির কোনো সঠিক তারিখ না পাওয়ায় আমরা ১৯০৯ সালের শেষে দিলাম, যেহেতু গানগুলি উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

"জাগ' জাগ' রে জাগ সঙ্গীত"

১। পূজা ২১।

গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৬৪, রাগ ঃ দেশ, তাল ঃ ঝাঁপতাল। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক ফাধন ১৭৬, রাগ ঃ দেশ, তাল ঃ তেওয়া। গীতলিপি (১ম ভাগ), ভাঙা গান।

"নয়ান ভাসিল জলে"

১। পূজা ৪০৫।

'গান' ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৬৭, শ্যাম - কাওয়ালি। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক ফাধন ১৭৫, শ্যাম একতালা। গীতলিপি (১ম ভাগ), কেতকী। ভাঙা গান। ধর্ম সঙ্গীত, ১৯১৪।

"পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে"

২। প্রকৃতি ২৭৩।

গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৭৩, রাগ ঃ মিশ্র সিন্ধু, তাল ঃ ঝাঁপতাল। গীতলিপি (১ম ভাগ), সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ চৈত্র। রাজা ১৩১৭ পৌষ। পাঠান্তর আছে। (র-র-১০। ২৩০)।

"হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই"

১। পূজা ১২১।

গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৯৪, রাগ ঃ পরজবসন্ত, তাল ঃ কাওয়ালি। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রবাসী ১৩১৬ ভাদ্র ৩২৩ ও গীতলিপি (২য় ভাগ)।

"দাঁড়াও মন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে"

১। পূজা ২৬১।

গান ১৯০৯। ৪০৮, রাগ ঃ ভীমপলশ্রী, তাল ঃ চৌতাল। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক ফাধন ১৭৪, রাগ ঃ ভীমপলশ্রী, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। গীতলিপি (১ম ভাগ) সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ ফাধন। ভাঙা গান। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪।

"যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই"

১। পূজা ৩৯১।

গান ১৯০৯। ৪১১, মিশ্র, বেদমন্ত্র ঃ যদোমি প্রস্ফুরন্নিব ... - এর অনুবাদ। ঋগ্বেদ। স্বরলিপি ঃ 'ভারতী ও বালক' ১২৯৯ মাঘ ৫৮৮। আনন্দসঙ্গীত ১৩২২ বৈশাখ ১৩৮। ব্রহ্মসঙ্গীত (৩য় ভাগ) স্বরলিপি ঃ প্রতিভা দেবী ঃ 'মন্ত্র-কবিতা-গান' (২৫ বৈশাখ ১৩৯৭) (বিশ্বভারতী)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪।

'যদেমি প্রস্ফুরন্নিহ' মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ - সংযোজিত সুরের উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী-কৃত অন্য একটি স্বরলিপিও 'বেহালা শিক্ষা' (১৯০৪) গ্রন্থ থেকে 'মন্ত্র কবিতা, গান' গ্রন্থের পরিশিষ্ঠে মুদ্রিত হয়েছে।

''অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে''

১। পূজা ৪২৭।

গান ১৯০৯। ৪১১, রাগ ঃ কামোদ, তাল ঃ ধামার। ভাঙা গান। স্বরলিপি ঃ (২য় ভাগ)। ধর্মসঙ্গীত, ১৯১৪।

''জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি''

১। পূজা ৩৭৬।

গান ১৯০৯। ৪২২, রাগ ঃ বৃন্দাবনী সারঙ্গ, তাল ঃ তেওরা। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক ফাধন ১৮২, রাগ ঃ বৃন্দাবনী সারঙ্গ, তাল ঃ তেওরা। গীতলিপি ঃ (২য় ভাগ), বৈতালিক ১৩২৫ চৈত্র। ভাঙা গান। ধর্মসঙ্গীত, ১৯১৪।

''কার মিলন চাও বিরহী''

১। পূজা ৪২৮।

গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৭৭, রাগ ঃ শ্রী, তাল ঃ তেওরা। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক ফাধন ১৭৪, রাগ ঃ শ্রীরাগ, তাল ঃ তেওরা। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ পৌষ, গীতলিপি (১ম ভাগ)। ভাঙা গান। ধর্মসঙ্গীত, ১৯১৪।

''নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা''

১। পূজা ৩০০।

রচনা ১৭ পৌষ ১৩১৬ [শান্তিনিকেতন]। গীতাঞ্জলি ৫০-সংখ্যাক। ৬ই মাঘ বুধবার বৈকাল ১৩১৬ মহর্ষিদেবের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে গানটি কোলকাতায় মহর্ষি ভবনে গীত হয়। তত্ত্ববোধিনী

১৮৩১ শক ফাধন ১৭৮, রাগ ঃ পূরবী তাল ঃ একতালা। গীতলিপি (১ম ভাগ)।

"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বলিয়ে তুমি"

১। পূজা ৫৫৭।

রচনা ১৭ই পৌষ ১৩১৬ [শান্তিনিকেতন]। গীতাঞ্জলি ৫১-সংখ্যাক। মহর্ষিদেবের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে ৬ই মাঘ ১৩১৬ বুধবার বৈকালে কোলকাতায় মহর্ষি ভবনে গানটি গীত হয়। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক ফাধন ১৭৮, বাউলের সুর, তাল ঃ কাহারবা। গীতলিপি (২য় ভাগ)।

"তুমি আমাদের পিতা"

১। পূজা ৩৯২।

মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক ফাধন ১৬১, সুরের উল্লেখ নাই। গীতলিপি (১ম ভাগ)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। পৃঃ ১৩৩, সুরের উল্লেখ নাই, রাগ ঃ মিশ্র, তাল ঃ একতালা।

"রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে"

১। পূজা ৩৭৮।

অনুমান ১৩১৬ (১৯১০ জানুয়ারি) মাঘোৎসবের জন্য রচিত। গান ১৯০৯ নাই। গীতলিপি ২য় ভাগ ১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতবিতান ১৩১৮ আশ্বিন ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭। গীতবিতান ১। পূজা বিবিধ ৬/১৫৪। ভাঙাগান।

"জাগে নাথ জোছনারাতে"

১। পূজা ৫৩৬।

মাঘোৎসবের গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩১ শক ফাধন ১৭৬, রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ ধামার। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ ফাধন ও গীতলিপি (১ম ভাগ)। পৃঃ ১৩২, সুরের উল্লেখ নাই। ভাঙা গান।

"তিমিরময় নিবিড় নিশা নাহিরে"

২। বিচিত্র ১০১।

স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — গীতলিপি ১ম ভাগ ১৩১৬ মাঘ (১৯১০ জানুয়ারি)। রাগ ঃ মেঘ, তাল ঃ ঝাঁপতাল। সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৬ ফাধন। গান ১৯০৯ নাই। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪-তে আছে। গীতবিতানে ১৩৩৮ আশ্বিন ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৩। গীতবিতান ২। বিচিত্র ১০১। ৩১৩ ভাঙা গান।

"আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে"

২। প্রকৃতি ২৫২।

রচনা ১৩১৬ ফাধন [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ৫৪-সংখ্যাক। গান ১৯১৪। ৮৩। সুরের উল্লেখ নাই। সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি (১৯২৭)। রাগ ঃ পরজবসন্ত, তাল ঃ ত্রিতাল।

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে"

২। প্রকৃতি ১৯০।

রচনা ২৬ চৈত্র ১৩১৬ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ৫৫-সংখ্যাক। গান ১৯১৪। ৮৪। স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতলেখা (২য় ভাগ)। রাগ ঃ মিশ্র বাহার, তাল ঃ ত্রিতাল। সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি।

"তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে"

১। পূজা ২৯৫।

রচনা ২৭ চৈত্র ১৩১৬ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ৫৬-সংখ্যাক। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত-প্রকাশিকা ১৩১৭ চৈত্র, গীতাঞ্জলি (৫ম ভাগ সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ২০। সুরের উল্লেখ নাই। Gitanjali No. 49.

"তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো"

১। পূজা ১২০।

রচনা ২৮ চৈত্র ১৩১৬ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ৫৭-সংখ্যাক। গীতলিপি (৩য় ভাগ)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ২৩ সুরের উল্লেখ নাই। বাউলের সুর-দাদরা। Lovers Gift & Crossing No. 4.

"জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো"

১। পূজা ৯৫।

রচনা ২৮ চৈত্র ১৩১৬ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ৫৮-সংখ্যাক। গীতলিপি (৫ম ভাগ)। গীতবিতান ১৩৩৮ আশ্বিন-এ প্রথম গীতগ্রন্থভুক্ত। পৃষ্ঠা ৩৪২। রাগ ঃ জয়জয়ন্তী, তাল ঃ একতালা। Gitanjali No. 39.

"এবার নীরব করে দাও হে ও তোমার মুখর কবিরে"

১। পূজা ২৫৪।

রচনা ৩০ চৈত্র ১৩১৬ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ৫৯-সংখ্যাক। গীতলিপি (৩য় ভাগ)। সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ১৩, সুরের উল্লেখ নাই। রাগ ঃ কানাডা, তাল ঃ ত্রিতাল (বিলম্বিত) Sheaves No. 67.

"বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার"

১। পূজা ১৩৬।

রচনা ৪ বৈশাখ ১৩১৭ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ৬০-সংখ্যাক। গীতলিপি (৩য় ভাগ)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ২৭, সুরের উল্লেখ নাই। রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ একতালা। Gitanjali No. 66.

"সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি"

২। প্রেম ২৬৭।

রচনা ১২ বৈশাখ ১৩১৭ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ৬১-সংখ্যাক। গীতলিপি (৫ম ভাগ)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ৩১, সুরের উল্লেখ নাই। রাগ ঃ খাম্বাজ, তাল ঃ তেওরা। Gitanjali No. 26.

বয়স ৪৯। ১৩১৭। ১৯১০। ১১

"তোরা শুনিস নি শুনিস নি কি তার পায়ের ধ্বনি"

১। পূজা ১৩০।

রচনা ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [কোলকাতা]। গীতাঞ্জলি ৬২-সংখ্যাক। গীতলিপি (৩য় ভাগ)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ২২ সুরের উল্লেখ নাই। রাগ ঃ সিন্ধু বারোঁয়া, তাল ঃ যৎ। Gitanjali No. 45.

"কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে"

১। পূজা ৩৩।

রচনা ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [তিনধরিয়া]। গীতাঞ্জলি ৬৫-সংখ্যাক। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ), গীতপঞ্চশিকা (১৩২৫ আশ্বিন), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি (১৯২৭)। রাগ ঃ ইমন-কল্যাণ, তাল ঃ তেওরা।

"আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে"

১। পূজা ৬৪।

রচনা ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [তিনধরিয়া]। গীতাঞ্জলি ৬৮-সংখ্যক। গীতলিপি (৩য় ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি (১৯২৭)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ৬২ সুরের উল্লেখ নাই। রাগ ঃ মিশ্র মল্লার, তাল ঃ দাদরা। Gitanjali No. 27.

"ওই রে তরী দিল খুলে"

১। পূজা ৪৭৭, ৩ পরিশিষ্ট ২-৩।

রচনা ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [তিনধরিয়া]। গীতাঞ্জলি ৬৯ সংখ্যক। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি (১৯২৭)। পরিশোধ। প্রবাসী ১৩৪৩ কার্তিক শ্যামার কণ্ঠে গান। দ্র. গীতাবিতান গ্রন্থপরিচয় ১০০৯ (র-র-২৫। ২১৪)। রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ রূপকড়া।

"চিত্ত আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে"

২। প্রকৃতি ১০০।

রচনা ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [তিনধরিয়া]। গীতাঞ্জলি ৭০ সংখ্যক। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রবাসী ১৩৩৬ কার্তিক ৯৫। গীতবিতান ১৩৩৮ সং ১, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৩৯ প্রথম গীতগ্রন্থভুক্ত। কোথাও সুরের উল্লেখ নাই।

"যতবার আলো জ্বালাতে চাই"

১। পূজা ১৬৫।

রচনা ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [তিনধরিয়া]। গীতাঞ্জলি ৭২-সংখ্যক। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক চৈত্র ২০৩, রাগ ঃ কামোদ, তাল ঃ একতালা। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ)।

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান"

১। পূজা ২২২।

রচনা ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [তিনধরিয়া]। গীতাঞ্জলি ৭৪-সংখ্যক। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ

ঠাকুর ঃ বিচিত্রা ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ ৯০৬। গীতবিতান ১৩৩৮ সং ১, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৫৩ প্রথম গীতগ্রন্থভুক্ত। কোথাও সুরের উল্লেখ নেই।

"দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে"

১। পূজা ৪৮৮।

রচনা ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [তিনধরিয়া]। গীতাঞ্জলি ৭৮-সংখ্যক। মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক চৈত্র ১৯৪, রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ একতালা। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি (১৯২৭)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ২৩। সুরের উল্লেখ নাই।

"ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা"

১। পূজা ৯৪।

রচনা ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [কোলকাতা]। গীতাঞ্জলি ৭৯-সংখ্যক। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ২৫। সুরের উল্লেখ নাই। গীতলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি (১৯২৭), ১৩২৭ মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮৪২ শক ফাধন ২৯৭, রাগ ঃ ঝিঁঝিট, তাল ঃ ঝাঁপতাল।

"আমারে যদি জাগালে আজি নাথ"

২। প্রকৃতি ৯৭।

রচনা ৩ আষাঢ় ১৩১৭, দ্র. গীতাঞ্জলি ৮৬-সংখ্যক। গীতলিপি (৫ম ভাগ), কেতকী (১৩২৬ শ্রাবণ)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪/১০। সুরের উল্লেখ নেই।

"আরো আঘাত সইবে আমার"

১। পূজা ২২৪।

রচনা ৪ আষাঢ় ১৩১৭, দ্র. গীতাঞ্জলি ৯০-সংখ্যক। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ১১। সুরের উল্লেখ নেই। গীতলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ) সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি (১৯২৭)।

"এই করেছে ভালো, নিঠুর হে"

১। পূজা ২২৩।

রচনা ৪ আষাঢ় ১৩১৭, দ্র. গীতাঞ্জলি ৯১-সংখ্যক। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ)। ধর্মসঙ্গীত

১৯১৪। ১৪। সুরের উল্লেখ নেই। Lovers Gift & Crossing No. 6.

"দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে"

১। পূজা ১৫৬।

রচনা ৫ আষাঢ় ১৩১৭ [বোলপুর] দ্র. গীতাঞ্জলি ৯২-সংখ্যক। মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক (১৩২৭) চৈত্র, রাগ ঃ সিন্ধু খাম্বাজ, তাল ঃ একতালা গীতলিপি (৫ম ভাগ)। সঙ্গীত-গীতঞ্জলি (১৯২৭)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ২৪। সুরের উল্লেখ নাই। Gitanjali No. 77.

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো"

১। পূজা ৩৬৩।

রচনা ৭ আষাঢ় ১৩১৭ [বোলপুর] দ্র. গীতাঞ্জলি ৯৪-সংখ্যক। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শত (১৩১৭) চৈত্র, ১৯৪, রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ কাহারবা। গীতলিপি (৫ম ভাগ), বৈতালিক (১৩২৫ চৈত্র), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি (১৯২৭)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ৬২। সুরের উল্লেখ নেই।

"যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে"

১। পূজা ৩৬২।

রচনা ৮ আষাঢ় ১৩১৭ [বোলপুর] দ্র. গীতাঞ্জলি ৯৬-সংখ্যক। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক (১৩১৭) চৈত্র ২০৪। বাউলের সুর, তাল ঃ দাদরা। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি (১৯২৭)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ২৯।

"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে"

২। প্রকৃতি ৯৮।

রচনা ১০ আষাঢ় ১৩১৭ [বোলপুর] দ্র. গীতাঞ্জলি ৯৯-সংখ্যক। স্বরলিপি ঃ কেতকী (১৩২৬ শ্রাবণ)। সুরের উল্লেখ নেই। গীতবিতান ১৩৩৮ আশ্বিন, সংস্করণ ১-এ প্রথম খণ্ডে গীতরূপে ভুক্ত। Poems No. 48. (No. 42 1st ed).

"আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে"

২। প্রকৃতি ১১৪।

রচনা ১১ আষাঢ় ১৩১৭ [বোলপুর] দ্র. গীতাঞ্জলি ১০০-সংখ্যক। গীতবিতান ১৩৪৮ মাঘ, সংস্করণ ২, পৃঃ ২০১ প্রথম গীতরূপ পাওয়া যায়। স্বরলিপি নেই।

"হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ"

১। পূজা ৮৫।

রচনা ১৩ আষাঢ় ১৩১৭ [বোলপুর] দ্র. গীতাঞ্জলি ১০১-সংখ্যক। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক (১৩১৭) চৈত্র ২০৩, রাগ ঃ ইমনকল্যাণ, তাল ঃ একতালা। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি। (Fox strang ways, The Music of Hindustan, P. 165. No, 65)

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে"

১। স্বদেশ ১৫।

রচনা ১৮ আষাঢ় ১৩১৭ [বোলপুর] দ্র. গীতাঞ্জলি ১০৬-সংখ্যক। প্রবাসী ১৩১৭ শ্রাবণ 'মাতৃ-অভিষেক' পৃঃ ৪০৭, 'অপমান' নামক কবিতা। সাহিত্য ১৩১৭ ভাদ্র, পৃঃ ৩৪৪, সমালোচনা দ্রষ্টব্য। মূল কবিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ স্তবক গানে ভুক্ত। স্বরলিপি ঃ ভারততীর্থ ও সঙ্গীত গীতাঞ্জলি।

ইংরেজিতে অনুবাদ ঃ (1) 'On the shore of vast Humenity tr. by Indira Devi in (a) Hindustan Standard Puja Annual, 1944, (b) Visva Bharati Quarterly Jan. 1929, (2) A hymn to India – tr. by K. Kripalani in (a) Indian Literature (Sahitya Akademi) April-Sept. 1958. (b) Anthology Vol. I, 'Awake my mind gently awake; (3) On the shore of Bharat – tr. by Aurobindo Bose – Flight of swans, P. 80.

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন"

১। পূজা ৪৯০।

রচনা ১৯ আষাঢ় ১৩১৭ [বোলপুর]। দ্র. গীতাঞ্জলি ১০৭-সংখ্যক। প্রবাসী ১৩১৭ ভাদ্র ৪০৯, 'প্রণতি' নামক কবিতা। সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি, রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ দাদরা। Gitanjali No. 10.

"নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি"

১। পূজা ২৬২।

রচনা ২৫ আষাঢ় ১৩১৭ [শিলাইদহ]। গীতাঞ্জলি ১১৩-সংখ্যক। কেতকী, সুরের উল্লেখ নেই।

"যাত্রী আমি ওরে"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৭২।

রচনা ২৬ আষাঢ় ১৩১৭ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ১১৭-সংখ্যক। কাব্যগীতি, সুরের উল্লেখ নেই।

"উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে"

১। পূজা ১৮৩।

রচনা ২৬ আষাঢ় ১৩১৭ [গোরাই]। দ্র. গীতাঞ্জলি ১১৮-সংখ্যক। কোলকাতায় মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক (১৩১৭) চৈত্র ১৯৫, রাগ ঃ টোড়িভৈরবী, তাল ঃ কাহারবা। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ১২, সুরের উল্লেখ নেই। গীতলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি।

"সীমার মাঝে, অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"

১। পূজা ৬৫।

রচনা ২৭ আষাঢ় ১৩১৭ [গোরাই]। জানিপুর গীতাঞ্জলি ১২০-সংখ্যক। বঙ্গদর্শন ১৩১৭ মাঘ। কোলকাতায় মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮১২ শক (১৩১৭) চৈত্র ২০৩, রাগ ঃ ছায়ানট, তাল ঃ একতালা। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ৩০, সুরের উল্লেখ নেই। দ্র. Sheaves P. 88.

"তাই তোমার আনন্দ আমার' পর"

১। পূজা ২৯৪।

রচনা ২৮ আষাঢ় ১৩১৭ [জানিপুর]। গোরাই। গীতাঞ্জলি ১২১-সংখ্যক। কোলকাতায় মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক (১৩১৭) চৈত্র ২০৪, রাগ ঃ মিশ্র জয়জয়ন্তী, তাল ঃ দাদরা। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ), সঙ্গীত-গীতাঞ্জলী। Gitanjali No. 65. ধর্মসঙ্গীত ১৯১৩। ২১, উল্লেখ নেই।

"ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি"

১। বিচিত্র ৭৩।

রচনা ১৮ শ্রাবণ ১৩১৭ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ১৪১-সংখ্যক। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পান্ডুলিপি থেকে সংকলিত। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ১৬৪, সুরের উল্লেখ নেই। রাগ ঃ শ্রীরাগ, তাল ঃ একতাল।

"জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই"

১। পূজা ১৮২।

রচনা ২২ শ্রাবণ ১৩১৭ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ১৪৫-সংখ্যক। গীতলিপি (৫ম ভাগ), রাগ ঃ মিশ্র সাহনা, তাল ঃ তেওরা, সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ১৮, সুরের উল্লেখ নেই। Gitanjali No. 28.

"জীবনে যত পূজা হল না সারা"

১। পূজা ২৯৬।

"রচনা ২৩ শ্রাবণ ১৩১৭ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ১৪৭-সংখ্যক। কোলকাতায় মাঘোৎসব গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক (১৩১৭) চৈত্র ১৯৫, রাগ ঃ ভৈরবী, তাল ঃ তেওরা। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ), বৈতালিক, The Music of Hindustan ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ১৯, সুরের উল্লেখ নেই।

"একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে"

১। পূজা ৫০৪।

"রচনা ২৩ শ্রাবণ [বোলপুর]। গীতাঞ্জলি ১৪৮-সংখ্যক। ১৩১৮ মাঘোৎসবের প্রাতঃকালীন ভাষণের শেষে গানটি আছে। পঙ্‌ক্তিগুলির কিছু রদবদল আছে। আরম্ভ — "সমস্ত দেহ লুটিয়ে পড়ুক" ... ইত্যাদি। "পিতার বোধ"। দ্র. শান্তিনিকেতন। (র-র-১৬। ৪২১)। স্বরলিপি ঃ Twenty six songs. Notation by A.A. Bake. Gitanjali No. 103.

"জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপরে"

১। পূজা ২৭৫।

"রচনা ৪ আশ্বিন ১৩১৭ [বোলপুর]। দ্র. গীতালি সংযোজন অংশ। (র-র-১১। ২৯৭)।

গীতলিপি (৪র্থ ভাগ)। রাগ ঃ হাম্বির, তাল ঃ একতালা। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ১০৮, সুরের উল্লেখ নেই।

"প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে"

১। পূজা ৬৮।

"রচনা ৫ আশ্বিন ১৩১৭ [বোলপুর]। দ্র. গীতালি সংযোজন অংশ (র-র-১১। ২৯৮)। মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক (১৩১৭) চৈত্র ২০৩, রাগ ঃ কেদারা, তাল ঃ একতালা। গীতলিপি (৪র্থ ভাগ)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ১৩২, সুরের উল্লেখ নেই।

"রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে"

১। পূজা ৬৩।

"রচনা ১৫ আশ্বিন ১৩১৭ নিশীথে [বোলপুর]। দ্র. গীতিমাল্য (র-র-১১। ১২৭)। মানসী ১৩১৭ ফাধন "আলো আঁধার" শিরোনামে পৃঃ ১। গীতলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ) রাগ ঃ মিশ্র ললিত, তাল ঃ একতালা। গীতলেখা (১ম ভাগ)।

"আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে"

১। পূজা ২৬৯।

রচনা অগ্রহায়ণ ১৩১৭ [শিলাইদহ]। দ্র. গীতালি সংযোজন (র-র-১১। ২৯৯)। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩৪ শক (১৩১৯) পৌষ ২২৭, রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ কাওয়ালি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - কৃত স্বরলিপি সহ প্রকাশিত। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ৯৯, সুরের উল্লেখ নেই।

"যদি আমায় তুমি বাঁচাও"

১। পূজা ৮০।

রচনা ১৩১৭। দ্র. গীতালি সংযোজন (র-র-১১। ৩০০)। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক (১৩১৭) চৈত্র ১৯৫, রাগ ঃ রামকেলী, তাল ঃ দাদরা। গীতলিপি (৫ম ভাগ) ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ৯৭, সুরের উল্লেখ নেই।

'রাজা' নাটকের গানগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতী'র বিজ্ঞাপন প্রকাশ, 'রাজা' ৭ই পৌষের মধ্যে প্রকাশিত হইবে'। ১৩১৭ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে

সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'রাজা'র ১৫টি গান নতুন — সবগুলোই শিলাইদহে রচিত বলিয়া আমাদের অনুমান।

"আমারে তুমি কিসের ছলে পাঠাবে দূরে"

১। পূজা ৮৭।

রচনা অনুমান ১৩১৭। অগ্রহায়ণ (১৯১০ ডিসেম্বর)। কারণ ১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতী'র বিজ্ঞাপনে প্রকাশ 'রাজা' ৭ই পৌষের মধ্যে প্রকাশিত হইবে'। গানটি রাজা নাটকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাজার দ্বিতীয় সংস্করণে বা রচনাবলীতে গানটি মুদ্রিত নেই। ধর্মসঙ্গীত ১৩২। গীতবিতান ১৩৩৮ আশ্বিন ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭। গীতবিতান ১। পূজা। বন্ধু ৫৫। ৩৭। স্বরলিপি নেই।

"খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর"

১। পূজা ১১৪।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'রাজা-র গান'। (র-র-১০। ১৩৬)। গান ১৯১৪। ৬৮ সুরের উল্লেখ নেই। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা ১৩৪০ অগ্রহায়ণ। অরূপরতন (১৩৪২ সং) 'সরঙ্গমার গান' (র-র-১৩। ১৭১)। পাঠান্তর আছে।

"এ যে মোর আবরণ"

১। পূজা ১৬২।

রচনা ১৩১৭ পৌষ, 'সুরঙ্গমার গান'। (র-র-১০। ১৯৭)। গীতবিতান ১৩৩৮ ৬, সং ১, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৬৫। স্বরলিপি নেই।

"কোথা বাইরে দূরে যায় যে উড়ে"

১। প্রেম ৩২৭।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'সুরঙ্গমার গান'। (র-র-১০। ২০১)। গান ১৯১৪। ৬৯ সুরের উল্লেখ নেই। অরূপরতনের ১৩২৬ ও ১৩৪২ উভয় সংস্করণেই গানটি আছে। শাপমোচন ১৩৩৮ পৌষ ১৫ পুস্তিকায় ৮-সংখ্যক, চৈত্র ১৩৩৯ সংস্করণে ১৭-সংখ্যক। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৭ মাঘ-চৈত্র।

"আজি দখিন-দুয়ার খোলা"

২। প্রকৃতি ২০২।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'ঠাকুরদার গান'। (র-র-১০। ২০৩)। গান ১৯১৪। ৬৭, সুরের উল্লেখ নেই। অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই গানটি আছে। স্বরলিপি ঃ সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রকাশিকা ১৩১৪ পৌষ। শাপমোচন ১৩৩৯ চৈত্র, ২১-সংখ্যক।

"যেখানে রূপের প্রভা নয়ন-লোভা"

৩। নাট্যগীতি ৯২।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'তৃতীয় নাগরিকের গান'। (র-র-১০। ২০৫)। গীতবিতান ১৩৩৮ আশ্বিন, সং ১, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৬৭। দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত। স্বরলিপি নেই।

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"

১। স্বদেশ ১০।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'ঠাকুরদার গান'। (র-র-১০। ২০৬)। অরূপতনের উভয় সংস্করণেই গানটি আছে। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদারের পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত।

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে"

২। পূজা ৫৪৯।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'বাউলের দলের গান'। (র-র-১০। ২০৯) অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই আছে। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদারের পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিতি।

"তোরা যে যা বলিস ভাই"

২। প্রেম ১৮৪।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'পাগলের গান'। (র-র-১০। ২১৩)। গানের সুর জীবনময় রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। স্বরলিপি ঃ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস-কৃত।

"আজি কমলমুকুলদল খুলিল"

২। প্রকৃতি ২৭২।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'ঠাকুরদার গান'। (র-র-১০। ২১৩) গীতলিপি (৫ম ভাগ), রাগ ঃ মিশ্র বাহার, তাল ঃ ত্রিতাল। গান ১৯১৪। ৬৯, সুরের উল্লেখ নাই। ভাঙা গান।

"মোদের কিছু নাই রে নাই"

২। বিচিত্র ১২১।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'সকলের গান'। (র-র-১০। ২১৮) অরূপরতন ১৩২৬ মাঘ 'গান' পৃঃ ২১। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদারের পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত।

"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে"

২। বিচিত্র ৬।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'নাচের দলের নৃত্য ও গীত'। (র-র-১০। ২২০)। গীতলিপি (৫ম ভাগ) গান ১৯১৪। ৭১, সুরের উল্লেখ নেই। অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই গানটি আছে। শ্রাবণগাথা ১৩৪১ শ্রাবণ।

"বসন্তে কি শুধু কেবল ফোঁটা ফুলের মেলা রে"

২। প্রকৃতি ২০৩।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'ঠাকুরদার গান'। (র-র-১০। ২২২)। অরূপরতন ১৩২৬ পৃঃ ২৭। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদারের পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত।

"বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে"

২। প্রেম ২৬২।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'বালকগণের গান'। (র-র-১০। ২২৪)। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সঙ্গীত-প্রকাশিকা ১৩১৭ চৈত্র ও গীতলিপি (৫ম ভাগ)। রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ কাওয়ালি। গান ১৯১৪। ৭১, সুরের উল্লেখ নেই।

"যা ছিল কালো-ধলো"

২। প্রেম ৮৭।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'বাউলের দলের গান' (র-র-১০। ২২৭)। গান ১৯১৪। ৭২, সুরের

উল্লেখ নেই। অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই গানটি আছে। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদারের পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত।

"আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা"

২। প্রেম ৮৮।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'ঠাকুরদার গান' (র-র-১০। ২২৮)। গান ১৯১৪। ৭৩, সুরের উল্লেখ নেই। অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই গানটি আছে। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদারের পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত।

"আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়"

২। প্রেম ৮৯।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'ঠাকুরদার গান' (র-র-১০। ২২৯)। অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই আছে। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদারের পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত।

"আমার ঘুর লেগেছে — তাধিন্ তাধিন্"

২। বিচিত্র ৭।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'ঠাকুরদার গান'। (র-র-১০। ২২৯)। গান ১৯১৪। ৭৩, সুরের উল্লেখ নেই। স্বরলিপি নেই।

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না"

২। প্রেম ৯০।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'ঠাকুরদার গান'। (র-র-১০। ২৩৬)। অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই গানটি আছে। স্বরলিপি ঃ শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত।

"ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ, হে ভীষণ"

১। পূজা ২২১।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'সুরঙ্গমার গান'। (র-র-১০। ২৩৮)। স্বরলিপি নেই।

"আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী"

২। প্রেম ৯১।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'সুরঙ্গমার গান' (র-র-১০। ২৪০)। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ৫, সুরের উল্লেখ নেই। স্বরলিপি ঃ সাহানা দেবী ঃ প্রবাসী ১৩৩২ আশ্বিন ৮২৯।

"আমি কেবল তোমার দাসী"

২। প্রেম ৩৭৩।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'সুরঙ্গমার গান' (র-র-১০। ২৪৪)। স্বরলিপি নেই।

"এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে"

১। পূজা ৯৩।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'সুরদর্শনার গান'। (র-র-১০। ২৫৯)। স্বরলিপি নেই।

"অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে"

১। পূজা ৮৪।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'সুরঙ্গমার গান'। (র-র-১০। ২৬২)। এই গানের আর একটি পাঠ ১৩৪৪ সালের শারদীয়া 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত হয়। ১ পৌষ ১৩১৭, শান্তিনিকেতন হইতে লিখিত পত্রে এই পাঠ ছিল. দ্র. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সংবর্ধনা স্মারকগ্রন্থ। নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার, ১৯৬৮।

"ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান"

১। পূজা ২৭০।

রাজা ১৩১৭ পৌষ, 'সুরঙ্গমার গান' (র-র-১০। ২৬৩)। গান ১৯১৪। ৭৪, সুরের উল্লেখ নেই। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদারের পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত।

নিম্নলিখিত গানগুলি কোলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩১ শক (১৩১৭) চৈত্র, পৃঃ ১৯৪-২০৪।

"প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে"

১। পূজা ২৭৪।

রাগ ঃ ললিত, তাল ঃ আড়াঠেকা। গীতলিপি ৫।

"ঘোর দুঃখে জাগিনু, ঘনঘোরা যামিনী"

১। পূজা ৪৩৪।

রাগ ঃ বিভাস, তাল ঃ কাওয়ালি। গীতাঞ্জলি ৫।

"যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে"

১। পূজা ৮০।

রাগ ঃ মিশ্র রামকেলি, গীতলিপি ৫। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ৯৭, সুরের উল্লেখ নেই।

"প্রথম আদি তব শক্তি"

১। পূজা ৪৭০।

রাগ ঃ দীপক পঞ্চম, তাল ঃ সুরফাঁক্তা। গীতলিপি ৪। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। ১৩৫, সুরের উল্লেখ নেই। ভাঙা গান।

"হে নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা"

১। পূজা ৫১০।

রাগ ঃ গোঁড়, তাল ঃ ঝাঁপতাল। গীতলিপি ৫।

"ডাকে বার বার ডাকে"

১। পূজা ৩৫৩।

রাগ ঃ কেদারা, তাল ঃ কাওয়ালি, গীতলিপি ৫। ভাঙা গান।

"তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে"

১। পূজা ৪২৬।

রাগ ঃ বেহাগ, তাল ঃ কাওয়ালি। গীতলিপি ৫। ভাঙা গান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান রচনা, সুর ও তাল সংযোজনার পূর্বভাগে কবি সৃষ্টির উন্মাদনায় মগ্ন। যেখানে যা কিছু নতুন পেয়েছেন বা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নবনবীনের স্বাদ এনে দিয়েছে, তা-ই তিনি শুধু গ্রহণ করেন নি, আত্মস্থ করেছেন। ভাঙা গড়ার আশ্চর্যসুন্দর খেলায় মগ্ন হয়ে সৃজন নৈপুণ্যে গড়ে তুলেছেন তাঁর ডালা। বাংলা গানের একরৈখিকতাকে বিনির্মাণ করেছেন বহুরৈখিক মাত্রায়। সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সংগীত ভাণ্ডার। আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে

দাঁড়িয়েও উন্নতনাসা স্বঘোষিত আধুনিকেরাও অকপটে স্বীকার করেন সর্বযুগের, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথই — এই নামের পাশে দ্বিতীয় নাম উচ্চারণের কোনো অবকাশ আজও তৈরি হয় নি।

তথ্যসূত্র –

১. শম্ভুনাথ ঘোষ, *রবীন্দ্রনাথ সংগীত প্রশ্নোত্তরে*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃঃ ১৫।

২. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেনীসংগম*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ৫-৬।

৩. তদেব, পৃঃ ১৪।

৪. শম্ভুনাথ ঘোষ, *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিবৃত্ত (প্রশ্নোত্তরে - ২য় খণ্ড)*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ৩।

৫. তদেব, পৃঃ ৩।

৬. তদেব, পৃঃ ৪।

৭. তদেব, পৃঃ ৪।

৮. তদেব, পৃঃ ৪।

৯. তদেব, পৃঃ ৫।

১০. তদেব, পৃঃ ৫।

১১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *সঙ্গীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান*, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ৪৫।

১২. তদেব, পৃঃ ৪৬।

১৩. তদেব, পৃঃ ৪৬।

১৪. তদেব, পৃঃ ৪৬।

১৫. তদেব, পৃঃ ৪৭।

১৬. তদেব, পৃঃ ৪৭।

১৭. তদেব, পৃঃ ৬৩।

১৮. তদেব, পৃঃ ৬৩।

১৯. দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত তত্ত্ব*, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ১০৯।

২০. তদেব, পৃঃ ১০৯।

২১. শম্ভুনাথ ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীতের ইতিবৃত্ত (প্রশ্নোত্তরে ২য় খণ্ড)*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ৪৬।

২২. তদেব, পৃঃ ৪৭।

২৩. তদেব, পৃঃ ৪৭।

২৪. তদেব, পৃঃ ৪৭-৪৮।

২৫. তদেব, পৃঃ ৪৮।

২৬. সুবিনয় রায়, *রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা*, গীতবীথি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ৮১।

কবিগুরুর বয়স ১১ থেকে ৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সে রচিত গানের যে তালিকা আমরা এই অধ্যায়ে তুলে ধরেছি, তা সংগৃহীত হয়েছে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের '*গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী*', টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে।